আচার্য্যের উপদেশ।

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সার্কিউলার রোড।

১৮৩৮ শক, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ।

মূল্য ১৲ টাকা।

আচার্য্যের উপদেশ।

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সার্‌কিউলার রোড।

১৮৩৮ শক, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ।

 [মূল্য ১৲ টাকা।

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সার্‌কিউলার রোড।

বিধান প্রেস।

আর্‌, এস্‌, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা।

আচার্য্যের উপদেশ দ্বিতীয় খণ্ড নূতন সংস্করণ ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী প্রকাশিত হইল। ষ্টার চিহ্নিত উপদেশগুলি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উপদেশগুলি সমস্তই নূতন। দুই একটী উপদেশে ষ্টার চিহ্ন দিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।

অনুরাগী পাঠকগণ নব প্রকাশিত আচার্য্যের উপদেশ দুই খণ্ড যেন সঙ্গত ও ভারতাশ্রমের প্রার্থনা দুই খণ্ডের সঙ্গে মিলাইয়া পাঠ করেন। এই তিনটীর ভিতর ব্রহ্মানন্দের মহাসাধনার গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। ইহার ভিতর তাঁহার জীবনের সমুজ্জ্বল ছবি প্রতিফলিত। দৈনিক উপাসনা, সাপ্তাহিক আলোচনা এবং সামাজিক উপাসনা—এই তিনটীর ভিতর দিয়া, তাঁহার জীবনের কত গভীর তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে; সপ্তাহকাল ধরিয়া একই ভাবের সাধন চলিয়াছে, একই ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনে সম্বৎসর ধরিয়া এইরূপ নিগূঢ় সাধন চলিয়াছিল। ব্রহ্মগীতোপনিষৎও ইহারই অন্তর্ভুক্ত। তিনি সাধন করিয়া জীবনে যাহা লাভ করিতেন, তাহাই বলিতেন। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে—তাঁহার গভীর রত্নরাজি-সমন্বিত জীবনরূপ-খনিতে অবতরণ করিতে হইলে, এইরূপ সাধনা অবলম্বন করিতে হইবে, এইরূপে তাঁহার জীবন অধ্যয়ন করিতে হইবে। তাঁহার দুই একটী উপদেশ ও প্রার্থনা পাঠ করিলে, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন জীবনের নিগূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্যাতীত—তাঁহার সমন্বয়-পূর্ণ মহাভাবময় জীবনে প্রবেশ করা অসম্ভব। সম্যকরূপে তাঁহার

জীবন অধ্যয়ন এবং সাধন আবশ্যক। অনেকে ব্রহ্মানন্দের দুই একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া, তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বুঝিতে পারেন না, গোলমালে পড়িয়া যান। সাধনের ভাবে, ভক্তির ভাবে, ধারাবাহিকরূপে তাঁহার সমস্ত বিষয় পাঠ করিলে—জীবনে তাহার একটী ছাপ পড়ে। স্তরে স্তরে সেই সমস্ত স্বর্গীয় ভাব ঘনীভূত হয়। যিনি পড়িবেন তাঁহার জীবনে এইরূপে সেই সমস্ত ভাব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। ইহা কল্পনার কথা নহে, জীবনের পরীক্ষিত সত্য। এ অবস্থা না হইলে, ভক্তের ভাবাপন্ন না হইলে, ভক্তকে চিনিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

পূর্ব্বপ্রকাশিত উপদেশগুলির অনেক স্থানে অনেক বাদ পড়িয়াছিল, অনেক ভুল ছিল, তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কমলকুটীর,
১লা আগষ্ট,
১৯১৬ খৃষ্টাব্দ।

গণেশ প্রসাদ।

169

সূচী পত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
শ্রীধর স্বামী নাইডুকে উপদেশ	...	১
ভক্তি—শ্রীচৈতন্য	...	৫
ঈশ্বর চিরনূতন তাঁহার ধর্ম্ম চিরসরস	...	২২
আত্মা ও পরমাত্মার যোগ	...	২৬
ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা	...	৩২
ব্রাহ্মধর্ম্ম শান্তি সংস্থাপনের জন্য অভ্যুদিত	...	৩৮
আত্মতত্ত্ব	...	৪৮
ঈশ্বর মঙ্গলময়	..	৫৪
ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাধু-জীবন	...	৬০
নিশীথকালীন ব্রহ্মোপাসনা	...	৬৯
কাম	...	৭৪
ক্রোধ	...	৮১
ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্বলন্ত অগ্নি	...	৯২
লোভ	...	৯৯
ঈশ্বর-দর্শন	...	১০৯
স্বার্থপরতা	...	১১৪
শুষ্কতা	...	১২৩
শূন্যতা	...	১৩২
ব্রহ্মের ত্রিবিধ জাল	...	১৩৯

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
নামের কত শক্তি	...	১৪৫
কৃতজ্ঞতা	...	১৫১
আমি আমার শত্রু, আমি আমার মিত্র	...	১৫৯
সত্যযুগের সরলতা	...	১৬৭
প্রেম-পরিবার	...	১৭৬
জীবনের উদ্দেশ্য সাধন	...	১৮২
ভ্রাতৃ-প্রেম	...	১৯১
প্রার্থনা	...	২০৪
আত্মার চক্ষু কর্ণ	...	২১০
প্রত্যাদেশ	...	২১৭
একমাত্র গুরু পরব্রহ্ম	...	২২৫
ধ্যান	...	২২৯
ঈশ্বর ইতিহাসে	...	২৩৬
পরলোক সাধন	...	২৪২
বর্ত্তমান আন্দোলন	...	২৪৯
মৃত দেবতার পূজা	...	২৫৬
ব্রাহ্মসমাজের নিকৃষ্টতা কিসে ?	...	২৫৯

ভাদ্রোৎসব।

ভ্রাতৃপ্রেম। *

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৫ই ভাদ্র, ১৭৯৩ শক;
২০শে আগষ্ট, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

"——মনুষ্য কে যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? এবং মনুষ্য সন্তানই বা কে যে তুমি তাহার তত্ত্বাবধান কর?"

আমরা নূতন দেবতার পূজা করিবার জন্য অদ্য উৎসবক্ষেত্রে অবতরণ করি নাই। বুদ্ধি কল্পনা যে দেবতাকে নির্ম্মাণ করে, কিম্বা মনুষ্য আপনার হস্তের দ্বারা যে সুন্দর পুত্তল গঠন করে, আমরা সে দেবতার আরাধনা করিতেও আসি নাই। আজ আমরা আমাদের চিরপরিচিত পুরাতন পরমেশ্বরের পূজা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। বুদ্ধি কল্পনা তাঁহাকে কত অনুরঞ্জিত করিবে? কল্পনা দ্বারা বাহিরের শত শত উপকরণ একত্র করিলে যে সৌন্দর্য্য হয়, সত্যের নিকট তাহা কিছুই নহে; ঈশ্বর চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় যেমন সুন্দর ভাবে ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন, তেমন সৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই। বুদ্ধি কল্পনার সাধ্য কি যে সেই সৌন্দর্য্য চিত্র করে? "সত্যং সুন্দরং" সত্যই সুন্দর, ঈশ্বর আছেন—এই কথা বলিবা মাত্র ভক্তের হৃদয় পুলকিত হয়, এবং পিতার সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন মোহিত হয়, আর কিছুই তাঁহাকে বলিতে হয় না। "ঈশ্বর আছেন,"—এই কথার মধ্যেই তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হয়।

ব্রাহ্মগণ! অদ্য তোমরা যাঁহার উৎসবক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছ, ইনি নূতন ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ইনি তোমাদের চিরপরিচিত বন্ধু। যাঁহার স্নেহ করুণা অনন্তকালের ব্যাপার, যিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, অন্ন বস্ত্র দিয়া প্রতিদিন রক্ষা করিতেছেন, এবং প্রতি-বৎসর, প্রতিমাস, প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টা যিনি তোমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত পালন করিতেছেন, আজ সেই পুরাতন পিতা তোমাদের নিকট আসিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার মত পুরাতন আর কেহ নাই, তাঁহার মত আবার নূতনও কেহই নাই। এই ভাব যিনি বুঝিবেন তিনিই আজ উৎসবের প্রকৃত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাঁহারই নিকট আজ স্বর্গ, পরিত্রাণ নিকটস্থ হইবে। তিনিই ধন্য, তিনিই ব্রাহ্ম, যিনি সেই পুরাতন সুন্দর ঈশ্বরকে আজ আরও সুন্দর বলিয়া আপনার নিকট আনিতে পারিবেন। পুরাতন সঙ্গীত ভাল লাগিল না, নূতন সঙ্গীত করিব; পুরাতন পিতা ভাল লাগিল না, নূতন পিতা কল্পনা করিব; পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত উৎসব করিতে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব নূতন বন্ধুদিগের সহিত পিতার পূজা অর্চ্চনা করিব; ইহা আমাদের লক্ষ্য নহে। অদ্য আমরা এখানে নূতন ঈশ্বর কল্পনা করিতে আসি নাই। কিন্তু যিনি অতি পুরাতন পরমেশ্বর, যাঁহা অপেক্ষা পুরাতন আর কেহই নাই, অদ্য আমরা তাঁহারই উৎসব করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি।

পৃথিবীর সমুদয় ব্যাপারই পরিবর্ত্তনীয়। চল্লিশ বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে কত সহস্র ঘটনা চলিয়া গিয়াছে, কত লোক ইহাতে যোগ দিয়া আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। এইরূপে কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক জীবনে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন। আজ নূতন

বন্ধুদিগকে লাভ করিলাম, কাল তাঁহারা পলায়ন করিলেন, কিন্তু এই সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ঐ দেখ একজন চিরকালের জন্ম সন্নিধানে বসিয়া আছেন। লোকে তাঁহাকে গ্রহণ করুক আর নাই করুক, তিনি বসিয়াই আছেন, সুযোগ পাইলেই সন্তানকে ক্রোড়ে লইবেন। এইজন্য সর্ব্বদাই জীবনের মধ্যে বসিয়া আছেন। তাঁহার মত পুরাতন আর কেহই নাই। যখন জন্মগ্রহণ করিলাম তখনও তাঁহার ক্রোড়ে, এখন যে এত বড় হইয়াছি এখনও তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রিত রহিয়াছি; এবং অনন্ত কাল এই ভাবে তাঁহারই সেই পুরাতন ক্রোড়ে সঞ্চরণ করিতে হইবে। এই যে অতি পুরাতন জগৎ, ইহা তাঁহার সৃষ্ট, তাঁহার মত প্রাচীন আর কে আছে? তাঁহাকে আমরা যখন ডাকিয়াছি তখনই পাইয়াছি, যখন ক্রন্দন করিয়াছি তখনই তিনি অশ্রুজল মোচন করিয়াছেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারি না। বিচ্ছেদ তাঁহার সঙ্গে অসম্ভব। পাপের পথে কেমন সুন্দর পুষ্প আছে যাহা ঘ্রাণ করিলে সুখ হয়, তাহা উপভোগ করিবার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া যাই, মনে করি আর সেখানে বুঝি তাঁহার মুখ দেখিতে হইবে না, কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার পুত্রবাৎসল্য! বিপথগামী পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য সেখানেও তিনি বসিয়া আছেন। সেখানেও তাঁহার প্রেমচক্ষু। সেই পুরাতন পিতা আমাদিগকে সর্ব্বত্র ঘেরিয়া রহিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ব পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে অধোতে, অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বত্র তিনি বিদ্যমান। যেখানে তাঁহাকে দেখিব না মনে করিলাম, সেখানেও তিনি বলপূর্ব্বক দেখা দিলেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া চিরকাল পাপপুষ্পের ঘ্রাণ লইব মনে করিলাম, কিন্তু সেখানেও তিনি বর্ত্তমান থাকিয়া কুপথগামী পুত্রের হস্ত ধারণ

করিলেন। সেই এক পুরাতন পিতা সম্পদে বিপদে, পাপ পুণ্যে সকল অবস্থায় নিকটে বসিয়া আছেন। পিতা নূতন হইতে পারেন না, তিনি নূতন হইবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; অতিশয় পুরাতন ব্যাপার সকল দেখাইয়া তিনি বিপথগামী দুর্জ্জয় সন্তানদিগকে আবার গৃহে ফিরাইয়া আনিবেন।

'আমার পিতা আছেন' এই কথা বলিবা মাত্র যদি ব্রাহ্মহৃদয়ে আনন্দ না হয় তবে সে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমি চাহি না। দশ বৎসর পূর্ব্বে 'ঈশ্বর আছেন' ইহা বলিবা মাত্র নিতান্ত অসাড় হৃদয়েও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইত, এখন পুরাতন বলিয়া কি এই কথা আমাদের নিকট অর্থশূন্য হইল? যাহা কিছু পুরাতন তাহাই কি ব্রাহ্মদের নিকট অপ্রিয় হইবে? যাই কোন বস্তুর নূতনত্ব চলিয়া যাইবে তৎক্ষণাৎ পুরাতন বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিব, ইহাই কি আমাদের জীবনের ধর্ম্ম হইল? জগতে কি এমন কিছু নাই, যাহা যতই পুরাতন হইবে ততই সুন্দর হইবে? সেই পুরাতন মাতা যাঁহার স্নেহে সমস্ত বাল্যকাল পালিত হইয়াছি; তাঁহার মত সুন্দর আর কে আছে? সেই পুরাতন বন্ধু যাঁহার নামে প্রেমসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়, তেমন মনোহর ব্যক্তি আর কোথায়? বন্ধু যতই পুরাতন হন ততই তাঁহার আকর্ষণ, ততই তাঁহার প্রতি অনুরাগ স্থায়ী এবং গাঢ়তর হয়। অতএব আজ যেন আমরা নূতন পুষ্পমালার মধ্যে, নূতন ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে একত্রিত হইয়া নূতন পিতাকে দেখিতে না চাই; কিন্তু যাঁহারা বিশ্বস্ত এবং ভক্তহৃদয়ে সেই পুরাতন পিতার সেবা করেন এবং পুরাতন পিতাকে দেখাইবেন, অদ্য তাঁহাদেরই সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া পিতার উৎসব করিব। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যেমন রোজ রোজ পুরাতন

পিতার নিকট যাইতে চাই, এখনও আমরা সেইরূপ পুরাতন ব্রাহ্ম-বন্ধুর প্রতি আসক্ত হইতে পারি নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই অসাধারণ ক্ষমতা যে "যিনি সৎ—আছেন" ইহা যেমন তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া চিরকালের জন্য তাঁহার চরণতলে আমাদিগকে ভক্তিশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, তাঁহাকে দিন দিন অধিকতর প্রগাঢ়রূপে আমাদের প্রেম-রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া দেয়, তেমনই আবার পুরাতন ভ্রাতাদিগকে সেইরূপ আগ্রহের সহিত শ্রদ্ধা করিতে সমর্থ করে। প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি, তিনি নূতন মুখ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতে পারেন না। পুরাতন ভাই ভগিনীদিগকে যতই তিনি নিকটে দেখেন ততই তাঁহার আনন্দ। সেই পাঁচজন পুরাতন ভাইকে দেখিয়া তিনি যেমন প্রফুল্ল হন, সহস্র নূতন ভাই ভগিনীকে লাভ করিলেও তাঁহার সেই প্রকার আনন্দ হয় না। তেমন ভক্ত কোথায় যিনি পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত পুরাতন সঙ্গীত করিয়া আনন্দিত হন? পূর্ব্বে যে সকল ভাই আসিয়াছিলেন, এক এক করিয়া সকলে চলিয়া গেলেন, সেই পুরাতন উপাসনা, সেই পুরাতন সঙ্গীত, সেই পুরাতন সঙ্গ আর তাঁহাদের ভাল লাগে না, এ সকল অভিযোগ করিতে করিতে সকল প্রকার মমতা, প্রেম বন্ধন ছেদন করিয়া, কোথায় চলিয়া গেলেন, কত চেষ্টা করিলাম কিছুতেই ফিরিলেন না; পিতা যে তাঁহাদের প্রতি এত দয়া করিলেন, একবার তাঁহার প্রতি ফিরিয়াও দেখিলেন না। অতএব বলিতেছি যদি পাঁচটী পুরাতন বন্ধুকেও চিরকালের জন্য ভালবাসিতে পারি, তাহা হইলেও আমাদের জীবনের মহাব্রত সিদ্ধ হইবে। পুরাতন বন্ধুর বিচ্ছেদ যে কত যন্ত্রণাকর, ব্রাহ্মজগৎ কি তাহা কখনও অনুভব করিবে না? চিরকাল

কি আমরা নূতন নূতন লোক দেখিবার জন্য দেশে দেশে ফিরিব, না সেই পুরাতন বন্ধুদিগের সঙ্গে আরও গাঢ়তর প্রিয়তর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইব ?

ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের সময়ে যে সকল বন্ধু পাইয়াছিলাম, আজ কি পুরাতন বলিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে—"বন্ধুগণ! আর তোমাদের সঙ্গ ভাল লাগে না, তোমাদের সঙ্গে আর ব্রহ্মোৎসব করিতে ইচ্ছা হয় না, এখন তোমরা চলিয়া যাও তোমাদের স্থানে নূতন ভাইদিগকে ভালবাসিতে দাও।" এই প্রকার কঠোর বাক্য কি আমাদের মুখ হইতে বিনির্গত হইবে ? বাস্তবিক যতদিন অন্ততঃ পাঁচজন পুরাতন ব্রাহ্মের মধ্যেও একটী স্বর্গীয় পরিবার প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতেই হইবে যে, ইহাঁরা এখনও জগতে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে দিলেন না। এই পরিবার না হইলে, পর্ব্বত সমান যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা, অচিরে ইহা চূর্ণ হইয়া যাইবে। যেখানে যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম সেখানে যতই দিন যাইতেছে ততই পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে অনুরাগ গাঢ়তর হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা যে পরস্পর এত নিকটে—প্রচারক, আচার্য্য এবং উপাচার্য্য বলিয়া যে আমাদের এত অভিমান—আমাদের মধ্যেই এখন পর্য্যন্ত তেমন প্রগাঢ় বন্ধন হইল না। পিতা আজ কেমন সুন্দররূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার প্রেম কেমন গভীর, কেমন অপরিবর্ত্তনীয়! পুরাতন বলিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র মলিন হয় নাই; কিন্তু কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, পুরাতন বন্ধুগণ কেন আজ তেমন সুন্দররূপে আসিলেন না। এই যে পাঁচজন পুরাতন বন্ধু, ইহাঁরা কেন প্রতিজ্ঞা করিলেন না যে, যদি পর্ব্বত চূর্ণ হয় এবং যদি

মহাসাগরও শুষ্ক হয়, তথাপি আমাদের প্রেম শিথিল হইবে না। অন্তরে যেমন পিতার মধুময় সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুলকিত হইতেছি, তেমনই যদি আনন্দের সহিত ভ্রাতৃভাবের পরিচয় দিতে পারিতাম তাহা হইলে আজ স্বর্গ মর্ত্ত্য এক হইত, এবং এই ঘরে যে কি হইত তাহা বলা যায় না। চারিদিক আজ প্রেমানন্দে প্লাবিত হইত! কতবার কাঁদিলাম, এ দুঃখ আর যায় না।

ব্রাহ্মসমাজ এখনও পরিবারের মধুরতা আস্বাদন করিতে পারিল না। একটী পবিত্র পরিবার সংগঠন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য; নতুবা জগতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন ছিল না; ধর্ম্মের অন্যান্য তত্ত্ব অনেক শাস্ত্রে রহিয়াছে, এবং ধর্ম্মের নানা প্রকার সুন্দর ভাবও অনেক দেশে প্রস্ফুটিত হইয়াছে; কিন্তু সৃষ্টি অবধি এখন পর্য্যন্ত মনুষ্যজগতে একটী ব্রাহ্ম পরিবার হইল না। এই পরিবার নির্ম্মাণ করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশ। যে ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তি ভাই ভগিনীর স্কন্ধে হস্ত দান করিয়া পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত, সে তস্কর, সে আত্মাপহারী এবং স্বার্থপর, তাহার কখনই পরিত্রাণ নাই, একথা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। এইজন্য বিশ্বাস হয়, যিনি পুরাতন পিতাকে নূতন ভাবে দেখাইতে পারেন, তিনিই পুরাতন ভাই ভগিনীদিগকে সেই চির-নূতন প্রেমসূত্রে বদ্ধ করিয়া জগতে প্রেমের সৌন্দর্য্য দেখাইবেন।

ব্রাহ্মগণ! তোমাদের মধ্যে প্রেম কোথায়? ভারতবর্ষ যে মরিয়া যাইতেছে, সহস্র সহস্র নর নারী যে অধর্ম্ম স্রোতে ডুবিল, তাহাদের জন্য কি তোমরা এক ফোঁটা চক্ষের জলও ফেলিবে না? স্বর্গে বসিয়া তোমরা হাসিবে, জগৎ যে রসাতলে যায়, তাহার প্রতি তোমরা

ভ্রূক্ষেপও করিবে না, এইরূপ জঘন্য স্বার্থপর ধর্ম্ম তোমরা আর কতকাল সাধন করিবে? যদি ধর্ম্মরাজ্যে যাইতে চাও তবে ভারতের ভাই ভগিনীদিগকে ডাক, যদি না ডাক, তবে তোমরা এখনও স্বর্গের ধর্ম্ম পাও নাই। যাহারা তোমাদের কাছে ধর্ম্মরত্ন পাইবে, তোমাদের সাহায্যে স্বর্গরাজ্য দেখিবে, এই আশা করিয়া আসিয়াছিল—সেই ভাইগুলি ক্রমে ক্রমে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। হাসিতেছ কোন্ মুখে? এত লোক মরিতেছে, কত শত আত্মীয় বন্ধুর সর্ব্বনাশ হইতেছে; তোমাদের মন কি এতই কঠিন যে, এ সকল দেখিয়াও তোমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? ভারতবর্ষ ধূর্ত্ত প্রতারক বলিয়া তোমাদিগকে তিরস্কার করিতেছে, কেন না তাহাদের জন্য তোমরা প্রচারক হইলে না, তাহাদের জন্য তোমরা পরিবার নির্ম্মাণ করিলে না। দুটী লোক যদি জ্বরে কাতর হয় তাহারা ঔষধ পাইলে তোমাদের কেমন আনন্দ! কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে আগে যাঁহারা ভাল ছিলেন, যাঁহারা ব্রাহ্মজগতে ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইতেন, যাঁহারা এক-প্রাণ, এক-হৃদয় হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাঁহারা যে আজ শুষ্ক কঠোর হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, তাঁহাদিগকে কি আবার তোমরা আনিবে না? প্রেম হইতেছে, প্রেম যাইতেছে। স্থায়ী প্রেম কোথায়? ব্রহ্মমন্দির যেমন যত্নের সহিত নির্ম্মাণ করিয়াছ, এবং এখনও পরিত্যাগ কর নাই, তেমনই আগ্রহের সহিত একবার ব্রাহ্ম-পরিবার সঙ্গঠন করিতে চেষ্টা কর দেখি। অনেক স্থান হইতে বহু কষ্ট করিয়া ব্রহ্মমন্দিরের উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়াছ; তোমাদের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এখনও ইহার একটী ইষ্টকও ক্ষয় হয় নাই, এখন সেইরূপ উদ্যোগী হইয়া, ব্রাহ্মগণ! ভাই

ভগ্নীদিগকে আন দেখি, তবেই বুঝিব যে তোমরা যথার্থই ঈশ্বরের সেবক।

বোধ হয় বৃথা বলিতেছি, অরণ্যে রোদন করিতেছি বুঝি! অন্য ধর্ম্মে যাহা হইতে পারে না, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা সফল করিবার জন্য আসিয়াছেন—ইহা যদি তোমরা বিশ্বাস কর, তবে আর অবহেলা করিও না। কাঁদিতে কাঁদিতে ভাই ভগিনীদের পায়ে ধরিয়া তাঁহা-দিগকে ব্রহ্মমন্দিরে আন। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই স্বর্গের প্রেমরাজ্য আনয়ন কর। যদি ঈশ্বরের অনুগত হও, তবে এখানেই সেই স্বর্গ আরম্ভ হইবে, যে স্বর্গে অনন্তকাল বাস করিবে। এইজন্য তোমাদিগকে অনুযোগ করিতেছি যে, এখনও তোমরা পিতার প্রেমে যোগ দিলে না। ঈশ্বর কখনই পৃথিবীতে সহস্র জাতি রাখিবেন না, তাঁহার রাজ্যে কখনও সহস্র ধর্ম্মের লোক থাকিতে পারিবে না। তিনি সকলকে এক-প্রাণ, এক-হৃদয় করিবেন। পাঁচটী ভাই যতদিন পাঁচটী ভাই থাকিবেন, পাঁচটী ভগ্নী যতদিন পাঁচটী ভগ্নী থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় নাই। এইজন্য দয়াময় পিতা বলপূর্ব্বক আমাদিগকে এখানে আনিতেছেন। তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য এই যে পরস্পরের সঙ্গে আমরা চিরকালের জন্য প্রেম যোগে বদ্ধ হইয়া থাকিব। যাঁহাদিগকে প্রচারক বলি, যাঁহাদিগকে আচার্য্য বলি, যাঁহাদিগকে দেখিলে একদিন জগৎ ভাল হইবে আশা হয়, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করি। তাঁহারাও এখন পর্য্যন্ত স্বার্থপরতার ধর্ম্ম বিনাশ করিলেন না। আজ সকলে এখানে আসিয়াছ, দেখ কোন ভাইকে কদাকার মনে করিয়া ঘৃণা করিও না। যাহারা প্রবল পাপস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, যাহাদের মন শুষ্ক হইতে আরম্ভ

হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রেম সূত্রে বাঁধ। যাঁহারা এক বাটীতে থাকেন যদি তাঁহারা পরস্পরকে ভালবাসিতে না পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা পিতার প্রেমপথের কণ্টক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আর কতকাল তোমরা পিতার পরিবারের প্রতি উদাসীন থাকিবে? পিতা কি মনে করিতেছেন? পিতার মন যদি তোমরা পাঠ করিতে পারিতে, তবে আজ তোমাদিগকে কাঁদিতে হইত। তিনি প্রত্যেকের ঘরে যাইয়া দেখিতেছেন, তাঁহার পরিবার হইল না। ব্রাহ্মেরা এখনও পরিবার সাধন করিলেন না। পিতা প্রতিদিন সর্ব্বত্র যাইয়া আমাদের এই মহা অপরাধ দেখিতেছেন। ব্রাহ্মজগতের এই ভয়ানক অবস্থা তাঁহার অবিদিত নাই। পাঁচজন ব্রাহ্মিকা ভগ্নী, পাঁচজন ব্রাহ্ম ভ্রাতা যদি পাঁচ দিন এক ঘরে থাকেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত শতবার তাঁহারা পরস্পরের বক্ষে অস্ত্রাঘাত করেন। ইহা কি অত্যুক্তি? ইহা কি রূপক? কঠোর কথা কি আমার মুখ হইতে বাহির হইল? তোমরা কি আপনাকে এরূপ বিশ্বাস কর যে, আমি জন্মগ্রহণ করিলাম এইজন্য, যে এক স্কন্ধে ভাই এবং অপর স্কন্ধে ভগ্নীকে লইয়া পিতার স্বর্গরাজ্যে যাইব—এখন কি জীবনের এই ফল হইল, যে আপনি যেমন আপনার গরলে মরিতেছি, অন্যকেও সেই গরলে মারিব? কেন আপনি ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া আবার সেই অনলে ভাইকেও দগ্ধ করিব? নিজের পাপবিষে অন্যের প্রাণ কেন বধ করিব? এতকাল ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়া কি অবশেষে এই হইল যে নিজের দোষে জগতের অনিষ্ট করিব? কারণ ক্রোধী লোভী, ধনাসক্ত এবং সাংসারিক হইয়া কেবল যে আমরা আপনা আপনি মরিতেছি তাহা

নহে; কিন্তু আমাদের একটু রাগ, একটু সংসারাসক্তি শত শত ভাই ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করিতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম শুনিয়া নানা স্থান হইতে আমাদের নিকট ঈশ্বরের কোমল শিশু সকল আসিয়াছিলেন; বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমাদের ভাব দেখিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন; এখন কেবল ঘরের লোক, আর বাহিরের লোক কেহ আসেন না। কোথায় ঢাকা, কোথায় মেদিনীপুর, কোথায় মাঙ্গালোর, কত দেশ হইতে পিতা তাঁহার সন্তানদিগকে এক ঘরে আনিয়া দিলেন; কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে বন্ধন কৈ? ব্রাহ্মগণ! আর এই প্রকার প্রেমশূন্য শিথিল ভাব দেখিয়া স্থির থাকিও না। পরস্পরের পদ ধারণ করিয়া বল আর তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। মতের অনৈক্যই হউক, আর সাংসারিক কষ্টই হউক, প্রাণের ভাইকে প্রাণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। মুখের ভ্রাতৃভাব পরিত্যাগ কর। প্রেমের সহিত ভাইকে আলিঙ্গন কর। এই যে ভাইয়ের মুখ, ইহার মধ্যে পিতার মুখশ্রী দেখিতেছি, এই বলিয়া যখন ভাই ভগ্নীদিগকে গৃহে আনিবে, তখন তোমাদের ব্যাপার দেখিয়া জগৎ লজ্জিত হইবে এবং শত্রুরা পরাজিত হইবে। ব্রাহ্মগণ! তোমরা এই কথা লইয়া গিয়া সাধন কর "পিতা যেমন সুন্দর, ভাই ভগ্নীগণও তেমন সুন্দর।" প্রাণস্বরূপ পিতা আমাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। সেইরূপ যদি আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের পর—এক বৎসরের পর, পরস্পরের মধ্যে গভীরতর, মিষ্টতর প্রেম দেখিতে পাইতাম; তবে জানিতাম যথার্থই পিতার প্রেম-পরিবার গঠিত হইতেছে। ভ্রাতৃগণ! লোভী হইয়া, রাগী হইয়া আর ভাই ভগিনী-

দিগকে পরিত্যাগ করিও না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সার—প্রেম সাধন কর। পিতা যেন দেখিতে পান, যাঁহারা তোমাদের নিকট আছেন তাঁহারা আর তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না। এই উৎসব যেন প্রেমরাজ্যের সূত্রপাত হয়। যদি এই প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হও, ভারতবর্ষ বাঁচিবে, জগৎ পরিত্রাণ পাইবে, এবং তোমরাও আনন্দ মনে পিতার প্রেমরাজ্য দেখিতে দেখিতে চিরকালের আশা পূর্ণ করিতে পারিবে।

প্রেমময় পিতা! নিজের গুণে তুমি এত সুন্দর হইয়াছ, আমাদের এই পাপদগ্ধ কল্পনা কি তোমাকে সাজাইবে? পিতা! অনেক দিনের মনের দুঃখ আজ তোমাকে বলিব। দেখ পিতা! তুমি যে সকল সন্তানকে সুখী করিতে যত্ন করিয়াছিলে, কত ধর্ম্মবল পাইবেন বলিয়া যাঁহারা তোমার রাজ্যে আসিয়াছিলেন তাঁহারা চলিয়া গেলেন, আর সেই সকল ভাই ভগিনীদের মুখ দেখিতে পাই না। আমাদের পাপদগ্ধ মনই তাহার কারণ। যদি যত্ন করিয়া ইহাঁদিগকে তোমার প্রেমরাজ্যে বসাইতাম, তবে তোমার স্বর্গরাজ্যের এই বিপদ হইত না। তুমি সকলকে হাতে ধরিয়া আনিয়াছিলে, কিন্তু পিতা! তোমার সাধু সন্তান বলিয়া, ভালবাসিয়া, যাহাদের হস্তে তুমি এত বড় ভার সমর্পণ করিলে তাহারা স্বার্থপর। এতকাল সাধনের পর তাঁহারা বলিলেন কি না যে, আমরা নিজের যন্ত্রণাতেই মরিতেছি, আবার পরের জন্য ভাবিতে পারি না। তুমি বলিয়াছ ব্রাহ্ম বড়ই হউন আর ছোটই হউন, সকলেরই ক্ষমতা আছে যে, তাঁহারা পরস্পরের স্কন্ধ ধরিয়া; পরিত্রাণ পথে যাইতে সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু দেখ পিতা! তোমার সন্তানেরা পরস্পরকে অবহেলা করিয়া মরিতেছে।

আজ যে উৎসবক্ষেত্রে তোমাকে দেখিয়াছি, বড় আশা হইতেছে যে আমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। পিতা আমাদের, সকল প্রকার স্বার্থপরতা, কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা দূর কর। দাও পিতা, যত ভাই ভগ্নী কাছে আনিয়া দিতে পার, দাও। এবার হইতে যাতে কিছুতেই তাঁহাদের দুঃখ কষ্ট না হয় তাহার জন্য আমরা বিশেষ দায়ী হইব। সেই পুরাতন পিতা যে তুমি, দশ বৎসর পূর্ব্বেও কাছে ছিলে, আজও সেই তুমি কাছে আছ। তখন যেমন তুমি সুন্দর ছিলে, এখনও তুমি তেমনই সুন্দর। কিন্তু পিতা, তোমার পুত্র কন্যাগণ পরস্পরকে মারিতেছেন, কেহ কাহাকে ভালবাসেন না; কেমন করিয়া ভাইয়ের সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হইতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না। পিতা, তুমি কেমন কোমল, কেমন সুন্দর হইয়া আজ উৎসবক্ষেত্রে আসিয়াছ; তোমার সন্তানেরাও যদি আজ তেমন কোমল হইতেন, তবে এই ব্রহ্মমন্দির স্বর্গ হইত। কেমন সুন্দর তোমার সেই ঘর, যে ঘরে তোমার সুন্দর সন্তানগণ প্রেমভরে দিবানিশি কেবলই তোমার নাম করিতেছেন। পিতা! সেই ঘরের অপরূপ শোভা দেখাও দেখি! তোমার পুত্র কন্যাগণ তোমার পদতলে বসিয়া তোমাকে ডাকিতেছেন, পরস্পরকে দেখিয়া যেমন সুখী হইতেছেন, তোমার নামামৃত পান করিয়া যেন আরও অনন্তগুণে সুখী হন, পিতা অচিরে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখাও।

প্রার্থনা।

রবিবার, ১২ই ভাদ্র ১৭৯৩ শক ; ২৭শে আগষ্ট, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

যিনি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় এবং যিনি আমাদের সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাঁহাকে দেখিবার জন্য, এবং তাঁহার কথা শুনিবার জন্য, স্বভাবতঃই আমাদের ইচ্ছা হয়। যে সন্তান পিতাকে ভালবাসে, সে পরের মুখে পিতা কি বলিয়াছেন শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে আপনার চক্ষে পিতার সৌন্দর্য্য না দেখিতে পায় এবং আপনার কর্ণে তাঁহার স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ না করে, ততক্ষণ কিছুতেই তাহার তৃপ্তি নাই। সেইরূপ যিনি যথার্থ ঈশ্বরভক্ত, যতক্ষণ না তিনি স্বচক্ষে পিতার প্রেমমুখ দর্শন করেন এবং স্বকর্ণে তাঁহার শান্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করেন, ততক্ষণ তিনি কোন মতেই সুস্থির থাকিতে পারেন না। এইজন্য সৃষ্টি কালাবধি সকল ধর্ম্মের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন এবং তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা হইয়াছে। সহস্র সহস্র পৌত্তলিক সম্প্রদায়ও —ঈশ্বরকে দেখিয়াছি এবং ঈশ্বরের উপদেশ শুনিয়াছি—কল্পনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস-নয়নে ঈশ্বরকে দেখিতে চান, এবং শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত বিবেককর্ণে তাঁহার কথা শুনিতে চান, তাঁহারাই যথার্থরূপে অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন, এবং তাঁহার প্রিয়তম মধুর বাক্য শ্রবণ করেন।

ঈশ্বর ভক্তকে দর্শন দেন, এবং ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন ; কিন্তু সে দর্শন কি, কে তাহা ব্যক্ত করিতে পারে? এবং সেই শ্রবণ কি, কে তাহা বুঝাইয়া দিবে? ব্রহ্মের কোন আকার নাই যে তিনি

জড় চক্ষুর নিকট প্রকাশিত হইবেন; তিনি কোন পরিমিত বস্তু নহেন যে আমাদের বুদ্ধি তাঁহাকে আয়ত্ত করিবে। তাঁহার কোন পার্থিব মুখ নাই যে তাহা দ্বারা তিনি মনুষ্যের সঙ্গে কথা বলিবেন। তবে কোথায় গেলে আমরা তাঁহার দর্শন পাইব, এবং কিরূপে তাঁহার কথা শুনিব? যেখানে কোন কোলহাল নাই যেখানে কোন আড়ম্বর নাই, সেই নিভৃত স্থানে তিনি ভক্তকে দর্শন দেন, এবং সেই গোপনে তিনি ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁহাকে এইরূপে দর্শন না করিলে এবং স্বকর্ণে সেই নিস্তব্ধ স্থানে তাঁহার মুখের কথা না শুনিলে জীবাত্মার পরিত্রাণ নাই। এমন মানুষ কে যে বাহিরে ঈশ্বর দর্শন প্রতীক্ষা করিবে এবং বাহিরের কর্ণে ব্রহ্মের কথা শুনিতে ইচ্ছা করিবে? অন্তরে আমাদের ব্রহ্মদর্শন, এবং সেখানেই আমরা ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করি। ব্রাহ্মগণ! যদি সেই গুরুর গুরু পরম গুরুর কথা শুনিতে চাও, তবে বাহিরের সমুদয় ইন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ কর, সেখানে যদি শিষ্যগণ নিমেষের মধ্যে সেই গুরুর কথা শুনিতে না পায়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যাবাদীদিগের ধর্ম্ম। ঈশ্বর দর্শন দেন, ইহা যদি সত্য হইল তবে নিশ্চয়ই তিনি কথা বলেন। যেখানে পুস্তকের জ্ঞান নিষ্ফল, যেখানে গুরু উপদেশ দিতে পারেন না, সেখানে কি দয়াময় গুরু তাঁহার নিরাশ্রয় শিষ্যদিগের সঙ্গে কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন? যখনই অসহায় হইয়া ঈশ্বরের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করি, তখনই তিনি তাহার উত্তর দান করিবেন।

কতকগুলি প্রার্থনাসূচক শব্দ উচ্চারণ করা কি প্রার্থনা? প্রার্থনার অর্থ কি? শূন্য আকাশের নিকট কি আমরা প্রার্থনা

করিতে পারি? প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন এমন কেহই নিকটে নাই, অথচ প্রার্থনা করিতেছি ইহাও কি সম্ভব? প্রার্থনার এক ভাগ জীবের, আর এক ভাগ পরমেশ্বরের। জীব প্রার্থনা করিবে, ঈশ্বর স্বয়ং কথা বলিয়া উত্তর দান করিবেন। এক দিকে প্রার্থী দীন বেশে ব্রহ্মের ভাণ্ডারের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া 'পুণ্যবস্ত্র' চায়, আর এক দিক হইতে দ্বার খুলিয়া ব্রহ্ম স্বহস্তে সেই ভিক্ষা দান করেন। এক দিকে ব্রাহ্ম প্রার্থনা করেন, আর এক দিকে ব্রহ্ম কথা বলিয়া তাহা পূর্ণ করেন। তুমি প্রার্থনা করিলে; তিনি উত্তর দিলেন কি না, তাহা কিন্তু শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিলে না। প্রার্থনা করিয়া অমনই সংসারে ফিরিয়া যাইতেছ; অধিক কাল তুমি পিতার দ্বারে দাঁড়াইতে পারিলে না। "দাও পিতা, মুক্তি দাও, পরিত্রাণ দাও, ভক্তি দাও, পবিত্রতা দাও" ব্রাহ্মগণ, তোমরা সরল অন্তঃকরণে প্রতিদিন পিতাকে এ সকল কথা বলিয়া থাক, ইহা মানিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি স্থির হইয়া, পিতা তোমাদের কথার কি উত্তর দেন, তাহা শ্রবণ কর? যে দিন তাঁহার নিকট ভক্তি ভিক্ষা করিলে হয় ত তিনি সেই দিন রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলেন, হয় ত সপ্তাহ কাল, তিনি এই মূর্ত্তি দেখাইবেন। হায়, ভ্রমান্ধ ব্রাহ্ম! তুমি কেন ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিলে? যদি ক্রমাগত তাঁহাকে ডাকিতে না পার, প্রার্থনা করিয়া যদি উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিলে, তবে সেই প্রার্থনায় প্রয়োজন কি? কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিলে, হয় ত এই স্বর্গের দ্বার খুলিবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু এমন সময় তুমি কোথায় চলিয়া গেলে।

সেই ব্যক্তি—যে লোকের কাছে প্রার্থনা করিতে পারে বলিয়া

কত গৌরব করিত, এখন সে কোথায়? ঈশ্বর তাহাকে ডাকিলেন, কিন্তু সে হৃদয় স্থির রাখিতে পারিল না। যে দিন সুপ্রভাত হইল, সে দিন হৃদয়ের ভাবের সহিত করযোড়ে ঈশ্বরের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু দিন না যাইতে যাইতে অধীর হইয়া পিতার উত্তর শুনিবার জন্য দাঁড়াইতে পারিলাম না, এই অবস্থায় কে সুখী হইতে পারে? ব্রাহ্মগণ! এইজন্য বলিতেছি, সাবধান হও, অস্থির হইলে চলিবে না। যদি প্রার্থনার ফল লাভ করিতে চাও, তবে নিশ্চয় জানিও কেবল একদিন প্রার্থনা করিলেই হইল না। পাপে ডুবিলাম, আত্মা অসাড় হইল, আর বাঁচি না আর বাঁচি না, এ সকল কথা বলিয়া স্বর্গরাজ্যকে আমরা রোদনধ্বনিতে পূর্ণ করিতেছি; কিন্তু সন্তানদিগের ক্রন্দন শুনিয়া ঈশ্বর কি করিলেন, তাহা আমরা শ্রবণ করিব না? সন্তানেরা রোদন করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল, পিতা নিঃশব্দে শুনিলেন; কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। ইহাও কি সম্ভব? যে পিতা সন্তানদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া, এরূপ কৌতুক দেখিতে পারেন সেই পিতা ছদ্মবেশী অসুর। তিনিই যথার্থ পিতা যিনি কপটাচারী পুত্রকেও উদ্ধার করেন। তিনি কপটকে বলেন "সন্তান! সরল অন্তরে আমার নিকট উপস্থিত হও, এখনই আমি তোমর সমুদয় দুঃখ দূর করিব।" যে কেহ তাঁহার দ্বারে সরল অন্তরে উপস্থিত হয়, তাহাকে কখনই নিরাশ হইতে হয় না। পাপভার স্কন্ধে লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সন্নিধানে যাইব। প্রার্থনার উত্তর তিনি দিবেনই দিবেন। ঈশ্বর প্রার্থনার দ্বারা আমাদিগকে প্রাণ দান করেন, এবং প্রার্থনার দ্বারা আমাদিগকে সজীব রাখেন।

শীঘ্র শীঘ্র প্রার্থনা করিলেই জীবনের ব্রত সাধন হইল, কখনই

এই প্রকার মনে করিও না। পৃথিবী হইতে প্রার্থনা গেল, কিন্তু স্বর্গ হইতে ধন আসিল কি না তাহা দেখিলে না ; এই অবস্থায় কেহই ধর্ম্মরাজ্যে অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। প্রতিদিন তোমার হৃদয় কি চায় পিতার নিকট স্পষ্ট করিয়া বল, এবং প্রতিদিন তিনি তাহার কি উত্তর দেন তাহা শ্রবণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাক। সমস্ত দিন কি করিবে, প্রাতঃকালে প্রার্থনার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। এইরূপে প্রার্থনা সাধন কর, দেখ তিনি শিক্ষক হইয়া উপদেশ দেন কি না ? কি তোমাদের চাই ? যদি জ্ঞান চাও, তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি যে জ্ঞান দিবেন, জগতে আর কাহার সাধ্য তোমাকে তেমন জ্ঞান দান করে। যদি পুণ্য চাও তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হও। যতক্ষণ না তিনি পুণ্য আনিয়া দেন, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইও না। তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে কি হইবে, কখনও এই প্রকার ফল বিচার করিও না। তোমার কথায় নিশ্চয়ই তিনি উত্তর দিবেন। তেমনই স্পষ্ট করিয়া কথা বলিবেন যেমন তুমি স্পষ্টরূপে তাঁহাকে এক একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবে। তুমি যতই কাতরভাবে তাঁহার শরণাগত হইতে চেষ্টা করিবে, তিনি ততই উজ্জ্বলরূপে তাঁহার মঙ্গল হস্ত প্রসারণ করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিবেন। যতই তুমি তাঁহার প্রেমের অনুপযুক্ত বলিয়া লজ্জিত হইবে, ততই সুন্দররূপে তাঁহার সেই প্রেমচক্ষু তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে।

কেবল প্রার্থনা করিলেই হইল না, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া কিরূপে পিতা প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাহা দেখিতে হইবে। তাঁহার উত্তর যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ পড়িয়া থাকিব, এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে

হইবে। যদি প্রার্থনার উত্তর না চাও, তবে কি উপাসনার সময় দুটী কথা বলিয়া ঈশ্বরকে প্রতারণা করিতে চাও? প্রতি রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া প্রার্থনা করিতেছ, যদি বল আজ পর্য্যন্ত স্বর্গ হইতে তোমাদের প্রার্থনার কোন উত্তর আসিল না, জগৎ কি এমনই মূর্খ যে তোমাদের এই কথা বিশ্বাস করিবে? যিনি প্রতি রবিবারে এখানে শত শত ব্যক্তির মনের অন্ধকার দূর করেন, এবং শত শত তাপিত হৃদয়ে শান্তি বিধান করেন। তিনি কখনও তোমাদের কথার উত্তর দিলেন না, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? ব্রাহ্মগণ! পিতার ব্যাপার তোমরা অস্বীকার করিতে পার না। পিতার নিকট আসিয়া কত শান্তি কত পবিত্রতা লাভ করিয়াছ, তাহা মনে করিয়া কি কখনও তোমাদের মন আর্দ্র হয় না? অতএব পিতা যে তোমাদের প্রার্থনা শুনেন এবং প্রত্যেক প্রার্থনা যে পূর্ণ করেন, ইহাতে আর অবিশ্বাস করিও না। প্রতিদিন যেমন তাঁহার প্রেমমুখ উজ্জ্বলতররূপে দেখিবে তেমনই স্পষ্টরূপে তাঁহার মধুরতর উপদেশ শুনিবে। যাঁহারা প্রার্থনা করেন তাঁহাদের জন্য স্বর্গরাজ্যের দ্বারে স্বর্ণাক্ষরে এই কথা লেখা আছে "কথা বল, কথা শুন।" যে কথাটী তুমি বল, সে কথা সম্বন্ধে পিতার কি বলিবার আছে, তাহা শ্রবণ কর। হয় দেখাও—আজ পিতার নিকট ভিক্ষা করিয়া এই ধন পাইয়াছি, নতুবা বল যে—পিতার নিকট আজ আমি কিছুই চাহি নাই। কপটতা কাহাকে শান্তি দিতে পারে? ধন্য সেই ব্রাহ্ম যিনি পিতাকে মনের কথা বলেন, এবং পিতার মধুময় কথা শ্রবণ করেন!

আত্মার চক্ষু কর্ণ।

রবিবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৭৯৩ শক ; ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

স্বভাবতঃ চক্ষু যেমন বাহিরের বস্তু দর্শন করে, এবং কর্ণ যেমন বাহিরের শব্দ শ্রবণ করে, আত্মাও সেইরূপ আপনার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যের ব্যাপার সকল উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে পায়, এবং সেই রাজ্যের মধুময় শব্দ স্পষ্টরূপে শ্রবণ করে। চক্ষু উন্মীলন কর, জগতের শোভা দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়া দাও সহজেই সুমধুর সঙ্গীতরস পান করিবে। চক্ষু কর্ণ পীড়াগ্রস্ত হইলে, যেমন বাহিরের দেখা শুনা কষ্টকর হয়, তেমনই আত্মা যখন বিকৃত হয়, তখন আর স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, এবং স্বর্গের বাক্য শ্রবণ করিতে পারে না। ঈশ্বর-দর্শন এবং ঈশ্বরের কথা শ্রবণ দুই তেমনই স্বাভাবিক, যেমন বাহিরের দর্শন শ্রবণ। ব্রহ্মকে দেখাইয়া দাও, ব্রহ্মের কথা শুনাও—আত্মা নিতান্ত অসাড় এবং নির্ব্বোধ না হইলে নিতান্ত উচ্চ গুরুকেও এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। কেন না আত্মার চক্ষু কর্ণ আছে। কিন্তু এখন আমাদের আত্মা বিকৃত হইয়াছে ; কোন মতেই ব্রহ্ম-দর্শন এবং ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করিতে পারে না। পৃথিবীর ধূলিতে আমাদের চক্ষু অন্ধ ; এবং সংসার-কোলাহলে আমাদের কর্ণ বধির। সেই কোলাহল নিবারণ হউক, আত্মা সহজেই ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিবে। ঈশ্বর কি নিকটে আসিয়া আমাদের সঙ্গে কথা কন, না আমরা তাঁহার কাছে গিয়া কথা কই ? কে বলে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় না ? যাঁহার গম্ভীর সত্তা

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, প্রত্যেক পরমাণুতে যাঁহার সত্তা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাদের কি কোন দূর দেশে যাইতে হয়, না কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন করে? যাঁহার আজ্ঞায় জগতের প্রত্যেক বস্তু স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতেছে, তাঁহার মুখের বাক্য শুনিতে কি আমাদিগকে দূরে যাইতে হয়? নিকটে থাকিয়া সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার আদেশ প্রচার করিতেছেন, তাঁহার মুখের প্রত্যেক কথা আমাদের সার শাস্ত্র; তিনি সর্ব্বদাই কথা কহিতেছেন। দিবানিশি তাঁহার মুখ-বিনিঃসৃত অমৃত বাক্য বিন্দু বিন্দু বিনিঃসৃত হইতেছে। বধির হইয়া আমরা সেই বাক্যামৃত পান করি না। সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তা দেদীপ্যমান, আমরা তাহা দেখিতে পাই না, কারণ, একে বাহিরের মোহান্ধকার, আবার চক্ষুর মধ্যে এত মলা যে, সেই চক্ষুর সাধ্য নাই যে সেই স্বর্গীয় জ্যোতি দর্শন করে।

বাহিরের মলা ফেলিয়া দাও, চক্ষুকে জ্যোতিষ্মান্ কর, চক্ষু ঈশ্বর দর্শন করিবে। সেইরূপ কর্ণে যদি কোন শব্দ শুনিতে চাও, তবে মোহ কোলাহল হইতে স্থানান্তরিত হও, যেখানে সংসারের কোলাহল নাই সেই নির্জ্জনে গমন কর, সেখানে স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের কথা শুনিতে পারিবে। সংসার সর্ব্বদা চীৎকার করিয়া তোমাদিগকে কার্য্যের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যদিও এক এক সময় বাহিরের গোলমাল স্থগিত হয়, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে সেই রিপুসকল উত্তেজিত হইয়া, ঈশ্বরের কথা শুনিতে দেয় না। যতদিন কোলাহল মধ্যে বাস করিবে ততদিন তাঁহার কথা শুনিতে পাইবে না। ঈশ্বর অবিশ্রান্ত কথা বলিতেছেন, মৌনাবলম্বন কাহাকে বলে তিনি জানেন না। ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে সৃষ্টি করিয়া এখন কোন দূরস্থ মেঘের মধ্যে বসিয়া

আছেন, সন্তানদিগকে অন্ধকার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া কৌতুক দেখিতেছেন, ইহা যেমন ভ্রম, তেমনই সন্তানেরা ডাকিলে তিনি কোন উত্তর দেন না, ইহাও বিষম ভ্রম। যখন যে কোন প্রশ্ন তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা কর না কেন, তখনই তিনি স্পষ্টাক্ষরে তাহার উত্তর দান করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। আমাদের সঙ্গে তিনি সর্ব্বদাই গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ রক্ষা করিতেছেন, পরম গুরু পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে নিয়ত শাস্ত্রের কথা উচ্চারণ করিতেছেন। তিনি ভিন্ন আর কাহার সাধ্য যে আমাদিগকে ভয়ানক বিপদের সময়েও সেই প্রকার মুক্তিপ্রদ মধুময় জ্ঞান-উপদেশ দান করেন? মনুষ্যেরা যখন ইহাঁকে ভুলিয়া যায়, তখনই তাহারা বাহিরে সুশাস্ত্র এবং উপদেষ্টা অন্বেষণ করে। কত ব্রাহ্ম সেই অবস্থায়—কোন্ পথে চলিব বুঝিতে পারি না, কোন্ দিকে যাইব জানি না—এ সকল কথা বলিতে বলিতে, ক্রমে ক্রমে অল্পবিশ্বাসী হইয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। যিনি পরম উপদেষ্টা হইয়া অন্তরে বসিয়া আছেন, তাঁহার নিকটে উপদেশ গ্রহণ না করাতেই তাঁহাদের জীবনে এ সকল দুর্ঘটনা হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মগণ! সাবধান হও, যত বিপদে পড়িবে ততবার পিতার নিকটে যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবে, অন্যথা তোমাদিগকেও একদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইজন্য যে, ইহা আমাদিগকে অব্যবহিতরূপে ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মকথা শ্রবণ করিতে অধিকার দান করেন। শিশুকে আর সকল বিষয়ে প্রবঞ্চনা করিতে পারে; কিন্তু যখন সে মাকে না দেখিলে ক্রন্দন করে এবং মা বলিয়া ডাকে, তখন সেই মাকে অব্যবহিত সন্নিধানে না আনিয়া দিলে কিছুতেই

তাহাকে তুষ্ট করিতে পারে না। সেইরূপ ব্রাহ্মশিশুও আপনার স্বর্গস্থ পিতাকে অব্যবহিত সন্নিধানে না দেখিলে এবং তাঁহার সঙ্গে অব্যবহিতরূপে কথা না বলিলে. কোন মতেই তৃপ্ত হইতে পারেন না। এইজন্য ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন যে, আমরা যেমন নয়নে নয়নে তাঁহাকে দেখিব, তেমনই যখন জ্ঞানের প্রয়োজন হইবে, তখনই অব্যবহিতরূপে তাঁহার স্পষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিব। ইহা সত্য যে তিনিই পুস্তক গুরু এবং প্রচারক সকল প্রেরণ করেন, কিন্তু তত্রাপি যখন দেখেন যে তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানগণ সহস্র সহস্র ভ্রমে পড়িয়াছে, তখন তাহাদের হৃদয়ে আপনি অবতীর্ণ হইয়া সন্তানদিগের ভ্রম সংশয় বিনাশ করেন। স্পষ্টরূপে তাঁহার বাক্য না শুনিলে শিষ্যের নিস্তার নাই। যখন শিষ্য কাতরপ্রাণে এই কথা বলে, "হে ঈশ্বর আমি তোমার কথা শুনিতে চাই, আমি কোন্ পথে যাইব কি করিব জানি না" তখন পিতা সেই সন্তানের প্রতি করুণা নয়নে দৃষ্টি করিয়া বলেন "তোমার গুরুর প্রয়োজন নাই, বাহ্য জগতের প্রত্যাদেশ প্রয়োজন নাই, আমি স্বয়ং তোমার সঙ্গে কথা বলিব।" এই কথা শুনিয়া শিষ্য চমৎকৃত হন।

কোথা হইতে এই কথা আসিতেছে? ইহা কি মেঘ গর্জ্জন? না বাহিরের কোন গুরুর শব্দ? ইহা কি মেদিনী বিকম্পিত করিয়া কোন গভীরতম স্থান হইতে উদ্ভূত হইল, কি কোন ঊর্দ্ধতম স্থান হইতে আসিল? না, ইহা গম্ভীর নিস্তব্ধ নিরাকার ঈশ্বরের বাক্য। সেই গুরুর কথা শুনিবা মাত্র শিষ্য তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক্ হইলেন। জগৎ যাহা সহস্র বৎসরেও বুঝাইতে পারিল না, সেই পরম গুরু নিমেষের মধ্যে আপনার শিষ্যকে সমুদয় বুঝাইয়া দিলেন।

তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, তিনি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যেখানে যান সেখানেই গুরুকে সঙ্গে সঙ্গে দখল করেন, এবং তাঁহার সত্যের পরাক্রম দেখিয়া চমৎকৃত হন। কত লোক নিরাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, ভাল ঈশ্বরের আদেশ শুনিলাম; কিন্তু সেই আদেশ পালন করিবার জন্য বল কোথায় পাইব? যিনি যথার্থই ঈশ্বরের আদেশ বিশ্বাস করেন, তিনি বলেন যেথান হইতে জ্ঞান আসে সেথান হইতেই বল আসে। জ্ঞান কি? স্বয়ং ঈশ্বর। বল কি? স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর জ্ঞান দিলেন অথচ বল দিলেন না, ইহা অসম্ভব। বুদ্ধিই কেবল এই কথা বলিতে পারে। আমি ত বল দিবার জন্য আসি নাই, আমি জ্ঞান দিলাম; কিন্তু বল দিবার জন্য আমি দায়ী নই। কিন্তু ঈশ্বর যখন আদেশ করেন, তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বল দেন। তাঁহার আদেশ শুনিলে যে মেষের ন্যায় দুর্ব্বল ছিল, সে সিংহের ন্যায় বল বিক্রমশালী হইল। মনুষ্য যখন গুরু হয়, এবং পুস্তক যখন উপদেষ্টা হয়, তাহারা কেবল নির্জীব জ্ঞান দেয়। কিন্তু ঈশ্বর যখন উপদেশ দেন তখন জ্ঞান বল উভয়ই একত্র হয়। তখন আত্মার মূল-দেশ পর্য্যন্ত আন্দোলিত হয়, এবং মন বিকম্পিত হয়। ঈশ্বর যখন কথা কহেন, আমাদের শরীর মন আলোকিত হয়। তিনি আমাদের এমন কথা বলেন না যে, তাহা শুনিয়া আমরা নির্জীব থাকিতে পারিব। হে ব্রাহ্মগণ! বিশ্বাস কর, তিনি কথা বলিবেন। ঈশ্বর যেখানে নাই সেখানে তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া, কত লোক আপনাদের কল্পিত ভাবকে তাঁহার আদেশ বলে; কিন্তু যেখানে তিনি আছেন, এবং যেখানে তিনি সর্ব্বদা কথা বলিতেছেন, ব্রাহ্মেরা বলেন কি না, তিনি সেখানে নাই এবং তিনি

কথা বলিতে পারেন না। যে কথা তাঁহার নয় তাহা আমরা তাঁহার কথা বলি, এবং যাহা তাঁহার কথা তাহাই কল্পনা বলি।

তোমরা কেন ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়াছ? তোমাদের মধ্যে যদি একজনও বল—আমার ধর্ম্মবুদ্ধি বলিয়াছে বলিয়া আমি এখানে আসিয়াছি—তবে আমি বলিতেছি, স্থির হও। দেখ ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন, এইজন্য তুমি এখানে আসিয়াছ। ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মবুদ্ধি বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। প্রত্যেক সাধু কার্য্য, হে ভক্ত ব্রাহ্ম! ঈশ্বর বলিতেছেন এইজন্য কর। যখন ঈশ্বর বলিবেন সন্তান আহার কর, তখন মুখে অন্ন গ্রাস দিবে; যে পুস্তক তিনি পাঠ করিতে বলিবেন, তাহা পাঠ করিবে; যেখানে তিনি যাইতে বলিবেন, সেখানে যাইবে; যেখানে যাইতে তিনি নিবারণ করিবেন, সে স্থানে প্রাণ থাকিতেও যাইবে না। যাঁহাকে তিনি আনিয়া দিবেন তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিবে। যদি বল—কিরূপে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার স্পষ্ট আদেশ শুনিব? সাধন কর; প্রতিদিন প্রতীক্ষা কর, সেই কোলাহলশূন্য শান্তিরাজ্যে প্রবেশ কর, প্রতিদিন উপদেশ আসিবে। শরীর মধ্যে রক্ত যেমন আপনি চলিতেছে তেমনই ব্রহ্ম সত্যরূপ রক্ত হইয়া তোমাদের আত্মার মধ্যে সঞ্চালিত হইবেন। আপনা আপনি উপদেশ আসিবে এবং তাহা সহজেই পালন করিতে পারিবে। যখন প্রার্থনা করিতে বসিবে, তাঁহার নিকট সমস্ত দিনের কার্য্য বলিয়া লইবে। যদি একটী কার্য্য করিতেও ইচ্ছা হয় তিনি তাহাও বলিয়া দিবেন। যদি জীবনের এই সমুদয় কার্য্যের জন্য ঈশ্বরে নির্ভর কর তবে আত্মাতে আর ঈশ্বরের আদেশ কদাচ অস্পষ্ট বোধ হইবে না। আত্মা একটী উৎকৃষ্ট যন্ত্রস্বরূপ; কিন্তু এখন তাহা প্রকৃতিস্থ নহে,

এজন্য ইহার মধ্যে সর্ব্বদা ব্রহ্মনাম এবং ব্রহ্ম-সঙ্গীত শ্রবণ করিতে পারি না। জগৎ প্রকৃতিস্থ এইজন্য ইহা সর্ব্বদা পিতার নাম গান করে। আত্মা চেতন পদার্থ; ইহার স্বাধীন ইচ্ছা রহিয়াছে, এজন্যই ইচ্ছা সময়ে সময়ে যখন বিকৃত হয়, ইহার মধ্যে তখন ব্রহ্মনাম প্রতি-ধ্বনিত হয় না। সকল দেশে এবং সকল যুগে, যাঁহারা সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা এই কথা বলিয়াছেন যে, অন্তরের ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিলে সেখানে পিতার প্রমুখাৎ পরিত্রাণপ্রদ উপদেশ লাভ করা যায়। কাতরহৃদয়ে পিতার সন্নিধানে গমন করিলে, মধুরবচনে তাঁহার উপদেশ লাভ করি। তিনি স্বয়ং আমাদের নেতা হইয়া দিন দিন আমাদিগকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করুন।

হে দয়াময় দীনবন্ধু! চিরকালের পিতা পরমেশ্বর! তোমাকে বারবার ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছ। একদিনের জন্যও যদি তোমার মুখ দেখিতে না পাইতাম তবে আমাদের কত দুর্দ্দশা হইত। আমাদের প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ দয়া এই যে, তুমি আমাদের ন্যায় নারকীদিগকে তোমার মুখ দেখিতে দিয়াছ, এবং তোমার কথা শুনিতে দিয়াছ। কত মুখ দেখিলাম, কিন্তু তোমার মুখের মত সুন্দর পদার্থ আর কোথাও নাই। আবার জগদীশ! যখন আর কাহারও কথা ভাল লাগে না, তখন কেবল তোমার কথা শুনিতে চাই। তোমার কথা যেমন অমূল্য এবং মিষ্ট পৃথিবীতে ত আর তেমন কথা শুনা যায় না। পুস্তক পাঠ করি, সাধুর কথা শ্রবণ করি, কিন্তু তাহাতেও বল নাই। কিন্তু তুমি যাহা বল তাহা প্রবল শাস্ত্র করিয়া প্রেরণ কর। নাথ! তুমি কি পামর সন্তানদিগের গুরু হইবে? তুমি উপদেশ না দিলে আর বাঁচি

না। আর সকলের কথা কেমন কর্কশ লাগে, আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে অনিষ্ট হয়; এখন ইচ্ছা হয় কেবল দিন রাত্রি তোমার কথা শুনি। আমাদের কর্ণে তোমার বাক্য শুনাও, এবং আমাদিগকে তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত কর। আমাদের অন্তরে সত্যের আলোক প্রেরণ কর। তোমার কথা যাহাতে শুনিতে পাই এমন অনুগ্রহ কর। যখন চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তখন কোন্ পথে যাইব বলিয়া দিও। যখন পাপ বিকারে মৃতপ্রায় হই, তখন বজ্রধ্বনিতে জাগাইয়া দিও। এই অধম সন্তানদিগের প্রতি রোজ রোজ কি আজ্ঞা হয় বলিয়া দিও, এবং সেই আজ্ঞা যেন পালন করিতে পারি এমন ক্ষমতা দিও।

প্রত্যাদেশ।

রবিবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৭৯৩ শক; ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

ভ্রাতৃগণ! গত দুই রবিবারে যে উচ্চ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কি তোমরা বিশ্বাস কর? তোমরা সাধন দ্বারা তাহা কি পরীক্ষা করিয়াছ? এখন কি তোমরা বিনীতভাবে ঈশ্বরের সমক্ষে এবং জগতের নিকট মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিতে পার যে, কাতর হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি মহাপাতকীকেও স্বয়ং উপদেশ দেন। ঈশ্বর মনুষ্যের সঙ্গে কথা কন, ইহা কি তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ? ঈশ্বর কথা কন, এই বিষয়ে কি তোমাদের মত স্থির হইয়াছে? না, অল্প বিশ্বাসীর মত বলিবে, ঈশ্বর কথা কন না, তিনি কথা কন এই কথা মিথ্যা, কল্পনা। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, ইহা

যদি প্রাণের সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর, সহস্র যুক্তি দ্বারা যদি ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া থাক যে, ঈশ্বর আমাদের পিতা, তবে কোন্ মুখে বুদ্ধির উপর কলঙ্ক দিয়া বলিবে যে তিনি কথা কন না? চল্লিশ বৎসর ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়া তোমরা যদি এখন এই কথা বল, তাহা আমি শুনিব না। ঈশ্বরের উপদেশ শুন নাই এই কথা তোমরা মুখে আনিতে পার না। ঈশ্বর তোমাদিগকে কোটী কোটী উপদেশ দিয়াছেন। বল দেখি কে তোমাদিগকে প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন? এবং যখন তোমরা সত্য কথা বল, তখন কে তোমাদিগকে সত্য কথা বলিতে আদেশ করেন? যখন ঘোর বিপদে পড়িয়া তোমরা অবসন্ন হও, তখন কে তোমাদিগকে উদ্ধার করেন?

ব্রাহ্মগণ! তোমাদের এমন অবস্থা কি কখনই হয় নাই, যখন চারিদিক অন্ধকার কোথাও কিছু নাই, যখন পিতা মাতা, আত্মীয় বন্ধু কেহই সাহায্য করিতে পারেন না; যখন নিরাশ্রয় হইয়া কেবলই হাহাকার করিয়াছ, বল দেখি সেই ভয়ানক অবস্থায় কে তোমাদিগকে রক্ষা করিলেন? ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া তোমাদিগকে কি একবারও বিপদ হইতে উদ্ধার করেন নাই? যদি বল তোমাদের অন্তরে ধর্ম্ম বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, যখন প্রলোভন আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করে, তখন বিবেক তোমাদিগকে পুণ্যপথে লইয়া যায়; তখন বুঝিতে পার ব্রাহ্ম হওয়া উচিত, এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কর; তখন বুঝিতে পার ভ্রম কুসংস্কার দূর করিয়া, মনকে জ্ঞান দ্বারা পরিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য এইজন্য জ্ঞানোপার্জ্জন কর; তখন বুঝিতে পার ব্রহ্মমন্দিরে না আসিলে হৃদয় শান্তি লাভ করিতে পারে না, এইজন্য প্রতি রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হও—

যদি এই কথা বল তবে তোমরা ঈশ্বরের আদেশ স্বীকার করিলে। যদি বল এ সকল ধর্ম্ম বুদ্ধির কথা—তোমরা নিজে যাহা উচিত বোধ কর, তাহা কিরূপে ঈশ্বরের কথা হইতে পারে? কিন্তু ইহা কি তোমরা জান না ঈশ্বর কোন্ ভাষায় ভক্তের সঙ্গে কথা কন। তিনি জানেন তাঁহার সন্তানেরা প্রথমেই তাঁহার মহোচ্চ উপদেশের অর্থ বুঝিতে পারে না, এইজন্য ইহা উচিত, ইহা উচিত নয়, ইহা দ্বারা জগতের মঙ্গল হইবে, ইহা দ্বারা জগতের অনিষ্ট হইবে, এইরূপ সহজ ভাবে তিনি ক্ষুদ্র শিশুদিগকে উপদেশ দেন। যদি বল অনেক সময় ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহা আমি মানি না।

যতদিন নিম্ন শ্রেণীতে থাকিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে, ততদিন বিবেকের বাক্য ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিশ্বাস—ইহাও তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য। সত্য বটে ইহা নিকৃষ্ট অধিকার, কিন্তু এই অবস্থায় তোমরা উৎকৃষ্ট আদেশের অধিকারী হইতে পার না। প্রথম মনুষ্যকে বিবেক ক্ষুদ্র গুরু হইয়া উপদেশ দেন, যখন উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেই বিবেক তোমাদিগকে তাঁহারই প্রত্যক্ষ সন্নিধানে উপস্থিত করিবে। তখন স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের মুখের কথা শুনিবে। তাঁহার উচ্চ গম্ভীর ভাষা শুনিবে, যে ভাষা মেদিনীকে কম্পিত করে, এবং পর্ব্বতকে চূর্ণ করে। একবার যখন তিনি ভক্তের হৃদয়ে মাভৈর্মাভৈঃ বলেন; ভক্ত তখন দুর্জ্জয় বল লাভ করেন। ভক্ত তখন ঈশ্বরের মুখ হইতে যে সত্য লাভ করেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে বল প্রেরিত হয়, তখন কাহার সাধ্য সেই বল পরাজয় করে? এই প্রত্যক্ষ আদেশকে কর্ত্তব্য জ্ঞানের উপদেশ বলিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কথা যেমন

আশ্চর্য্য জ্ঞানপূর্ণ তেমনই তাহা আবার অগ্নিময়। তাঁহার কথা শুনিলে দুর্ব্বল অনতিক্রমণীয় পরাক্রম লাভ করে, এবং ভীরু ধর্ম্মবীর হয়। ইহাকে আকাশ বাণী বল, দৈববাণী বল; ইহাই ঈশ্বরের বাক্য। দেশে দেশে, যুগে যুগে, ঈশ্বর সাধকের সঙ্গে এইরূপে কথা কহিয়াছেন।

ব্রাহ্মগণ! তোমাদের সঙ্গে কি ঈশ্বর কখনও কথা বলেন নাই? তোমরা যখন সাধু কার্য্য কর কে তোমাদিগকে সেই কার্য্য করিতে বলেন? যদি বল—বুদ্ধির উত্তেজনায় এবং জগতের অনুরোধে তোমরা সৎকর্ম্ম কর, তবে তোমরা মিথ্যাবাদী। প্রত্যেক সত্য যেমন ঈশ্বর হইতে বিনিঃসৃত তেমনই প্রত্যেক শুভ বুদ্ধি তিনিই প্রেরণ করেন। বাস্তবিক সেই পরম গুরু হইতে তোমরা প্রত্যেক সাধু ইচ্ছা লাভ করিতেছ। প্রত্যেক সত্য এবং প্রত্যেক সাধুভাবের জন্য তোমরা ঈশ্বরের নিকট ঋণী। সে ব্যক্তি চোর, সে অকৃতজ্ঞ, যে সত্য পাইয়া অস্বীকার করে। সে আপনার হস্তে অম্লানমুখে ঈশ্বরের গৌরব গ্রহণ করিতে চায়। এখনও ঈশ্বর সর্ব্বদা কথা কহিতেছেন, আর তোমরা অকৃতজ্ঞ হইয়া তাহা অস্বীকার করিও না। যখন একটী সদুপদেশ অন্তরে লাভ কর, অহঙ্কার শূন্য হইলেই জানিতে পারিবে, পরমেশ্বর স্বয়ং গুরু হইয়া তাহা দান করিলেন। কেবল অহঙ্কারের জন্য সে মুখের কথা শুনিতেছ না। অতএব যে সত্য অন্তরে পাইবে তাহা ঈশ্বরের বলিয়া গ্রহণ করিবে। ক্রমে সাধন দ্বারা যতই তাঁহার অব্যবহিত সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিবে, ততই স্পষ্টরূপে তাঁহার মুখ বিনিঃসৃত সেই মুক্তিপ্রদ কথা শুনিতে পাইবে। হয় ত শত শত ব্রাহ্ম বলিবেন ঈশ্বর কথা কহিতেছেন—যাঁহারা এই কথা বলেন,

তাঁহারা বাতুল। তাঁহারা বলিবেন ঈশ্বর যদি কথা কহিতেন, আমরা কি তাহা শুনিতে পাইতাম না? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনায় যোগ দিতে বলিতেছেন? যদি সামান্য বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের আদেশ অস্বীকার করি, তবে কিরূপে প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার গুরুতর আদেশ সকল শ্রবণ করিব? পশুর হস্তে কি কেহ নানা প্রকার রত্ন দান করে? মনুষ্য পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে ইহা যদি সত্য হয়, তবে ঈশ্বর যে তাঁহার সন্তানদিগের সহিত কথা কহেন ইহা কেন অবিশ্বাস করিব? ঈশ্বর ইংরাজী, সংস্কৃত, কিম্বা বাঙ্গালা ভাষাতে কথা কন না; তিনি হৃদয়ের ভাষাতে কথা বলেন। তিনি যাহা বলেন তাহাই সত্য, পাপীর হৃদয় তাঁহার মুখে যে কথা শুনে তাহাই পরিত্রাণ-শাস্ত্র। এইজন্য মনুষ্যের কথাকে শাস্ত্র বলিতে পারি না। ঈশ্বরের কথা যখন মনুষ্য আপনার ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করে, তখন সেই কথা দুর্ব্বল হইয়া যায়। সেই কথা আর তেমন জীবন দান করিতে পারে না।

ঈশ্বরের মুখের বাক্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। ঐ বাক্য শুনিলে, মৃতপ্রায় মনে উৎসাহ উদ্যম প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। মুখে বলিবার সময় এবং পুস্তক লিখিবার সময় তাহার তেজ হীন হইয়া যায়। ঈশ্বরের ভাষা কখনই মনুষ্যের ভাষায় পরিণত করা যায় না। যাই মনুষ্য আপনার বুদ্ধিতে এবং আপনার ভাষাতে ঈশ্বরের বাক্য সুসজ্জিত করিতে চেষ্টা করে তখনই তাহা কলঙ্কিত হয়। অতএব যদি ঈশ্বরের ভাষা বুঝিতে চাও, তবে পুস্তক কিম্বা মনুষ্যের উপর নির্ভর করিও না। অন্তরের পাপ-বিকার পরিত্যাগ কর, হৃদয়কে অগ্নিময় কর; সহজেই ঈশ্বরের ভাষা আত্মাতে বুঝিতে পারিবে।

তিনি মনুষ্যের ভাষায় কথা কন না; কিন্তু তাঁহার ভাষা সমুদয় জাতি এবং সকল ব্যক্তিই বুঝিতে পারে। যে জ্ঞান ভিন্ন তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারে না, তাহাকে তিনি জ্ঞানের আলোক দ্বারা তাঁহার ভাষা বুঝাইয়া দেন; যাহার হৃদয় কোমল, তাহার অন্তরে ভক্তি বিধান করিয়া, তিনি তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করেন; যে কার্য্য করে তাহাকে তিনি কার্য্যস্রোতের মধ্যে রাখিয়া শান্তি দান করেন। যে নিতান্ত দরিদ্র, যাহার জ্ঞান ভক্তি কিছুই নাই, তাহাকে তাহার উপযুক্ত উপায়ে তাঁহার ভাষা বুঝাইয়া দেন। এমন গুরু অন্তরে বসিয়া আছেন, আর কেন তাঁহাকে অবহেলা কর, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যে যে ভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে সেই ভাবে তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন; তবে কেন প্রতিদিন প্রার্থনার উত্তর না লইয়া পলায়ন কর? প্রতিদিন তাঁহার নিকটে গমন কর, এমন কথা শুনিবে, এমন কথা আসিবে, যাহা প্রবল বেগে তোমাদিগকে জ্বলন্ত ব্রহ্ম-অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিবে। এক একটী ব্রাহ্ম তখন এক একটী "অগ্নিস্তম্ভ" হইয়া দশ দিক ভ্রমণ করিবে।

আমরা ব্রহ্মের কথা শুনিতে পারি ইহা অহঙ্কারের কথা নহে। কিন্তু সে ব্যক্তি অহঙ্কারী যে ঈশ্বরের আদেশ আপনার কথা বলিয়া জগতে প্রচার করে। তিনিই যথার্থ বিনয়ী যিনি বলেন কোন সত্যই আমার নহে; ঈশ্বর সমুদয় সত্যের অধিপতি, তিনি যখন যাহা দেন তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। নিজে কিছুই আনিতে পারি না, তিনি যাহা দেন তাহাই ভোগ করি। যখন তিনি বলেন সন্তান, আহার কর, তখন আহার করি; যখন বলেন, বৎস, এই সাধু কার্য্যটী তুমি সাধন কর, তাঁহার কথা শুনিয়া তখন সেই কার্য্য করি; যখন

বলেন ঐ তোমার ভ্রাতা, তাহাকে আলিঙ্গন কর, তখনই ভ্রাতার পদতলে পড়িয়া নমস্কার করি। যাঁহারা প্রাণের সহিত এ সকল কথা বলিতে পারেন, তাঁহারাই বাস্তবিক বিনয়ী। যাহারা আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়া, এ সকল প্রত্যক্ষ আদেশ অস্বীকার করে তাহারা দাম্ভিক। তাহাদের সেই অহঙ্কার চূর্ণ হউক। ব্রাহ্মগণ, সাবধান! তোমরা কখনও সেই গরল পোষণ করিও না। জগতের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বল "আমার অন্তরে ঈশ্বর স্বয়ং দেখা দেন, তাঁহার সঙ্গে আমার কোন ব্যবধান নাই, তিনি প্রত্যক্ষভাবে নিকটে দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে তাঁহার ভাষায় কথা বলেন।" আমি সত্য বুঝি, আমি সাধু কার্য্য করি, আমি লোকের মন ভাল করিয়া দিই—এই অহঙ্কার ছাড়। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন একটী সামান্য সত্যও পাইতে পার না। যখন চারিদিক অন্ধকার, কোথাও সত্যের আলোক দেখিতে পাও না, তিনিই তখন সত্য দেন। যখন পাপ বিকারে হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়, তিনিই তখন অন্তরের মধ্যে সুধা ঢালিয়া দেন। ব্রাহ্মগণ! পিতার আদেশ অবিশ্বাস করিও না। সেই দিন জগৎ পরিত্রাণ পাইবে, যে দিন বলিবে পিতা আমাকে এই সত্য শিখাইয়া দিয়াছেন, তিনি আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন।

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর! অবিশ্বাসী সন্তানদের গতি কি হইবে আজ একবার বল। পিতা তুমি যে কথা বলিতে পার তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। যদি জগৎ জিজ্ঞাসা করে কে আমাদিগকে ব্রাহ্ম হইতে বলিলেন, আমরা বলিব কর্ত্তব্য বুদ্ধির অনুরোধ। তোমাকে স্বীকার করি না, তোমার কথাকে নিজের কল্পনা মনে করি। এ যে আর প্রাণে সহ্য হয় না। যখন ভাই ভগ্নীগণ বলেন—তাঁহারা

তোমার কথা শুনিতে পান না—তখন যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমার দ্বারে আঘাত করিলে, তুমি পূর্ব্বেও যেমন পরেও তেমনই মৌনাবলম্বন করিয়া থাক, এই কথা শুনিলে যে পিতা, প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। এই ধর্ম্মে আর কি শান্তি পাইব, যদি তুমি কথা না কও। পিতা, তুমি যদি বলিয়া দাও আমি কথা কই না, আমি কাহাকেও উপদেশ দিই না, তবে যে আর আমাদের উপায় নাই। কেমন করে, পিতা, তুমি সর্ব্বদা প্রতি সন্তানকে জ্ঞান দাও, বল দাও, বুদ্ধি দাও, তাহা কি একবার আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে? প্রার্থনার কি উত্তর দাও শুনিয়া কি আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইতে শিখিব? কথা কও, পিতা একবার কথা কও, বুঝাইয়া দাও যে আমাদের কথা আকাশ গ্রাস করিতে পারে না, প্রত্যেক কথা শুনিয়া তুমি তাহার ফল বিধান করিতে প্রস্তুত রহিয়াছ। ছোট ছেলে যদি অরণ্যে মা মা করে কাঁদে, আর তার মা যদি শুনিয়া উত্তর না দেয়, তবে যে আর তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। একবার কি তুমি একটী কোমল কথা বলিবে না? কথা কহিয়াছ, এইজন্য মনে হয় আবার কথা বলিবে; তাই আমার জন্য এবং ভ্রাতা ভগ্নীদের জন্য বলিতেছি তুমি কথা কও। এমনই করিয়া কথা কও যে, তোমার মধুময় কথাতে ভুলিয়া যাইব এবং বলিব পিতা, আর একবার কথা কও। যেন কেবলই তোমার কথা শুনি। একটীবার কথা কও পিতা, একটীবার কথা কও, এই অধমদের প্রাণ শীতল কর।

একমাত্র গুরু পরব্রহ্ম।

রবিবার, ২রা আশ্বিন, ১৭৯৩ শক; ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

আমরা মনুষ্যের নিকট যত উপদেশ গ্রহণ করি না কেন, আমাদের একমাত্র গুরু পরব্রহ্ম। তিনি জগদ্গুরু হইয়া জগতের সকলকে সুশাস্ত্রে দীক্ষিত করেন, এবং মহানারকীকেও মুক্তিপ্রদ মন্ত্র দান করেন। তিনি জানেন যে তাঁহার সন্তানেরা যদিও প্রকৃতির নিকট, মনুষ্যের নিকট, পুস্তকের নিকট জ্ঞান লাভ করে, তথাপি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার নিকট জ্ঞান লাভ না করিলে, তাহাদের পরিত্রাণ নাই। পাছে সন্তানেরা ভ্রমে নিপতিত হয় এইজন্য তিনি সর্ব্বদা স্বয়ং গুরু হইয়া সকলকে ধর্ম্মের পথে এবং মুক্তির পথে অগ্রসর করেন। এইজন্য তিনি পরিত্রাণের ভার আপনার হস্তে রাখিয়াছেন। কি মনুষ্য, কি প্রকৃতি, কি পুস্তক, কাহারও সাধ্য নাই যে, আমাদিগকে যথার্থরূপে মুক্তিশাস্ত্র বুঝাইয়া দেয়। তাঁহার সেই স্বর্গীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষাতে তিনি স্বয়ং পরিত্রাণার্থী সন্তানের নিকট সেই শাস্ত্র ব্যক্ত করেন। তাহার টীকা, তাহার অর্থ, তাহার গূঢ় অভিপ্রায় তিনি স্বয়ং বুঝাইয়া দেন। মনুষ্য যদিও কিছুকাল সাহায্য করে, কিন্তু অল্প পথ যাইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া যায়, এবং অবশেষে অনন্যগতি হইয়া আমাদিগকে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

আমাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া সেই অকিঞ্চন-গুরু আমাদের অন্তরে যে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত; তাহার দুই প্রকার উপকার, এবং দুই প্রকার ফল। প্রথমতঃ সেই প্রত্যাদেশের দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞান দান করেন, দ্বিতীয়তঃ ইহার দ্বারা

তিনি আমাদের অন্তরে শান্তি দেন। তিনি যে কথা বলেন তাহার আলোক যেমন অজ্ঞানতা দূর করে, তাহার শান্তি তেমনই পাপ বিনাশ করে। তাঁহাকে দেখিলে যেমন অন্তর জ্ঞান এবং শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়, তাঁহার কথা শুনিলেও তেমনই আমরা যুগপৎ জ্ঞান এবং সুখ লাভ করি। ব্রহ্ম স্বয়ং গুরু হইয়া জীবাত্মাকে আপনার শিষ্যের ন্যায় আদরের সহিত মধুময় উপদেশ দেন, ইহা শুনিলেও হৃদয় উল্লসিত হয়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা সেই পিতার আন্তরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহজ সরল ভাষা শ্রবণ করিবার জন্য লালায়িত! ব্রাহ্মগণ! সেই হৃদিস্থিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশ কর, সেখানে নিরন্তর শিক্ষা লাভ কর, জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, হৃদয় কোমল হইবে। জীবন মধুময় হইবে; যখন বিপদ ঘটিবে এবং ভ্রম আসিয়া চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবে, যখন সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য পাঁচজন পাঁচ দিকে টানিবে, তখন অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বরের পদতলে শরণাপন্ন হইবে, তিনি স্বয়ং তোমাদিগকে তাঁহার আলোক দেখাইবেন। মনুষ্য তোমাদিগকে ভ্রমান্ধকারে ফেলিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের কর্ণে যে মন্ত্র দান করেন, তাহা উচ্চারণ মাত্র অন্ধ চক্ষু পাইবে এবং বধির শুনিতে পারিবে। আমরা জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি হৃদয় শুষ্ক হইলে কিরূপে উপাসনা করিব ভাবিয়া অস্থির; কিন্তু পিতা নিমেষের মধ্যে সেই পথ দেখাইলেন— যাহা অবলম্বন করিবা মাত্র আলোক পাইলাম, শান্তি পাইলাম। যদি বল ঈশ্বরের কথা শুনিব না, হৃদয়কে বধির করিয়া রাখিব, তাহা হইলে ঈশ্বরের কথা কখনই তোমরা শুনিতে পাইবে না। যাই তোমরা ঈশ্বরের কথা একবার লঙ্ঘন করিবে, দ্বিতীয়বার

তাঁহার কথা অস্পষ্ট হইবে, তৃতীয়বারে আত্মার শ্রবণেন্দ্রিয় আরও নিস্তেজ হইবে, অবশেষে তোমাদের কর্ণ এমন বধির হইবে যে, ঈশ্বর যদি বজ্রধ্বনিতে কথা বলেন, তথাপি আত্মার চৈতন্য হইবে না।

আমাদের দেশে এমন কি শত শত ব্যক্তি নাই যাহারা সহস্র উপদেশ শুনিয়াও সেই পশুর সমান? মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কত কথা শুনিতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের অচেতন মনে জ্ঞানোদয় হয় না, ভ্রমেও একদিন পরলোকের বিষয় ভাবে না। ঈশ্বর যে সহস্র প্রকার ব্যাপার দেখাইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রতিপন্ন করিতেছেন, তথাপি তাহারা দেখিবে না। অন্ধ বধির তাহারা, ইহার একমাত্র কারণ এই—তাহারা আত্মার বাল্যকালে ঈশ্বর যে সকল কোমল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনে নাই। পিতার কথা সামান্য নয়, সেই রত্ন যখনই ইচ্ছা কর তখনই পাইতে পার না। সেই গুরুর কাছে কোন কথা শুনিতে পারিব না, যদি বারবার তাহা লঙ্ঘন করি। চারিবার লঙ্ঘন করিবার পর ভক্তির পথ বন্ধ হইবে। তখন বিলাপ ধ্বনিতে আকাশকে কাঁপাইলেও কোন কথা শুনিতে পাইবে না। ভয়ানক সেই অবস্থা, যখন চীৎকার করিলেও ঈশ্বরের কথা অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয় না। এইজন্য পিতা যাহা বলিবেন, করযোড়ে তাহা পালন করিবে। একটী কথা যদি লঙ্ঘন কর, পিতা তাহা মনে রাখিবেন। ইহা অপেক্ষা আর শাস্তি কি? গুরুর কথা শুনিতে পাইবে না, বধির হইতে হইবে। আদেশ শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাক, আদেশ পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা কর, তবে তাঁহার আদেশ শুনিতে পাইবে। সেই প্রতিজ্ঞা যদি সাধন কর, দেখিবে আবার শ্রবণেন্দ্রিয় সবল হইবে। নিম্ন শ্রেণীতে সরল শিশুকে বুঝাইতে অধিক

কথা বলিতে হয়; কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর শিষ্যদিগকে অধিক কথা বলিতে হয় না। সেইরূপ যে সকল সাধক সর্ব্বদাই ঈশ্বরের আদেশ পালন করেন, তাঁহারা নিরন্তর ঈশ্বরের উপদেশ শ্রবণ করেন এবং ঈশ্বরের জ্ঞান তাঁহাদের জ্ঞান হইয়া যায়।

ঈশ্বরের জ্ঞানে সত্য ও পরিত্রাণ। পাছে ঈশ্বরকে কেবল গুরু বলিলে তিনি নীরস হন, এইজন্য তাঁহার প্রত্যেক বাক্যের মধ্যে অমৃত রস নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার কথা শুষ্ক হইতে পারে না। ব্রহ্মের রসস্বরূপ নাম ধন্য যে তাঁহার প্রত্যেক কথা চিরশান্তিতে পরিপূর্ণ! তিনি অনায়াসে আমাদিগকে শুষ্ক কঠোর জ্ঞানে দীক্ষিত করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি জানেন সন্তানেরা নীরস জ্ঞান সাধন করিবে না, এইজন্য তিনি তাঁহার জ্ঞান আনন্দ পূর্ণ করিয়া দেন। তিনি যখন বলেন একবার আমাকে পিতা বলিয়া ডাক তাহার মধ্যে কত সুধা, যে সন্তান শ্রবণ করেন তিনিই বুঝিতে পারেন। এইরূপে তিনি যখন শিষ্যের হাত ধরিয়া এক একটী কথা শেখান তখন আর সুখের সীমা থাকে না। আমরা কত লোককে উপদেশ দিই, সেই উপদেশ তাঁহারা কঠোর মনে করেন। তাঁহারা যদি পিতার মুখের একটী কথা শুনিতেন, তবে চিরকাল তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা করিতেন। আমরা পাপী, আমরা মধুময় কথা বলিতে পারি না, কিন্তু পিতার নাম জগদ্বিখ্যাত—তাঁহার কথা কোমল; দুঃখের সময় নিতান্ত কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার মুখের একটী কথা শুনিলে সকল দুঃখ দূর হয়। বহুকাল পরে ঘরে আসিয়া যদি জননীর মুখে দুটী কথা শুনি—বৎস! ঘরে আসিয়াছ? তখন অন্তরে কেমন আনন্দ বর্ষিত হয়। কিন্তু এই সংসার-অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া যখন একবার

ঈশ্বরের নিকট যাই তখন তিনি একটী কথা বলিলে কত আনন্দ হয়। তাঁহার প্রত্যেক কথা আনন্দ বিধান করে—এবং প্রত্যেক কথার মধ্যে মহাব্যাধির ঔষধ রহিয়াছে। অতএব, অল্পবিশ্বাসিগণ! নিরানন্দ হইয়া কখনও নিরাশ হইও না। অন্তরের মধ্যে এমন একজন আছেন, যাঁহার একটী কথাতে জীবনের যন্ত্রণা চলিয়া যায়। এই যে ব্রহ্মমন্দিরের মধ্যে অনেকের মুখ ম্লান দেখা যায়, তাহার কারণ কি? তাঁহারা অন্তরে পিতার কথা শুনিতে পান না বলিয়া এত দুঃখিত।

ধ্যান।

রবিবার, ২রা আশ্বিন, ১৭৯৩ শক; ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্মের সমস্ত সাধারণ লক্ষণ যেমন সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত এবং কোন ব্যক্তির তাহাতে বিশেষ অধিকার নাই, তেমনই আবার ইহার বিশেষ লক্ষণ কোন কোন ব্যক্তি এবং কোন কোন জাতিবিশেষে অধিক পরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়। আমাদের এই দেশ ধ্যানের জন্য প্রসিদ্ধ। ধ্যানের উচ্চতা এবং গাম্ভীর্য্য, দীর্ঘতা এবং প্রশস্ততা ভারতের আর্য্যগণ যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতেন এরূপ আর কোন দেশে দেখা যায় না। ইহাঁরা ভিন্ন আর কোন জাতি নিরাকার ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া জড় জগৎকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছেন, এমন শুনা যায় না। ধর্ম্মের অন্য অন্য গুণ অনেক দেশে দেখা যায়; কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে বসিয়া থাকা, গম্ভীর ভাবে অন্তরের মধ্যে তাঁহাকে ধারণ করা, ইহা ভারতের কীর্ত্তি-স্তম্ভ। বাস্তবিক ভারতের বিশেষ গৌরবের বিষয় ধ্যান। অন্যান্য দেশ হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত অন্য অন্য ধর্ম্মরত্ন লইব; কিন্তু

পূর্ব্বপুরুষ-দত্ত অমূল্য ধ্যান-রত্ন আমরা কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না। এখনকার চারিদিকের নিকৃষ্ট সভ্যতার আলোকের মধ্যে পিতার আধ্যাত্মিক আলোক দেখিতে হইবে। কেমন করিয়া আহারের সময়, পথে চলিয়া যাইবার সময়, বন্ধুদিগের সহিত আমোদ করিবার সময়, এবং কিসে সর্ব্বদা তাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করিতে পারি, তাহার উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইবে।

ধ্যানের জগৎ আশ্চর্য্য জগৎ। একবার যদি ব্রাহ্ম "সত্যং" বলিয়া ঈশ্বরকে সম্বোধন করিতে পারেন, সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকটে ঈশ্বরের গৃহ বলিয়া পরিচিত হয়। একবার যদি শিবং বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারেন, সমস্ত জগতে তাঁহার মঙ্গলভাব এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া ব্রাহ্ম মুগ্ধ হন। ব্রাহ্মের এই অসাধারণ ক্ষমতা যে, তিনি শূন্যের মধ্যে পূর্ণ পরব্রহ্মের আবির্ভাব দর্শন করিতে পারেন। এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা পিতা আমাদের প্রত্যেককে দান করিয়াছেন। ইহার উপরে সমস্ত পরলোকের সাধন নির্ভর করিতেছে। যখন আমরা উৎসবক্ষেত্রে অবতরণ করি তখন পিতা আমাদিগকে কি করিতে বলেন? এই কথা কি তিনি আমাদিগকে বলেন না যে "সেই প্রকারে আমাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে হইবে, যেমন তোমরা জড় জগৎ প্রত্যক্ষ দেখ?" যদি শুষ্কতাই দেখি, যদি আকাশে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে না পারিলাম—এই দেখ আমার পিতা বসিয়া আছেন—তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম বৃথা। যদি পিতাকে প্রত্যক্ষ না দেখিলাম, তবে সেই ধর্ম্মে প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ গৌরব এই যে ইহা দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার উপদেশ পাই। এখানেই ধর্ম্মের মূল। এখান হইতেই উচ্চতম ধর্ম্মের জ্ঞান, শক্তি,

শান্তি, পবিত্রতা উৎপন্ন হয়। আমরা পরস্পরের সঙ্গে যেমন জীবন্ত ভাবে আলাপ করি, তেমনই যদি গোপনে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে পারি, তবেই যথার্থ ব্রাহ্মের অধিকার উপভোগ করিতে পারি।

জীবন চলিয়া যাইতেছে, সময় কাহারও দাস নহে, উন্নতি তাঁহারই হইতেছে, যিনি শূন্যকে পূর্ণ করেন, অন্ধকার মধ্যে আলোক দর্শন করেন, এবং আত্মার গভীরতম স্থানে, যেখানে অবিশ্বাসীরা কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে সেই সমুদয় সৌন্দর্য্যের আকর মঙ্গলময় পূর্ণ পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। সেই শোভার নিকট জড়-রাজ্যের সমুদয় সৌন্দর্য্য পরাজিত। ধন্য তিনি যিনি সেই শোভা দর্শন করিয়াছেন! এই ঘরে তিনি বর্ত্তমান। নির্জনে সজনে, সম্পদে বিপদে তিনি সর্ব্বদাই কাছে থাকেন, এইজন্য যে, পাছে আমারা তাঁহাকে না দেখিয়া ভীত হই। অন্য সত্য পাইবার জন্য কষ্ট করিতে হয়, দূরে যাইতে হয়, ভবিষ্যৎ কালের উপর নির্ভর করিতে হয়; কিন্তু পিতার সহবাসরূপ পরম সত্য লাভ করিবার জন্য দূরে যাইতে হয় না, এবং ভবিষ্যৎ কালেরও প্রতীক্ষা করিতে হয় না। যখন আমরা মনে করি, তাঁহাকে দেখিব তখনই আমরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি। বল "ধন মান চাহি না, অন্তকার দিন কেবল তোমাকেই দিব" পিতা প্রস্তুত রহিয়াছেন, তোমার সমস্ত দিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

আমাদের কত সৌভাগ্য যে ইচ্ছা করিবা মাত্র তাঁহার ব্রহ্মোৎসব করিতে পারি। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রাজাধিরাজ—সাধ্য কি যে আমরা তাঁহার নিকটে যাই, একবার যাঁহার মুখ পানে তাকাইবার উপযুক্ত নই, তাহাতে সমস্ত দিন তাঁহার মুখপানে তাকাইতে

অধিকার দেন, ইহা হইতে আর সৌভাগ্যের ব্যাপার কি হইতে পারে? উৎসবের ন্যায় আশ্চর্য্য ব্যাপার ধর্ম্ম-জগতে কথনও হয় নাই। যখন পিতার উৎসবক্ষেত্রে আরোহণ করি, তখন কি দেখিতে পাই? চক্ষু খুলিবা মাত্র দেখি পিতা সম্মুখে দণ্ডায়মান, হস্ত প্রসারণ করিবা মাত্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি। স্বর্গের পবিত্র সাধুদিগের সঙ্গে যিনি বাস করেন, তিনি আমাদের ন্যায় জঘন্য কীটদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। কেমন তাঁহার ধৈর্য্য! কেমন তাঁহার সহিষ্ণুতা! তাঁহার ন্যায় কে এমন নীচতা স্বীকার করিতে পারে? সমস্ত দিন আমরা তাঁহাকে ভক্তি উপহার দিই না; কিন্তু তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যান না। যদি সমস্ত দিন তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি, কিন্তু সন্ধ্যার সময় ডাকিলে তাঁহার দেখা না পাইয়া পাছে নিরাশ হই, এইজন্য তিনি সর্ব্বদাই আমাদের কাছে থাকেন। কিরূপে আমরা নিরাকার ব্রহ্মের দর্শন পাই, ইহা ভাবিলে মন স্তম্ভিত হয়, আমরা সমস্ত দিন তাঁহার উৎসব করিতে পারি, এই সংবাদ দেবতারা শুনিলে তাঁহাদের আনন্দ হয়। এই কথা শুনিয়া কাহার মনে না আশার অগ্নি প্রজ্বলিত হয়? কিন্তু ব্রাহ্মগণ! তোমরা অনেকবার এই উৎসবে অধিকার পাইয়াছ, এইজন্য কি পুরাতন হইল? অনেক-বার পিতাকে দেখিলে এইজন্য কি তাঁহাকে পুরাতন মনে করিবে? ব্রাহ্মেরা যাহা পাঁচবার দেখিবেন তাহার নূতনত্ব কি চলিয়া যাইবে? দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই প্রকার পাপ আর আমাদিগকে আক্রমণ না করে।

যদি একবার পিতা আমাদের দেশে ধ্যানের বিশেষ গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা কেন সেই ধ্যানের প্রতি শুষ্ক

হইয়া ধ্যানের অবমাননা করি? দীনবন্ধু আমাদিগকে সেই পূর্ব্ব-কালের শুষ্ক ধ্যান আনিয়া দেন নাই। যখন উৎসবের দিন ব্রহ্মগৃহে প্রবেশ করিব, তখন পিতা কি আমাদের নিকট শুষ্কভাবে প্রকাশিত হইতে পারেন? আগামী রবিবার তিনি আমাদিগকে অপর্য্যাপ্ত সুখ দান করিবেন। সেই দিন পিতাকে এই ঘরে বসিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে দেখিব। এই আলয়ে আমরা সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই দিন আমরা কেবল সেই ধ্যানের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই দিন আমরা কেবল সেই ধ্যানের অধিকারী হইতে চাই, যাহা আমাদের সঙ্গে পরলোকে যাইবে। পুস্তকের উপরে নির্ভর করিব না, বন্ধুর উপর নির্ভর করিব না, ব্রহ্মমন্দিরের আড়ম্বরের উপর নির্ভর করিব না; কেন না শ্মশানে ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ব্রহ্ম-ধ্যান আমাদের চিরকালের সম্বল, এই ধ্যান বলে শূন্য অন্ধকার মধ্যে আমরা আলোক দর্শন করি। সেই ব্রহ্মজ্যোতিতে সমস্ত মনকে আলোকিত করিতে হইবে। জগতের সমস্ত নিকৃষ্ট ব্যাপার পরি-ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক রাজ্যে (যেখানে সর্ব্বদাই আনন্দ এবং যাহা শান্তি পুণ্যের প্রস্রবণ) প্রবেশ করিতে হইবে। যাঁহারা সেই দিন এখানে উপনীত হইতে চাহেন তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। এখানে পিতার মুখ কেমন সুন্দর দেখিবেন। এখানে শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া বহুকালের দুঃখ দূর করিবেন। যাঁহাদের চক্ষু এতকাল অভদ্র দর্শন করিয়াছে, এখানে বিশুদ্ধতা এবং ভদ্রতা দেখিবে। যাঁহারা পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ করিয়াছেন, এখানে আসিয়া পরস্পরকে প্রণয়-চক্ষুতে দর্শন করিবেন। যাঁহারা নর

নারীর বিরুদ্ধে অপবিত্র চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা এখানে অনুতাপ-খড়্গা দ্বারা সে সকল পাপ ছেদন করিবেন। যাঁহারা এতদিন সাধনের পরেও মনের অপবিত্র অভ্যাস সকল বিনাশ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা যতক্ষণ সে সকল হইতে নিস্তার না পাইবেন, ততক্ষণ এখানে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিবেন। নিরাশাতে যাঁহারা আপনাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, এখানে তাঁহাদের আশা শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে। অনেক উৎসব আমরা ভোগ করিতেছি, আবার কেন নূতন উৎসব আসিতেছে, অবশ্যই ইহাতে পিতার কোন শুভ ইচ্ছা আছে। কেন তিনি আবার আমাদিগকে ডাকিতেছেন। অবশ্যই ইহাতে এমন একটী রত্ন-গর্ভ-খনি আবিষ্কৃত হইবে, যাহা পাইয়া অনেক দীন দুঃখী সুখী হইবে। এই উৎসবে এমন কোন মধুর সরোবর দেখাইবেন, যাহার জল স্পর্শ করিলে জীবন শীতল হইবে। পিতা এমন কোন বৃক্ষতলে লইয়া যাইবেন, যাহার ছায়ায় বসিয়া ফল ভোগ করিলে কত মৃত ব্যক্তি অনন্ত জীবন পাইবে। উৎসবক্ষেত্র গভীররূপে খনন করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উজ্জ্বলরূপে দয়াময়ের রাজ্য না দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। আজ যিনি আমাদিগকে ডাকিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, যেন সেই দিন মনের আশা পূর্ণ করিবার জন্য সকলে সমাগত হই।

হে দীনহীনের গতি পরমেশ্বর! যথার্থই কি তুমি এই ঘরে বসিয়া আছ, না কোন পর্ব্বতের গহ্বরে মেঘের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছ বল। যদি এখানে থাক, তবে নিশ্চয়ই সন্তানের কথা শুনিতেছ। "যদি এখানে থাক"—কেন বলিতেছি, তুমি যে কাছে বসিয়া আছ, তুমি ধরা

দিবে বলিয়া কাছে আসিয়াছ, আমি যে ধরিতে চাই না। স্বহস্তে কতবার উৎসবক্ষেত্র সুন্দররূপে সাজাইয়াছ, পাছে সন্তানগণ উৎসব-ক্ষেত্রে কোন রমণীয়তা নাই এই বলিয়া চলিয়া যায়, এইজন্য মধুর সঙ্গীতের দ্বারা কতবার তাহাদের আকর্ষণ করিয়াছ। সন্তানগুলিকে বাঁচাইবার জন্য কত চেষ্টা কর ; উৎসবে ডাকিয়া আনিয়া কত স্বর্গের সামগ্রী দান কর ; কিন্তু দেখ পিতা, যতই তুমি তাহাদিগকে আকর্ষণ কর, ততই তাহারা তোমা হইতে পলায়ন করে। পিতা, একবার ভাল করিয়া ধর। আর কাহাকেও পলায়ন করিতে দিও না। পিতা, কতবার তুমি আমাদিগকে স্বর্গের সুধা দিলে ; কিন্তু আমরা সেই অমৃত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, তুমি দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলে। তোমার এই হতভাগ্য জীব সকল কত উৎসব ভোগ করিল ; কিন্তু তবুও ইহারা নূতন বক্তৃতা শুনিতে চায়, নূতন পিতা অন্বেষণ করে। পিতা, তুমি মনে মনে কি ভাবিতেছ, তুমি কি বলিতেছ না, "এই নিরাশ্রয় সন্তানগুলিকে জন্মদুঃখী দেখিয়া ব্রহ্মমন্দির করিয়া দিলাম, এত যত্ন করিলাম, এত স্নেহ করিলাম, তবু ইহারা আমাকে অবিশ্বাস করে।" আমাদেরও লজ্জা নাই, তোমারও অসহিষ্ণুতা নাই। যদি একটী দুঃখী ছেলেকেও ঘরে আনিয়া শান্তি দিতে পারি—এই ভাবিয়া তুমি ব্রহ্ম-উৎসব কর ; কত চেষ্টা কর। কিন্তু পিতা, যদি পঞ্চাশটী উৎসব দেখিয়াও আমাদের কিছু না হয়, জগৎ যে বলিবে ইহারা বড় কপট, নতুবা এত উৎসব করিয়াও কেন ইহারা ভাল হয় না। জগদীশ দেখা দাও, বলে দাও যে রবিবারে আমাদের কিছু উপকার হইবেই হইবে। কবে রবিবার আসিবে, কবে প্রাণভরে পিতাকে ডাকিব, কবে নয়ন ভরিয়া পিতাকে

দেখিব, কবে পিতার শুভ দর্শন পাইব, ইহা বলিতে বলিতে যেন আশা-পূর্ণ-হৃদয়ে ঘরে যাই, এবং সেই দিনে আসিয়া আশা পূর্ণ করিব।

ঈশ্বর ইতিহাসে।

রবিবার, ৯ই আশ্বিন, ১৭৯৩ শক ; ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

উপদেষ্টা কহেন—"অসারের অসার,
অসারের অসার, তাবৎই অসার।"

পরমেশ্বর মনুষ্যের হিতের জন্য ইতিহাসে কথা কন। ইতিহাসের ঘটনা সকল তাঁহার স্বহস্তের রচনা। প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে তাঁহার শুভ সঙ্কল্প বিদ্যমান। ধন্য সেই সাধু যিনি ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান অধ্যয়ন করেন! মূঢ় ব্যক্তির চক্ষু আছে বটে, কিন্তু ঘটনার মধ্যে যে ঈশ্বরের জ্ঞান কেমন উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান, তাহা সে দেখিতে পায় না। প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর গম্ভীর ধ্বনিতে কি বলিতেছেন সে তাহা শুনিতে পায় না। চক্ষু থাকিতে সে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে সে বধির। আমাদের বিশ্বাস-চক্ষু সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিতে হইবে, নতুবা ঘটনা দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে উপদেশ দেন কখনই তাহা বুঝিতে পারিব না। ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনা যে তিনি স্বয়ং সংঘটিত করেন তাহা নহে ; কিন্তু যে সকল ঘটনা নিতান্ত জঘন্য এবং কলঙ্কিত মনুষ্য-হস্তের দ্বারা অনুষ্ঠিত তাহার মধ্যেও ঈশ্বর তাঁহার পবিত্র জ্যোতি প্রদর্শন করেন। পৃথিবী হইতে গরল উত্থিত হয়, তিনি স্বর্গে বসিয়া তাহা হইতে অমৃত উৎপন্ন করেন এবং তাহা দ্বারা জগতে সত্য শাস্ত্র প্রচারিত হয়। মনুষ্যের বিকৃত হৃদয় হইতে দুর্গন্ধ বিস্তার হইল,

পৃথিবী হইতে গভীর অন্ধকার উঠিল; কিন্তু ঈশ্বর স্বর্গ হইতে আলোক প্রেরণ করিলেন—সেই অগ্নি দেখিয়া জগতের দুর্গন্ধ, অন্ধকার সকলই তিরোহিত হইল। পাপিষ্ঠ অত্যাচারী ব্যক্তি বেলা দ্বিপ্রহরের সময় জনসমাজে দণ্ডায়মান হইয়া, ভয়ানক অত্যাচার করিল, কিন্তু সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর গম্ভীর ধ্বনিতে তাঁহার সত্য প্রচার করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন।

এইরূপ অত্যাচারে কত সহস্র ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হইল, এবং এইরূপ মহাবিপ্লবে কত নগর বিনষ্ট হইল, কিন্তু পৃথিবীর এই পাপ-স্রোতের মধ্যেও ঈশ্বর চিরকাল তাঁহার পরিত্রাণের সংবাদ প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। কে বুঝিতে পারে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়? প্রকৃতির মধ্যে যেমন তাঁহার আদেশ, জগতের দুর্ঘটনার মধ্যেও তেমনই তাঁহার আদেশ। ঈশ্বর সর্ব্বদাই সন্তানদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। এক দিকে যেমন ভক্তদিগের হৃদয়ে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিতেছেন, তেমনই আবার সংসারী লোকদের সঙ্গেও তাহাদের উপযুক্ত ভাষাতে কথা কহিতেছেন। তিনি জানেন সংসারের যে সকল স্বামী, স্ত্রী, পুত্র এবং নগরবাসী মোহে অচেতন, তাহারা কোন মতেই তাঁহার প্রত্যক্ষ উপদেশ শুনিবার অধিকারী হইতে চায় না; এইজন্য তাহাদের সঙ্গে তিনি অসাধারণ ঘটনা দ্বারা বজ্রধ্বনিতে কথা বলেন। সহস্র উপদেশ শুনিয়া তাহারা যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, একটী অসামান্য ঘটনা দেখিলে অনায়াসে সেই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে। ঈশ্বর যখন দেখিতে পান যে শত সহস্র ব্যক্তি পাপে ডুবিতেছে, তৎক্ষণাৎ তিনি আশ্চর্য্য ঘটনার বজ্র ধ্বনিতে তাহাদিগকে সচকিত করেন। কে

বলে ঈশ্বর কথা কন না? তিনি তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের সঙ্গে, কি সাধু কি অসাধু, কি দীন কি ধনী, কি মূর্খ কি পণ্ডিত, তাহাদের স্ব স্ব উপযুক্ত ভাষাতে সর্ব্বদা কথা বলিতেছেন। সাধু ভাব হইতে ঘটনা উৎপন্ন হয়, অসাধু ভাব হইতেও ঘটনা সকল বিনিঃসৃত হয়; কিন্তু ঈশ্বরের এমনই শাসন যে, তিনি মনুষ্যদিগকে স্বাধীনতা দান করিয়াও সর্ব্বদা তাহাদিগকে আপনার মঙ্গল নিয়মের অধীন রাখিয়াছেন। যে সকল অসুরপ্রকৃতি মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার শাসন অতিক্রম করে, এবং যাহাদের অত্যাচারে মনুষ্যসমাজ আন্দোলিত এবং বিকম্পিত হয়, সেই আসুরিক ব্যাপার সকলের মধ্যেও ঈশ্বর তাঁহার আধিপত্য স্থাপন করিতেছেন, সেখানেও তিনি তাঁহার পরিত্রাণ শাস্ত্র প্রকাশ করিতেছেন। বিশ্বাসী আত্মা সেই দুর্গন্ধময় ব্যাপারের মধ্যেও স্বর্গের উপদেশ শ্রবণ করে।

কয়েক দিন হইল একটী দুরন্ত যবন প্রকাশ্য স্থানে গত বুধবার বেলা এগারটার সময় আমাদের প্রধান বিচারপতির অঙ্গে ভয়ানক অস্ত্র বিদ্ধ করে। ভয়ানক দুরাচার হইতে এই ঘটনা উৎপন্ন হইয়াছে, কে ইহাতে সন্দেহ করিবে? যে ব্যক্তি অকুতোভয়ে একজন নিরপরাধ ভ্রাতাকে বধ করিতে পারে, তাহার পাপ বিকারের অন্ত কোথায়? কিন্তু এই নরকের মধ্যেও, হে স্বর্গান্বেষিগণ! তোমরা স্বর্গ দেখিতে পাইবে। এই ঘটনা যদিও পাপ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় ইহা কত শত ব্যক্তিকে তাঁহার পুণ্যরাজ্যে লইয়া যাইবে, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় তাঁহাকে ধন্যবাদ অর্পণ করে। ঈশ্বর এই ঘটনার দ্বারা অবশ্যই আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য নানাবিধ সত্য প্রচার করিবেন। ইহাতেও যদি ব্রাহ্মদিগের চৈতন্য

না হয়, তবে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজের বড় দুর্দ্দশা। কোন বিশেষ ব্যক্তি যাঁহাদের গুরু নহে, এবং যাঁহাদের মুক্তি শাস্ত্র কোন পুস্তকে বদ্ধ নহে, প্রত্যক্ষ ঘটনাও যদি তাঁহাদের নিকট অর্থ-শূন্য হয়, ইতিহাসের মধ্যেও যদি তাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত না দেখিতে পান, তবে আর তাঁহাদের পরিত্রাণের উপায় নাই। যদিও এই ঘটনার মহা কোলাহল এখনও এই নগরকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, তথাপি ইহার মধ্যে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম নিঃশব্দে ঈশ্বরের মুখ হইতে সুগম্ভীর পরিত্রাণের সংবাদ শ্রবণ করিতেছেন। কত নির্জীব ব্রাহ্মের পক্ষে এই মৃত্যু প্রাণের কারণ হইবে। ইহা কত ব্যক্তিকে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া, সেই সারাৎসার নিত্য পরমেশ্বরের প্রতি আরও অনুরক্ত করিবে।

ঈশ্বর সন্তানদিগকে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সন্তানেরা এমনই মূঢ় যে সহস্রবার বুঝিলেও বুঝিবে না। প্রতিদিন দেখিতেছি জগতের তাবৎ বস্তুই অনিত্য—কিছুই স্থির নহে; চারিদিকে পরিবর্ত্তন; এই আলোক, এই অন্ধকার; এই জীবন, এই মৃত্যু; এই হর্ষ, এই বিষাদ; এই দিবা, সূর্য্যের প্রখর কিরণ, এই নিশীথ অমাবস্যার গভীরতম অন্ধকার; এ সকল তিনি সর্ব্বদা সন্তানদিগের চক্ষে প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু জগদীশ্বর জানেন যাহারা মহারোগ দ্বারা আক্রান্ত, যাহারা পশুর ন্যায় কেবল আহার বিহারেই জীবন বিনাশ করে, এ সকল সামান্য ঘটনাতে কোন মতেই তাহাদের চৈতন্য হয় না। এইজন্যই তিনি জগতে মধ্যে মধ্যে বিশেষ ঘটনা প্রেরণ করেন। তিনি জানেন সামান্য ব্যক্তির মৃত্যু তাঁহার সংসারাসক্ত সন্তানদিগকে জাগাইতে পারে না, এইজন্য তিনি আমাদের চক্ষের নিকট এই অসাধারণ ব্যাপার

দেখাইলেন। যেখানে মহাপাপী যাইতে সাহস করে না, সেই পবিত্র স্থানে একজন দুরন্ত যবন বেলা এগারটার সময় নিরপরাধ বিচার-পতির প্রাণ বধ করিল। এমন স্থানে, এমন সময়ে, এত বড় লোককে মারিল, ইহা শুনিবা মাত্র যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহারা জাগ্রত হইল; যাহারা দুর্ব্বল এবং নিস্তেজ ছিল, তাহারা জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দৌড়িতে লাগিল।

কেন নগরের মধ্যে এই অগ্নিময় স্রোত উঠিল? ব্রাহ্মগণ! স্থির হও, ইহার মধ্যে তোমাদিগকে ব্রহ্মের কথা শুনিতে হইবে। এই অসাধারণ ঘটনায় সমস্ত ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইতে চলিল। এই ব্যাপারে সকলে কাঁপিয়া উঠিল। কাহারও মনে ভয়, কাহারও মনে ক্রোধ, কাহারও মনে প্রতিহিংসা উত্তেজিত হইল; কিন্তু ব্রাহ্মজগৎ ইহা হইতে সত্য লাভ করিবেন। এই ঘটনার দ্বারা ঈশ্বর এমন কোন বিশেষ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যাহা অন্য ঘটনাতে পাওয়া যায় না। ইহাতে জীবনের অনিত্যতা স্পষ্টরূপে দেখা যায়। অনেক ব্রাহ্ম মনে করিয়া আছেন, সেই অন্তিমকালে প্রাণের তুল্য ভাইদিগকে আলিঙ্গন করিয়া শান্ত ভাবে পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে করিতে সংসার হইতে বিদায় লইবেন; কিন্তু ভ্রাতৃগণ! সাবধান, একবার এই বিচারপতির মৃত্যু স্মরণ কর! কে মনে করিয়াছিল হঠাৎ তাঁহার এইরূপে প্রাণ বিয়োগ হইবে? কোথায় রহিল তাঁহার উচ্চপদ, কোথায় রহিল তাঁহার ধন, কোথায় রহিল তাঁহার মান সম্ভ্রম, কোথায় রহিল তাঁহার বন্ধুগণ? এই ব্যক্তির অবস্থা শুনিলে কাহার না সংসারের প্রতি অবিশ্বাস হয়? এত বড় লোক যখন নিমেষের মধ্যে নিরাশ্রয় হইয়া, আপনার প্রিয় সহধর্ম্মিনীকে নিরাশ্রয় করিয়া

চলিয়া গেলেন, তখন হে ভ্রমান্ধ ব্রাহ্ম! কিরূপে আশা করিতেছ যে রোগের সময় দয়াময় নাম করিতে করিতে, বন্ধুগণ হইতে বিদায় লইয়া সহাস্য মুখে পরলোকে যাইবে? তোমরা কি নিশ্চয় বুঝিয়াছ যে তোমাদের কখনই এই প্রকার অস্থির অবস্থাতে পড়িতে হইবে না? কে বলিতে পারে আমরা প্রস্তুত মনে পরলোকে যাইব? যদি তোমরা এই প্রকার মনে কর, ইহা তোমাদের ভয়ানক ভ্রম। অপ্রস্তুত মনে মৃত্যু হওয়া অপেক্ষা ভয়ানক কিছুই নাই।

যদি প্রতিদিন শয়ন করিবার পূর্ব্বে দেখিতে পাও যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রহিয়াছ, তবেই হাসিতে হাসিতে পিতার নাম করিয়া পরলোকে যাইতে পারিবে। শ্মশান-বৈরাগ্যে নির্ভর করিও না। এই দেখ নগরের শত সহস্র ব্যক্তি এই ঘটনায় চমকিত হইল, সংসার অনিত্য ইহা আজ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল, অন্তরে ক্ষণকালের জন্য বৈরাগ্যের উদয় হইল; কিন্তু তাহাদের মন কোন মতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল না। এখনও পিতার চরণে আপনাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিল না। ব্রাহ্মগণ! এই ঘটনার মধ্যে যে মঙ্গল ভাব নিহিত তাহা পাঠ কর। ইহাতে ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, যখন তোমরা উচ্চপদে আরূঢ় হইবে, তখন মৃত্যু সেখানে নাই কখনও এরূপ মনে করিও না। দেখ তোমাদের সম্মুখে এমন উচ্চপদস্থ বিচারপতি একটী সামান্য জঘন্য অত্যাচারী ব্যক্তি দ্বারা নিহত হইলেন। যখন এরূপ উচ্চতম ব্যক্তির এই অবস্থা হইল তখন তোমাদের ন্যায় সামান্য ব্রাহ্মের কি হইবে? অতএব বিনীতভাবে এই শিক্ষা কর—"সংসারে নির্ভর করিবার তোমাদের কিছুই নাই।" এই ঘটনা দ্বারা ঈশ্বর তোমাদিগকে আরও নিরাশ্রয় করিয়া দিলেন,

তোমরা স্পষ্টরূপে দেখিলে যিনি আজ চারিদিকে বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত ছিলেন, কাল তাঁহার দেহ মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত হইল; অতএব চল সেখানে যাই যেখানে মৃত্যু নাই। সেই স্থানে ঈশ্বরের মঙ্গল চরণ। অনন্যগতি হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, ঘোর বিপদের মধ্যেও তিনি সহায় হইবেন; মৃত্যু শঙ্কট তাঁহার হুঙ্কারে পলায়ন করিবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই ঘটনা দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ হয়। অনেক ঘটনা দেখিয়াছি, কিন্তু আমরা নির্ব্বোধ, তিনি কেমন মঙ্গলময় এখনও বুঝিলাম না, তাঁহাকে চিনিলাম না। সুখ পাই না, শান্তি পাই না, তথাপি সংসারের দাসত্ব করি। এই বিচারপতির মৃত্যু দ্বারা তিনি আমাদিগকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করুন, এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার শরণাগত হইতে শিক্ষা দিন। পরলোকে সেই বিচারপতির আত্মাকে শান্তি পবিত্রতায় পরিপুষ্ট করুন এবং যাঁহাকে তিনি অনাথা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহার মঙ্গল আশ্রয় দান করুন। এই ব্যাপার দেখিয়া এস ভ্রাতৃগণ! আমরা পিতার চরণ আরও জড়াইয়া ধরি।

পরলোক সাধন।

রবিবার, ১৬ই আশ্বিন, ১৭৯৩ শক; ১লা অক্টোবর, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

"স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? এবং ভূমণ্ডলে তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই চাহি না।"

"মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও" এই প্রার্থনা আত্মার স্বাভাবিক প্রার্থনা, এই আশা আত্মার স্বাভাবিক আশা। সকল

মনুষ্যের মনে এই আশা রহিয়াছে, কিছুতেই ইহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। আমাদের এক দিকে মৃত্যু, অন্য দিকে অমৃত; এক দিকে পৃথিবী, অন্য দিকে স্বর্গ; এক দিকে সংসার অন্য দিকে ঈশ্বর। ইহার মধ্যে আত্মা বাস করে। এক দিকে শরীররূপ মন্দির মধ্যে আত্মা, আর এক দিকে ব্রহ্মরূপ মন্দির মধ্যে আত্মা—এক দিকে দেহগত আত্মা, অন্য দিকে ব্রহ্মগত আত্মা। এই আত্মা ব্রহ্ম এবং শরীর উভয়ের মধ্যে থাকিয়া, দুই দিক হইতেই জীবনের প্রয়োজনীয় অন্ন জল গ্রহণ করে। যদি নিমেষের জন্য দেহের সঙ্গে আত্মার যোগ না থাকে, তৎক্ষণাৎ সেই দেহের মৃত্যু হয়; দৈহিক জীবন কি তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। ইহা বৃক্ষ, পশু এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে সাধারণ। কিন্তু মনুষ্যের নিকট এই জীবন আত্মার অধীন। ইহা আত্মার আদেশ পালন করে এবং আত্মার অভিলাষ চরিতার্থ করে। নানা দেশ হইতে বিবিধ সামগ্রী সকল আনিয়া এই জীবনের ভৃত্য সকল আত্মার মনোরথ পূর্ণ করে। সেই সমস্ত ভৃত্য কে? শরীরের ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয় সকল আত্মাকে কত প্রকার সুখে সুখী করে। যে আত্মা এই সুখে মোহিত হয়, তাহার মৃত্যু হইলে শরীরের মৃত্যু হয়; কারণ শরীর মৃত্যুর প্রতিকৃতি, এবং শরীরের সুখও অনিত্য। আর এক দিকে দেখ, আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করে; যেমন ইন্দ্রিয়দিগের মধ্য দিয়া আত্মা সংসারের সঙ্গে আলাপ করে এবং পৃথিবীর সভ্যতা এবং সুখ সামগ্রী উপভোগ করে, সেইরূপ বিশ্বাস এবং আশা দ্বারা আত্মা পরলোক এবং ঈশ্বর সহবাসের গভীর আনন্দ আস্বাদন করে।

যে আত্মা শরীরের মধ্যে সেই আত্মাই পরমেশ্বরের মধ্যে। এই

যোগ কেমন গূঢ় যোগ, বাক্য তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। একই আত্মা দুই প্রকার ব্রত পালন করিতেছে, দুই প্রকার সুখ ভোগ করিতেছে। একই মনুষ্য দুই জগতে বাস করিতেছে। যেমন শরীরের দ্বারা সংসারের যোগ তেমনই আর এক দিকে বিশ্বাসের দ্বারা পরলোক এবং ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ। জীবাত্মা যখন ঈশ্বরে বাস করে, আত্মার সেই অবস্থাই পরলোক। সংসারের সুখে সুখী হওয়া যেমন অনিত্য ব্যাপার, ঈশ্বরে বাস করা তেমনই নিত্য ব্যাপার। ইন্দ্রিয় না থাকিলে যেমন সংসারের সঙ্গে যোগ হয় না, সেইরূপ বিশ্বাস ভক্তি না থাকিলে ঈশ্বর এবং পরলোকের সঙ্গে যোগ হয় না। কি আহার করিব, কি পরিধান করিব, কিসে পরিবারকে সুখী করিব, এ সকল শরীরী আত্মার অভিলাষ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের এই জীবন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও এখন পর্য্যন্ত অনেকে ঐহিক আত্মাকেই উপলব্ধি করেন এবং ঐহিক জীবনের জন্যই ব্যাকুল। তাঁহারা দেখেন না যে আত্মার আর এক দিকে সেই অনন্ত পুরুষ বিদ্যমান। শরীর রাজ্যে যত প্রবেশ কর না কেন, দেখিবে, দিন দিন, বৎসর বৎসর, নূতন শারীরিক সুখের আবিষ্কার, শত শত যুগ হইতে দেশে দেশে, কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতি সুখের সামগ্রী সকল অন্বেষণ করিয়া আসিতেছে। পার্থিব সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যেন সমস্ত জগৎ নিযুক্ত রহিয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত এবং অন্যান্য নানা প্রকার বিদ্যা শারীরিক সুখ রাশি রাশি বৃদ্ধি করিবার জন্য বিব্রত। যতই আলোচনা কর না কেন শরীর-রাজ্যের শেষ নাই। মনুষ্য যতই সুখের উপায় লাভ করে, তাহার আরও নূতনতর সুখের কামনা বৃদ্ধি হয়; শরীর-রাজ্য বাস্তবিক বিস্তীর্ণ সুখের রাজ্য। কিন্তু শরীর-জগৎ

যতই বিস্তৃত হউক না কেন, একদিন ইহার শেষ আছে; ব্রহ্মরূপ রাজ্য সেরূপ নহে, কোটী কোটী বৎসর গেলেও ব্রহ্মরাজ্যের শেষ নাই। কালে যেমন ইহা অনন্ত, স্থানেও ইহা তেমনই অনন্ত।

যাঁহারা ব্রহ্মজীবনে জীবিত, দিন দিন যাঁহারা ব্রহ্মের গভীরতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকেন, তাঁহারা কোথাও এই সুবিশাল রাজ্যের আদি অন্ত দেখিতে পান না। শরীরস্থ আত্মা যেমন সমস্ত বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে, এবং ইচ্ছামত উপভোগ করে, সেইরূপ পরব্রহ্ম-বাসী আত্মা এই রাজ্য স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে। চক্ষু এবং শ্রোত্রের মধ্যে দিয়া বহির্জগতে গমন কর, সেখানে কি দেখিবে? পৃথিবী এবং পৃথিবীর সুখ। বিশ্বাস, ভক্তি, এবং আশার মধ্য দিয়া ব্রহ্মরূপ রাজ্যে প্রবেশ কর, কি দেখিবে? পরলোক এবং পারলৌকিক সুখ। শরীরী আত্মার সঙ্গে সময়ের সম্বন্ধ; কিন্তু ব্রহ্মের মধ্যে জীবিত যে আত্মা তাহার সঙ্গে অমৃতের যোগ। তাহাই আত্মার অনন্ত জীবন এবং পরলোক। কল্পনার ব্যাপার নহে, কিন্তু পরব্রহ্মের মধ্যে যে আমাদের অবস্থিতি তাহাই পরলোক; আত্মার এই অবস্থাই যথার্থ জীবন এবং ইহাই প্রকৃত যোগ। যতই ব্রহ্মের চরণে অবস্থিতি করিব ততই পরলোক উজ্জ্বল দেখিব এবং পরলোক স্মরণ মাত্র হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইবে। ভ্রাতৃগণ! এইরূপে পিতার চরণ সাধন কর, এই পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়াই অমরত্ব আস্বাদন করিতে পারিবে। দেখ, পিতাকে বিশ্বাস করিলে আমাদের কত লাভ; কিন্তু আর এক দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখ শরীরের ন্যায় ধূর্ত্ত আর কেহ নাই, ইহা ঈশ্বরের অন্ন খায়, ঈশ্বরের বস্ত্রপরিধান করে, কিন্তু এমনই কৃতঘ্ন এবং এমনই বিশ্বাসঘাতক, যে ইহা সর্ব্বদাই পৃথিবীর রাজ্যে আকৃষ্ট; ঈশ্বরকে

দেখিতে দেয় না এবং আত্মার জীবন বিনাশ করিতে উদ্যত। এই শরীর আত্মাকে এমনই অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা মনুষ্যকে এমনই প্রবঞ্চনা করে যে, ইহার মায়ায় মনুষ্য সত্যকে অসত্য এবং মৃত্যুকে অমৃত মনে করে। কিন্তু, ঈশ্বরের কেমন আশ্চর্য্য দয়া! দেখ যতই শরীর আত্মাকে মোহিত করিতে চেষ্টা করে, তিনি ততই আমাদিগকে সত্য এবং অনন্ত জীবনের পথে লইয়া যান। অতএব কি আহার করিব, কি পরিধান করিব, এ সকল শারীরিক ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা কর, তাঁহাকে স্মরণ কর, তাঁহার আদেশ শ্রবণ কর, এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা কর। নতুবা তোমাদিগকে শরীর আকর্ষণ করিবেই করিবে। দেখ পিতা কাছে রহিয়াছেন, তাঁহার চরণতলেই আমাদের বাসস্থান; শরীর তাঁহাকে দেখিতে দিতেছে না, শরীর আমাদের আত্মার প্রাণ বধ করিতেছে, পিতার সঙ্গে যে আমাদের নিগূঢ় অমৃতযোগ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে।

শরীরের অনুরোধে আর কতকাল আমরা মৃত্যুর মধ্যে বাস করিব? ধন্য সেই ব্রাহ্মের আত্মা যিনি ঈশ্বরের মধ্যে জীবিত! তাঁহার নিকট এক নূতন রাজ্য আবিষ্কৃত হয়। অনন্তকাল তাঁহার সম্মুখে, যতই তিনি পরলোক-রাজ্যে বাস করিতে শিক্ষা করেন, ততই তাঁহার ব্রহ্মসাধন গাঢ়তর হয়, ততই তিনি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সহবাসের গভীর আনন্দ অনুভব করেন। প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মসাধন যেমন কঠোর পরলোক সাধনও তেমনই কঠিন; কিন্তু অবশেষে দুই সহজ এবং মধুর হয়। ভ্রাতৃগণ! আর পৃথিবীর আকর্ষণে মুগ্ধ হইও না। এখনই পরলোক সাধন আরম্ভ কর। এখানে কোথাও শান্তি নাই,

যে পথে যাই সেই পথেই কণ্টক, যাহার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করি, সেই প্রাণ বধ করে। কিন্তু পরলোক আমাদের শান্তি-নিকেতন, পরলোক আমাদের পিতৃগৃহ, তাঁহার চরণে নিত্য শান্তি, নিত্য সুখ। ভ্রাতৃগণ! সেই গৃহে চল, সকল দুঃখ দূর হইবে, প্রাণ শীতল হইবে। এক সূর্য্য এখানে মিট্ মিট্ করিতেছে; কিন্তু পিতার রাজ্যে যে স্বর্গের আলোক তাহার তুলনায় ইহা অন্ধকার বই ত নয়। এখানে পাপ, মলিনতা, বিষাদ, কিন্তু পিতার গৃহে কত রাশি রাশি পুণ্য, কত সুখ, কত আনন্দ। এখানে এই বিষয় হইল, এই বিষয় চলিয়া গেল, কিন্তু পরলোকে কিছুরই অন্ত নাই। অনন্তকাল সেখানে ধূ ধূ করিতেছে, পিতার অনন্ত প্রেম সেখানে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে, যত ইচ্ছা সেই সুধা পান কর ক্ষয় নাই। পিতা স্বয়ং আসিয়া সেখানে সন্তানদিগের প্রাণ শীতল করেন। অতএব সেই স্থানে যাইবার জন্য যত প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়, আহ্লাদের সহিত তাহা বহন কর।

এখানে কেবল কষ্ট, যন্ত্রণা, পাপ পাপ করিতে করিতে, মনুষ্যের অস্থি পর্য্যন্ত দুর্গন্ধময় হইয়াছে; মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মনুষ্য সকল মৃতপ্রায়; দেখ শত শত নর নারী কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি বলিয়া হাহাকার করিতেছে। এ সময় আসিয়া যদি পিতা বলেন "সন্তান! ধৈর্য্য ধর, আর ক্রন্দন করিও না চল, তোমাদের জন্য শান্তিগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি।" এত দিন পর তাঁহার হস্ত নির্ম্মিত শান্তিধামে যাইব, এই কথা শুনিয়া কাহার অন্তরে না যুগপৎ সুখ এবং আশার সঞ্চার হয়? ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যেমন পরলোক সাধন অসম্ভব, তেমনই পরলোক সাধন ব্যতীত ব্রহ্মসাধন যথার্থ এবং প্রগাঢ় হয় না। ভাগ্যে পরলোক আছে ইহা আমরা বিশ্বাস করি, নতুবা

আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত। শরীরের জীবন কিছুই নহে; ঈশ্বরে জীবনই জীবন। যদি সেই জীবন পাই, তবে শান্তি-পুষ্পে সজ্জিত হইয়া কত সুখী হই। এই মিষ্ট সুমধুর আশাই ধর্ম্ম জগতের প্রাণ। এখানকার সুখ অস্থায়ী, এখানকার সূর্য্য দেখিয়া তত সুখ হয় না, কারণ এই বস্তুকে দেখিতেছিলাম, কিছুকাল পরেই মেঘ আসিয়া সেই সুন্দর মুখ ঢাকিল। এখানকার জল পান করিয়া সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না, কারণ রৌদ্র আসিয়া আবার কণ্ঠ শুষ্ক করে। এখানকার বন্ধুদের সহবাসে মনের মত তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না, কারণ মৃত্যু আসিয়া একটা একটা করিয়া কখন কাহাকে লইয়া যায় তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। জানিয়া শুনিয়া তবুও কেন আমরা মৃত্যুসাগরে ভাসিতেছি। কে ইহার মীমাংসা করিবে? আর এই অবস্থায় থাকিতে পারি না, প্রাণ কাঁদিয়া বলিতেছে "মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও।" এখন সেই চন্দ্র দেখিতে চাই, কেহ যাহা কখনও ঢাকিতে পারে না; সেই জল পান করিতে চাই, যাহা পান করিলে আর কখনই কণ্ঠ শুষ্ক হইবে না; এখন সেই ধন ভোগ করিতে চাই, যাহা লোকে অপহরণ করিতে পারে না, এবং কখনও যাহার ক্ষয় হইবে না। কোথায় সেই নিত্য ধন? ব্রাহ্মগণ! সেই ধনে ধনী হও। সেই আশা বৃদ্ধি কর, যে আশা পিতা স্বয়ং পূর্ণ করিবেন। পিতা যে ঘর বাঁধিয়াছেন সেখানে যাইব, শুনিয়া আনন্দিত হও। ব্রহ্মযোগে যোগী হও। যখন পরলোক স্মরণ মাত্র তোমাদের হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হইবে, তখনই বুঝিতে পারিবে, পরলোক তোমাদের পিতৃগৃহ, এবং পরলোক তোমাদের শান্তি-নিকেতন।

বর্ত্তমান আন্দোলন। *

রবিবার, ২৩শে আশ্বিন, ১৭৯৩ শক; ৮ই অক্টোবর, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

জ্বলন্ত অগ্নি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এই অগ্নি দ্বারা শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যত প্রকার অপবিত্রতা, ভ্রম, কুসংস্কার, এব: কপটতা আছে, সকলই ভস্মীভূত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। জড় জগতে যেমন কোন দেশের বায়ু বিকৃত হইলে তখনই ভয়ানক ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহা বিশুদ্ধ করে, ধর্ম্ম জগতেও তেমনই কোন সম্প্রদায় পাপে নিতান্ত কলুষিত হইলে, অগ্নিময় আন্দোলন উপস্থিত হইয়া, তাহাকে সত্যের দিকে, পবিত্রতার দিকে অগ্রসর করে। বর্ত্তমান সময়ে যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাতে ব্রাহ্ম-সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইতেছে। সত্য এবং অসত্য পবিত্রতা এবং কপটতার সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে; ইহার মধ্যে কি, অন্ধ ব্রাহ্মগণ! তোমরা কিছুই দেখিতেছ না? এই আন্দোলনে তোমরা কি মনে করিতেছ, সত্যের পরাজয় হইবে এবং অসত্য জয় লাভ করিবে? না, তোমরা ইহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিসন্ধি দেখিতেছ? আন্দোলন দেখিয়া কি তোমরা নির্ব্বোধ শিশুর ন্যায় রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে? না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনুষ্যের ন্যায় তাহা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিবে? সাবধান ব্রাহ্মগণ! এই সময়ে ভয় করিলে চলিবে না, কেহই এই সংগ্রাম-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিও না। ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি, এখানে তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইবে। দক্ষিণে কি উত্তরে যাইবার আদেশ নাই, যেখানে সেনাপতি রাখিবেন সেখানে থাকিতে হইবে,

তিনি যাহা করিতে বলিবেন তাহাই এখানে কায়মনোবাক্যে সাধন করিতে হইবে।

এমন মহাপণ্ডিত পৃথিবীতে একজনও নাই, যিনি এক নিমেষের জন্য ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া, আপনার বলে মঙ্গল পথে অগ্রসর হইতে পারেন। যদি তাঁহার মঙ্গল চরণ হইতে এক পদ দূরে গমন কর তখনই পতন। ধর্ম্মপথ সামান্য একটী ক্ষুদ্র সরল রেখার ন্যায়। ইহা হইতে যদি এক চুল পদস্খলন হয় তৎক্ষণাৎ পতিত হইবে। এই শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় পথে কে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন? স্বয়ং ঈশ্বর। ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ অতি কঠিন পথ। সাধ্য কি যে মনুষ্য আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা এই পথে অগ্রসর হয়। যখন লক্ষ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখন কি তাহারা আপনার বলের উপর নির্ভর করে, না সেনাপতির আদেশ প্রতীক্ষা করে? সংগ্রামক্ষেত্রে সেই শত্রুদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার বুদ্ধিকে নেতা করিলে কখনই বাঁচিতে পারিবে না। যখন বিপদ ঘোরতর বেশ ধারণ করিয়া উঠে সেই অসহায় অবস্থার মধ্যে সেনাপতির আদেশ ভিন্ন আর উপায় নাই। সেই সময়ে যদি সেনাপতির আজ্ঞা ভিন্ন এক চুলও পথের এদিক ওদিক গমন কর সর্ব্বনাশ হইবে। সংসার আমাদের রণক্ষেত্র, ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি। এখানে অনেক শত্রু, সেনাপতিকে ছাড়িয়া যাঁহারা এখানে আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করেন, শত্রুগণ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে বধ করিবে। ব্রাহ্মগণ! সাবধান হও, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া সেনাপতির উপর নির্ভর কর, সত্যের অগ্নিতে অন্তরকে প্রজ্বলিত কর, কিরূপে সেনাপতির আজ্ঞা পালন করিবে তাহার জন্য প্রস্তুত হও, সাবধান এই ভয়ানক সময়ে

আপনাদের বুদ্ধিকে নেতা হইতে দিও না। এ সময়ে যদি সেনাপতিকে নেতা কর সাধারণ শত্রু যে অকল্যাণ, অনায়াসে তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে। এ বিপদের মধ্যে যদি সেনাপতিকে হারাও, এ সময়ে যদি তাঁহার জ্বলন্ত আদেশ শুনিতে না পাও, আত্মার মধ্যে শীতল জল প্রবেশ করিবে, এবং নিশ্চয়ই শত্রু হস্তে তোমাদের মৃত্যু হইবে।

সত্যের অগ্নি যখন আত্মাকে প্রজ্বলিত করে সেই অবস্থা অসত্যপ্রিয় লোকের পক্ষে, কপট ব্যক্তিদিগের পক্ষে ভয়ানক অসহনীয়; কিন্তু ব্রাহ্মের পক্ষে তাহা পরিত্রাণ এবং শান্তির অবস্থা। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা! সেই অগ্নির মধ্যে তাঁহার শান্তি। এই অবস্থাতেই আমাদের জীবন, অন্য কোন অবস্থাতে আমরা জীবিত থাকিতে পারি না; সেই ব্রহ্মাগ্নির মধ্যে আমাদিগকে বাস করিতে হইবে; এবং তাহারই মধ্যে অগ্নিময় জ্বলন্ত ঈশ্বর যিনি, তিনি আমাদের তাপিত আত্মাকে শীতল করিবেন। ভ্রাতৃগণ! এই আন্দোলনের সময় সাবধান হও। এই সময় যেন একটী সামান্য মিথ্যা কথা, একটী সামান্য পাপ চিন্তা, একটী সামান্য অভদ্র ব্যবহার তোমাদিগের জীবন কলঙ্কিত না করে। যদি প্রাণ দিতে হয়, অকাতরে তাহা ঈশ্বরের জন্য তাঁহার সত্যের জন্য, তাঁহার ধর্ম্মের জন্য, দান কর। ভয় কি? তিনি অনন্ত জীবন দান করিবেন। যদি মনে কর এ উপদেশের এই সময় নহে; ব্রাহ্মসমাজে এখনও তেমন কোন ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হয় নাই যে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, ধর্ম্মের জন্য সমস্ত জীবন দান করিতে হইবে; তাহা হইলে তোমরা এখনও ভ্রমের মধ্যে রহিয়াছ। যে আন্দোলন চলিতেছে ইহা সামান্য ব্যাপার নহে, ইহার উপর আমাদের এবং সমস্ত ভারতবর্ষের পরিত্রাণ নির্ভর করিতেছে।

এই আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি ভূমি আন্দোলিত হইতেছে; এতকাল পর আবার ব্রাহ্মনামধারী কতকগুলি ছদ্মবেশী ভীরু কপট ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য, সরলতা, পবিত্রতা, এবং উদারতা দলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভ্রাতৃগণ! এ সময়ে তোমরা জাগ্রত হও, শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে পবিত্র প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা কর। সংগ্রাম করিয়া তোমরা অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কার, এবং অপবিত্রতা বিনাশ করিবে, এইজন্য স্বর্গ হইতে এই বাত্যা আসিয়াছে। ধ্যান কর, চিন্তা কর, সত্যের অগ্নি, ব্রহ্মের অগ্নি হৃদয়ে লইয়া দেশে দেশে গমন কর; পিতার আজ্ঞাধীন হইয়া সেই বিশ্ববিজয়ী সেনাপতির শরণাগত হইয়া, অসত্য কপটতা হইতে ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাও। যখন জননীকে বধ করিবার জন্য শত শত শত্রু একত্রিত হয়, তখন কি ছোট ছোট ছেলেরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে, না জননীকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে? ব্রাহ্মসমাজ-জননী এতদিন আমাদিগকে দুগ্ধ দিয়া রক্ষা করিলেন; আমরা কি তাঁহার বিপদ দেখিয়া কাঁদিব না? কে আমাদিগকে এতদিন সত্যের পথে, পবিত্রতার পথে লইয়া গিয়া, হৃদয় ভরিয়া সুখ শান্তি দিলেন? সেই ব্রাহ্মসমাজ মাতার নিকটে কি আমরা এ সকল বিষয়ের জন্য ঋণী নই? ব্রাহ্মগণ! কোন্ প্রাণে এখন তোমরা সেই ব্রাহ্মসমাজের মৃত্যু দেখিবে?

যদি চল্লিশ বৎসরের পর আবার ইহা ভ্রম, পৌত্তলিকতা, এবং অপবিত্রতার হস্তে পতিত হয়, তবে ভ্রাতৃগণ! তোমরা এতকাল কি করিলে? দেখ ব্রাহ্মসমাজ দুর্ব্বলতা, কপটতা, এবং অপবিত্রতার কলঙ্কে পরিপূর্ণ হইল, ব্রাহ্মসমাজের এই দুরবস্থা দেখিয়া কিরূপে

তোমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা করা যদি তোমাদের প্রাণ হয়, তবে যে সকল দোষ ব্রাহ্মসমাজকে কলুষিত করিল তাহা বিনাশ করিতে উদ্যত হও। কেবল ব্রাহ্ম-বিবাহের জন্য এই আন্দোলন হইতেছে, কখনও এই প্রকার মনে করিও না। এই আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজের জীবন নাশ করিতে উদ্যত। এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ, ঈশ্বরের সত্য, ধর্ম্মজীবন, পবিত্রতা—অন্য দিকে অসত্য, কল্পনা, অসাধুতা, এবং কপটতা। পাপিষ্ঠ স্বার্থপর মনুষ্যের হস্তে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্দ্দশা হইল। কিন্তু ঈশ্বরের হস্তে যে ব্রাহ্মসমাজ, সমস্ত পৃথিবী প্রতিকূল হইলেও তাহা কেহই বিনাশ করিতে পারে না। অতএব, ব্রাহ্মগণ, সাবধান! আপনার বুদ্ধিকে কখনও নেতা করিও না; কিন্তু সেনাপতির নিকট যাও, তাঁহার আদেশ শুন, সকলে মিলিয়া সেখানে যাও। সত্য যুদ্ধে জয় লাভ করিবার জন্য তিনি তোমাদিগকে উপযুক্ত অস্ত্র সকল দান করিবেন। যিনি যে প্রকারে পারুন এখন ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করুন। বুদ্ধি দ্বারা কখনই ব্রাহ্মসমাজ রক্ষিত হয় নাই এবং বুদ্ধি কখনই ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সত্য ইহার প্রাণ, এবং এক সত্যের অগ্নিই ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় দূষিত বায়ু সংশোধিত করিবে। যিনি আমাদের পরিত্রাতা তিনিই ব্রাহ্মসমাজের রক্ষাকর্ত্তা। যদি অসত্য, কপটতা, অপবিত্রতা, প্রতারণা, কুটিল বুদ্ধি জয় লাভ করে, তবে হে জগদীশ! কেন তুমি জগতে ব্রাহ্মসমাজ প্রেরণ করিলে?

ব্রাহ্মগণ! পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহার সত্যে বিশ্বাস কর, দেখিবে অচিরে সমুদয় অন্ধকার তিরোহিত হইবে, এবং সত্য নিশ্চয়ই উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইবে। তাঁহার শরণাগত হও, তিনি

স্বয়ং তোমাদিগকে উপযুক্ত উৎসাহ এবং বল বিধান করিবেন। তাঁহার সত্য-ব্রত সাধনে যদি নিমেষের জন্য আমাদের উৎসাহ নির্ব্বাণ হয়, আর তবে বাঁচিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা ঘরে বসিয়া কি করিতেছ ? এই সময় নিশ্চিন্ত হইবার সময় নহে। এক হৃদয় হইয়া গগন ফাটাইয়া, মেদিনী বিকম্পিত করিয়া, সত্যের পরাক্রম প্রকাশ কর। যখন একটী অসত্য দেখিবে তৎক্ষণাৎ খড়্গ হস্তে লইয়া তাহা ছেদন করিবে ; যখন কাহারও কপট ব্যবহার দেখিবে, কি একটী পাপানুষ্ঠান দেখিবে, তখনই তাহা প্রাণপণে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে। তোমরা সামান্য জীবন গ্রহণ কর নাই, আর নির্জীব হইয়া থাকিও না, জগৎকে ব্রাহ্মজীবনের গৌরব দেখাও। ঈশ্বরের কার্য্যের অনেক অংশ বাকি আছে। এখনও ব্রাহ্মসমাজ অসত্য কপটতায় কলঙ্কিত! ইহা আর স্বচক্ষে দেখিতে পারি না ; চল্লিশ বৎসর পরে আর পৌত্তলিকতার অপবাদ সহ্য হয় না। সত্যের গৌরব কোথায় ? ব্রাহ্মজগৎ কবে পৃথিবীকে সত্যের সৌন্দর্য্য দেখাইবে। যেখানে সত্য সেখানেই ব্রাহ্মজীবন। অসত্য কপটতা দেখিয়া যদি তোমরা হাসিতে পার, তবে হে কপট ব্রাহ্মগণ! ভারতবর্ষের পরিত্রাণ দূরে থাকুক, তোমরা আপনাদেরও সর্ব্বনাশ করিতেছ।

ঈশ্বরের রোপিত মুক্তিপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ বৃক্ষ যদি সমূলে উৎপাটিত হয়, সেই বৃক্ষের ফল যদি ভারতের কেহই ভোগ করিতে না পায়, তবে তোমাদের জীবনে প্রয়োজন কি ? অতএব পাপ অসত্য হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া আপনাদিগের জীবন সার্থক কর। ভ্রাতা ভগ্নীর ভ্রম কিম্বা দোষ দেখিয়া, সাবধান, ভ্রাতা ভগ্নীকে ঘৃণা করিও না ; কিন্তু অকুতোভয়ে সেই ভ্রম এবং দোষ সমূলে বিনাশ কর।

কোন ভ্রাতা যদি তোমাদিগকে নির্য্যাতন করেন, দৈত্যের ন্যায় প্রতিহিংসা এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া, তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইও না। তাঁহাকে ক্ষমা কর, তাঁহার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। অপরাধী ভ্রাতার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। ভ্রম তোমাদেরও আছে, তাঁহারও আছে, পাপ তাঁহারও আছে, আমাদেরও আছে, অতএব ভ্রমান্ধ বলিয়া, পাপী বলিয়া, কাহাকেও ঘৃণা করিও না। ধার্ম্মিক ব্যক্তির ছদ্মবেশ দ্বারা কখনই ঘৃণা কিম্বা হিংসা-গরল পোষণ করিও না। ভাই যদি একবার কোন প্রকার ক্রোধের কার্য্য করেন, সাবধান, অন্তরে অক্ষমার উদয় হইতে দিও না। ভাই ভগ্নীদের শরীর মন আত্মাকে ভাই ভগ্নীর শরীর মন আত্মা মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিবে; কিন্তু যদি একটী ভাই কিম্বা ভগ্নীর শরীরের কিম্বা মনের একটী পাপ দেখ তৎক্ষণাৎ খড়্গ লইয়া তাহা ছেদন করিবে। ভাই হউন আর ভগিনীই হউন, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কাহারও পাপে প্রশ্রয় দিতে পার না। ভাই ভগ্নীকে শ্রদ্ধা কর; কিন্তু তাঁহার পাপ কপটতা বিনাশ কর।

যদি অসত্য, অপবিত্রতা বিনাশ করিতে গিয়া, কেহ ভাইকে ঘৃণা কর; কিম্বা কোন ভ্রাতা কি ভগ্নীকে শ্রদ্ধা করিতে গিয়া, পাপের প্রশ্রয় প্রদান কর, তবে তোমরা ঈশ্বরের নাম ডুবাইলে। সত্য এবং পবিত্রতা মূলক ভ্রাতৃভাব বিস্তার করিবার জন্য ঈশ্বর এবং জগতের নিকট তোমরা প্রত্যেকেই দায়ী। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, নিন্দা, কঠোর ব্যবহার, যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না। আমার মধ্যে যখন পাপ দেখিবে আমাকে মারিবে, আমাকে নয় কিন্তু আমার পাপ বিনাশ করিবার জন্য। সেই প্রকার তোমাদের

মধ্যে যেমন পাপ দেখিব তোমাদিগকে ভর্ৎসনা করিব; যদি অসত্য পাপ দেখিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পার, তবে তোমরা কোন মতেই ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত নহ। যদি নির্ভয় চিত্তে পরস্পরের দোষ, ভ্রম এবং পাপ বিনাশ করিতে পার, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা শীঘ্রই সুসিদ্ধ হইবে। দেখ যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল বঙ্গদেশের গৌরব ছিল, তাহা এখন সমস্ত ভারতবর্ষের গৌরব হইল। এ সময় কিরূপে তোমরা নিরুৎসাহ হইয়া প্রাণ ধারণ করিবে? সত্যকে যিনি রক্ষা করেন ঈশ্বর তাঁহার, পরিত্রাণ তাঁহার; আর সত্যকে যিনি অবমাননা করেন, তিনি কখনই আত্মাকে ঈশ্বরের নিকট আসিতে পারেন না। সত্যই ব্রহ্ম। এই অস্থায়ী সংসারে, সত্যই একমাত্র সার নিত্য ধন। অতএব সত্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ কর, সত্যপ্রিয় হও। বিপদের সময় ঈশ্বর আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, এই বলিয়া যেন তোমাদিগকে নিরাশ্রয় হইতে না হয়। দয়াময় ঈশ্বর আসিয়া এ সময় অসত্য হইতে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করুন। সকল প্রকার দুর্গতি নাশ করিয়া দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।

মৃত দেবতার পূজা। *

রবিবার, ৩০শে আশ্বিন, ১৭৯৩ শক; ১৫ই অক্টোবর, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

যদি কোন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং সেই দিন তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি উল্লাসে উন্মত্ত হয়, যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে জানিয়াও তাহারা আনন্দ ধ্বনি করে, সেই দৃশ্য দেখিলে কাহার না দুঃখ হয়? কোথায় সেই বন্ধু বিয়োগে শোকাশ্রু বর্ষণ হইবে, না সেই

দুঃখজনক ব্যাপারের মধ্যে আনন্দের রোল উঠিতেছে! এইরূপ অস্বাভাবিক ঘটনার জঘন্যতা কল্পনাও ধারণ করিতে পারে না; কিন্তু ইহাই ভারতবর্ষে যথার্থ ঘটনা হইল। এখন হিন্দুদিগের উৎসব, সুখের অন্বেষণে ভারতভূমি—অন্ততঃ বঙ্গদেশ আনন্দে পুলকিত হইতেছে। এই ব্রহ্মমন্দির ছাড়িয়া যাও কত ধূমধাম দেখিবে। যাহারা মৃত অচেতন ছিল সে সকল ব্যক্তিরাও উঠিয়া হাসিতেছে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রকাশিত হইল! সম্বৎসরের পর স্ত্রী পুত্র সকলে মিলিয়া আনন্দোৎসব ভোগ করিবে। নববেশ পরিধান করিয়া নবভাবে উৎফুল্ল হইবে; কিন্তু এই আনন্দোৎসবের মূলে কি? কেবল মৃত্যু, কুসংস্কার পাপ-গরল পান করিয়া, ভারতমাতা মৃত। সেই মাতার মৃত্যু দেখিয়া আজ দেখ সন্তানেরা কেমন বিকৃতভাবে হাস্য করিতেছে। বল বঙ্গবাসী, তোমরা কি দেখিয়া এত উল্লসিত হইতেছ? অসত্য পাপ, মৃত বস্তুর উপাসনা দেখিয়া কেন তোমাদের এত আনন্দ? আমাদের প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরকে ভুলিয়া এবং প্রকৃত পরিত্রাণের সংবাদ অগ্রাহ্য করিয়া, দেখ ভারত ভূমি ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান অভক্তি এবং দুর্ব্বলতার হস্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর এই দেশকে বৎসর বৎসর কত সুখে বিভূষিত করেন। যে দেশে হিমালয় পর্ব্বত, গঙ্গানদী এবং যে দেশের ভূমি এত উর্ব্বরা, যেখানে সামান্য পরিশ্রম করিলে কৃষকেরা প্রচুর ফল শস্য উৎপন্ন করে, সে দেশের সুখ সৌভাগ্যের সীমা কি! এমন আহ্লাদের স্থান যে ভারতবর্ষ, ইহার মধ্যে কিরূপে অসত্য পাপ প্রবেশ করিল? ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর, ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে বলিবে, কেবল যে ঈশ্বরের নাম করিয়া ভারতে সৃষ্ট বস্তুর পূজা হইতেছে তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার

নাম করিয়া নানা প্রকার পাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভারতবাসীরা আজ কোথায় দুঃখী হইয়া মাতাকে উদ্ধার করিবেন, না মাতার মৃত্যু দেখিয়া তাঁহাদের মুখে আনন্দ। ব্রাহ্মগণ! তোমরা যদি ভারতের সুপুত্র হও, ভারতকে যদি ঈশ্বরের রাজ্য এবং শান্তিরাজ্য করিতে তোমাদের অভিলাষ থাকে, তবে যাঁহারা প্রাণবিহীন দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, একবার তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া বল, কেন ভাইগণ, ভগ্নিগণ, তোমরা মৃত বস্তুর কাছে বৃথা রোদন কর? এস যিনি যথার্থই দুঃখীর দুঃখ হরণ করেন, তাঁহার উপাসনা কর। তাঁহার শান্তিঘরের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। পিতার প্রাণ আছে, তিনি জীবন্ত ঈশ্বর, তাঁহার কাছে বল, তিনি মনের দুঃখ দূর করিবেন। ঐ দেখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, "কোথায় ঈশ্বর, কোথায় ঈশ্বর" বলিয়া সহস্র সহস্র ভাই ভগিনী দৌড়িতেছে। হে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মগণ! সকল দেশ জীবন্ত ঈশ্বরের অভাবে প্রাণবিহীন হইল। তোমরা কি তাঁহাদের কাছে এই শুভ সংবাদ দিবে না যে, দয়াময় ঈশ্বর প্রকাশিত হইয়াছেন? বিস্তৃত ঘন মেঘ কেমন ভারতের আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে! এ সময় সত্যসূর্য্য পাইয়া কখনও ঘরে বসিয়া থাকিও না। দেখ, শত শত ভাই আজ পর্য্যন্ত মনে করেন—পিতা জড় বস্তু। তাঁহাদের জন্য কি তোমরা দুঃখী হইবে না? তাঁহাদিগকে কি পিতার ধর্ম্মোদ্যানে বসাইতে চেষ্টা করিবে না? ভারতবর্ষে কত সৌন্দর্য্য কত জ্ঞান বুদ্ধি আছে, তথাপি কেন ইহার মধ্যে এত কুসংস্কার এত পাপ? উৎসাহপূর্ণ হইয়া এ সময় তোমরা প্রার্থনা কর, উপদেশ দাও এবং সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর। সাবধান হও, যে রোগে ভারতের মৃত্যু হইয়াছে, সে রোগ যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহা করিও

না। কপটতা, ভীরুতা দূর কর। সত্যের নিশান লইয়া ব্রাহ্মোচিত কার্য্য কর।

জগদীশ! তোমার দুঃখিনী বঙ্গবাসিনীদিগকে রক্ষা কর এবং বঙ্গবাসী দুঃখী পুত্রদিগকে উদ্ধার কর। সেই দিন কবে হইবে—যখন যে ঘরে যাইব, তোমার নাম কীর্ত্তন শুনিব; যে পথে চলিব নগরকীর্ত্তন দেখিব; যে নর নারীর কাছে যাইয়া বসিব, হৃদয় পবিত্র হইবে। জগদীশ! এখনও আমাদের জীবনে ভয়ানক কলঙ্ক রহিয়াছে, এখনও ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারি না; কিন্তু যখন পাপগুলি দংশন করে তখন তোমার নিকট ঔষধ খুজিতে শিখিয়াছি; কিন্তু পাঁচ হাজার লোক কি এখনও তোমাকে না জানিয়া অধর্ম্মের পথে প্রাণ হারাইবে? দীননাথ নাম কি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে না? না, জগদীশ, তাঁহাদিগকে এক বিন্দু সুধা পান করাও। চল যাই তাঁহাদের নিকট। যদি তাঁহারা জানিতেন যে তুমি দুঃখীকে সুখ শান্তি দিতে পার, বড় সুধা তোমার নামে, অনেক শান্তি তোমার সহবাসে, তবে দৌড়িয়া তাঁহারা তোমার কাছে আসিতেন, তুমিও তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া কত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে। পিতা, যাও একবার তাঁহাদের নিকট তোমরা দয়া প্রচার কর।

ব্রাহ্মসমাজের নিকৃষ্টতা কিসে? *

রবিবার, ৬ই কার্ত্তিক, ১৭৯৩ শক; ২২শে অক্টোবর, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বর যেমন তাবৎ সৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ, তাঁহার প্রেরিত ব্রাহ্মধর্ম্মও তেমনই সকল ধর্ম্মাপেক্ষা উচ্চ এবং

শ্রেষ্ঠ। স্রষ্টার সঙ্গে যেমন কোন সৃষ্ট বস্তুর উপমা হয় না, সেইরূপ ঈশ্বর প্রেরিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে আর কোন ধর্ম্মেরই তুলনা হয় না। মনুষ্য-নির্ম্মিত সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্ম পবিত্র ; কেন না ইনি এক মাত্র জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করেন। এবং যাহাতে পৃথিবীতে দেবলোক স্থাপিত হয়, এবং স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব পৃথিবীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহার উপায় বিধান করেন। ঈশ্বর এইজন্যই আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম দান করিয়াছেন। যাহা সৃষ্ট বস্তু কিম্বা সৃষ্ট মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করে, এবং যাহা কোন প্রকার পাপ অধর্ম্মের প্রতি প্রশ্রয় দান করে, ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে তাহা বিনাশ করিতে উপদেশ দেন। মৃত বস্তুর পূজা করিলে মৃতবৎ হইবে, মিথ্যার উপাসনা করিলে মিথ্যাবাদী হইবে। মৃত্যুর সাধ্য কি আত্মাতে প্রাণ দান করে এবং অসত্যের সাধ্য কি মনুষ্যকে সরলতা এবং সাধুতা প্রদান করে? প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর যিনি তাঁহার পূজা না করিলে প্রাণ পাওয়া যায় না। সেই প্রেমময় জীবন্ত পুরুষের সেবা না করিলে মুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই প্রাণস্বরূপ, জীবনস্বরূপ পরমেশ্বরকে কাছে আনিয়া দেন, এইজন্যই ইহার এত শ্রেষ্ঠত্ব এবং উচ্চতা। কিন্তু এক দিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন জগতের সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ, আর :এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ তেমনই সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবেই হইবে, কেন না মিথ্যা অপেক্ষা সত্য চিরকালই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এমন উচ্চ ধর্ম্ম পাইয়াও ব্রাহ্মেরা এখন পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের অপেক্ষা অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় অনেক

সদ্গুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তেমন সাধুতা নাই, তেমন কোমলতা নাই, যাহা থাকিলে আজ ব্রাহ্মসমাজ সমুদয় সমাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এখন পর্য্যন্তও সেই মলিন পঙ্কিল অবস্থা! পৃথিবীর অন্য অন্যদিকে যেমন দুর্ব্বলতা, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা এবং পাপের দুর্গন্ধ উঠিতেছে, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত এ সকল পাপ প্রশ্রয় পাইতেছে। ঈশ্বর স্বর্গ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিলেন; কিন্তু আমরা তাঁহার ধর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলাম না। যদিও আমাদের ধর্ম্ম ঈশ্বরের ধর্ম্ম, কিন্তু আমাদের সমাজ, কপট পাপীদিগের সমাজ। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজ নিকৃষ্ট। কারণ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন জ্ঞানের গভীরতা, হৃদয়ের কোমলতা, এবং ধর্ম্মব্রত সাধন করিবার জন্য সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে সরলভাবে নিশ্চয়ই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যদিও সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এক দিকে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চতা এবং গভীরতা, প্রশস্ততা এবং উদারতা স্মরণ করিয়া হৃদয় স্তব্ধ হয়, এবং ঈশ্বরকে বারবার ধন্যবাদ করি, অন্য দিকে তেমনই আমাদের নিজের অনুপযুক্ততা এবং কপটতা জঘন্যতা নীচতা দেখিয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের নিকট স্থিতি করেন; কিন্তু ব্রাহ্মগণ সকল সম্প্রদায়ের পদতলে! ইহা যথার্থ কি না, ধর্ম্ম-জগতের অতীত এবং বর্ত্তমান ইতিহাস দর্শন কর, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে।

প্রথম বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দান। তোমাদের মধ্যে কয়টী ব্রাহ্ম

বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দান করিতে প্রস্তুত? খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত পাঠ কর, তাঁহাদের মধ্যে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিবে। তাঁহারা যে কেবল স্ব স্ব প্রত্যয়ের জন্য প্রাণ দান করিয়াছেন তাহা নহে; কিন্তু ধর্ম্মের জন্য, বিশ্বাসের জন্য অকুতোভয়ে, শান্তচিত্তে, এবং আহ্লাদের সহিত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। খৃষ্টজগতে এই প্রকার কত আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে আত্মা ধর্ম্মবলে পরিপূর্ণ হয়। ব্রাহ্মগণ! তোমরা কি জগৎকে বিশ্বাসের দুর্জ্জয় প্রতাপ প্রদর্শন করিবে না? ব্রাহ্মজগতের পরাক্রম দেখিয়া অবিশ্বাসী পৃথিবী কি কখনই লজ্জিত হইবে না?

দ্বিতীয় হৃদয়ের কোমলতা। তোমরা যতই কেন ভক্তির আড়ম্বর কর না; এই বিষয়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে এখনও তোমরা বহু দূরে রহিয়াছ। তাঁহাদের যে অগাধ ভক্তি তাহার সঙ্গে তোমাদের ভক্তির তুলনাই হইতে পারে না। কোন্ গভীর কূপ হইতে তাঁহারা প্রেম জল তুলিতেছেন, কেমন ভক্তিভাবে তাঁহারা প্রেমাশ্রুপাত করিতেছেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় চমৎকৃত হয়। দাম্ভিক হইয়া বলিও না, তাঁহাদের ভক্তি কপট; কিন্তু তাঁহাদের পদতলে বসিয়া ভক্তি কি তাহা শিক্ষা কর।

তৃতীয় ধ্যান। একবার আমাদের প্রাচীন মহর্ষিগণের বিষয় স্মরণ কর। তোমাদের মধ্যে কয় জন তাঁহাদের ন্যায় সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, অতীন্দ্রিয়, জ্ঞানের অগম্য, পরম পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে? তাঁহাদের ন্যায় তোমাদের মধ্যে কয় জন ঈশ্বরকে উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে শিখিয়াছ? তাঁহাদের সঙ্গে কি ধ্যান বিষয়ে তোমাদের উপমা হয়? পরব্রহ্মকে তাঁহারা "করতলন্যস্ত-আমলকবৎ" প্রত্যক্ষ

করিতেন। যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ এবং আত্মার অন্তরাত্মা, তাঁহার মধ্যে তাঁহারা অধিবাস করিতেন। তোমরা কয় ঘণ্টা আত্মার গভীর স্থানে সেই আত্মার পরমাত্মাকে লইয়া বসিতে পার, এবং অনিমেষ নয়নে তাঁহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পার ? ঈশ্বরের সেই আধ্যাত্মিক রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কতক্ষণ তোমরা তাঁহার সহবাসের নির্ম্মল সুখ আস্বাদ করিতে পার ?

চতুর্থ প্রার্থনা। যতই কেন তোমরা প্রার্থনার অহঙ্কার কর না, কোয়েকার সম্প্রদায়ের সাধকের মত কি তোমরা প্রার্থনা করিতে পার ? প্রার্থনার সময় কতবার মুখে যাহা আসে তাহাই বল। সেই সম্প্রদায়ের লোকের মত কি তোমরা প্রার্থনা করিবার জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে পার ? কত কত ব্রাহ্মের হৃদয় কপটতা, অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাঁহাদের মুখ ব্রাহ্ম হইয়া কত কাল আর উচ্চ প্রার্থনার শব্দ উচ্চারণ করিবে ? এই অপরাধে যে কত ব্রাহ্মের অন্তরে শুষ্কতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা মনে করিলে হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়। দেখ, ঐ সাগর পারে, পশ্চিম প্রদেশে কোয়েকার সম্প্রদায় এ বিষয়ে তোমাদের হইতে কত শ্রেষ্ঠ! উপাসনার দিন তাঁহাদের মধ্যে একজন বসিয়া আছেন, সকলেই তিনি কি বলিবেন ভক্তিভাবে শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন ; কিন্তু যতক্ষণ না তিনি ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিতে পারেন, এবং তাঁহার স্বর্গীয় ভাব লাভ করেন ; যতক্ষণ না তাঁহার গম্ভীর সত্তা উপলব্ধি করিয়া সমস্ত শরীর মন উৎসাহ উদ্যম, এবং স্বর্গীয় ভাবের জ্বলন্ত অগ্নিতে উত্তেজিত হয়, ততক্ষণ তিনি একটী শব্দও উচ্চারণ করিতে পারেন না। এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়া

রহিলেন; কিন্তু প্রার্থনার ভাব না হইলে তিনি একটী কথাও বলিবেন না।

পঞ্চম ধর্ম্মানুষ্ঠান। তোমরা কার্য্যের আড়ম্বর করিতেছ কর, এই বিষয়ে তোমরা পূর্ব্বকালের মহর্ষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা সত্য, তোমরা পরিবারের মঙ্গল এবং স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতেছ সত্য; কিন্তু এ সকল বিষয়ে কি রোমানক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তোমাদের তুলনা হইতে পারে? দেখ এই সম্প্রদায়ের স্ত্রী পুরুষদিগের কেমন আশ্চর্য্য দয়া! যে সকল স্থান পাপের আলয়, এবং নানা প্রকার ভয়ানক জঘন্য রোগে পরিপূর্ণ, যাহা স্মরণ করিলে অন্তরে ঘৃণা এবং ভয়ের সঞ্চার হয়, দেখ সেই সকল দুর্গন্ধময় স্থানে এই সম্প্রদায়ের কত শত ভগ্নী স্বর্গীয় দয়ায় পরিপূর্ণ হইয়া, স্বহস্তে সেই মহারোগীদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন। এ সকল দয়ার আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া কি তোমরা লজ্জিত হইবে না? বিনীত হও, সেই স্বর্গীয় ভগ্নীদিগের পদতলে পড়িয়া দয়া শিক্ষা কর। আমাদের মধ্যে তেমন ব্রাহ্মিকা ভগ্নী কোথায়, যাহার সঙ্গে সেই দয়ার তুলনা হইতে পারে?

এই প্রকারে ব্রাহ্মসমাজকে সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখ, দেখিবে ব্রাহ্মগণ এখনও সকলের পদতলে অবস্থিত। কবে তোমরা এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের তুল্য হইবে? আর কবে জগৎকে বিশ্বাস, ভক্তি, ধ্যান, প্রার্থনা এবং সাধু জীবনের স্বর্গীয় আদর্শ দেখাইবে? ঐ শুন, পৌত্তলিকতার জয়ধ্বনিতে সমস্ত নগর, সমস্ত বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইল। পৌত্তলিকতার বাদ্যধ্বনির মধ্যে বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম ডুবিল। এ সময়ে তোমরা কি করিতেছ? ত্যাগস্বীকার করিবার ভয়ে, বন্ধুতা কিম্বা প্রতিপত্তি বিনাশের আশঙ্কায়, ব্রাহ্মগণ! সাবধান,

এই সময়ে সত্যব্রত লঙ্ঘন করিও না। তোমরা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় অপেক্ষা নিকৃষ্ট ইহা সত্য; কিন্তু স্মরণ কর, কোন্ ধর্ম্ম তোমরা লাভ করিয়াছ। সেই ধর্ম্মের গৌরব স্বীকার কর; সেই ধর্ম্মের সত্যের সমাদর কর। বহুদূর যাইতে হইবে, এখনও জীবনের কার্য্য শেষ হয় নাই, এইজন্য আরও বিনয়ী হও। সাবধান, ব্রাহ্মকে যেন কেহ অহঙ্কারী না বলেন। অহঙ্কার করিবার তোমাদের কি আছে? এত বড় ধর্ম্ম পাইয়া তোমরা এখনও সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট রহিলে, ইহা অপেক্ষা তোমাদের লজ্জার বিষয় আর কি আছে? যে ধর্ম্ম একদিন উদার ভাবে পৃথিবীর সমুদয় ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে এক করিবে, তোমাদের দোষে সেই ধর্ম্মের অগ্নি এখনও প্রচ্ছন্ন রহিল। অতএব বিনম্র হও, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পদধূলি হইয়া, যাহার যে সাধুভাব আছে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গ্রহণ কর। সাবধান, গর্ব্বিত মনে কোন সম্প্রদায়ের নিকট গমন করিও না। বিনয়ের সহিত প্রত্যেকের সাধুগুণ গ্রহণ কর। যখন এইরূপে সকল সম্প্রদায় হইতে সদ্‌গুণ সকল লাভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিতে পারিবে, তখনই বলিবে, ধন্য আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ধন্য আমাদের ব্রাহ্মজগৎ!

কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে যখন বিনীতভাবে সাধুভাব সকল গ্রহণ করিবে, সাবধান, কপটদিগের ন্যায় নীচ ব্যবহার করিও না। যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহাকেও সত্যবাদী কিম্বা জিতেন্দ্রিয় দেখিবে, প্রণত মস্তকে সে সকল গুণ অনুকরণ করিবে। যে কোন সম্প্রদায়ের নিকট উপাসনার কোন শ্রেষ্ঠ অঙ্গ শিক্ষা করিবে, কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিবে। কিন্তু এইজন্য আত্মাপহারী চোরের ন্যায় আপনাকে গোপন করিয়া, কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে পার না।

আমরা ঈশ্বরের আকাশে বাস করি, ঈশ্বরের দ্রব্য সকল উপভোগ করি, যে কোন সত্য, যে কোন সাধুভাব লাভ করি, তাহা ঈশ্বরের বলিয়া সমাদর করি; সত্যের উপরে কোন ব্যক্তি কিম্বা কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার নাই। ঈশ্বরের সত্য, তাঁহার চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তিনি সকলের জন্য প্রেরণ করিতেছেন। অতএব তাঁহার সত্যের জন্য আমরা কোন ব্যক্তি কিম্বা কোন সম্প্রদায়ের অধীন হইতে পারি না। আমরা হিন্দু নই, আমরা খৃষ্টান নই, আমরা বৈষ্ণব নই, আমরা প্রাচীন সাধকদিগের ন্যায় মুনি ঋষি নই; কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে আমরা বিনীত ভাবে ঈশ্বরের সত্য সকল গ্রহণ করিব। ঈশ্বর আমাদের গুরু। কোম ব্যক্তি কিম্বা কোন সম্প্রদায় আমাদের গুরু হইতে পারে না। যাঁহার সঙ্গে অনন্তকালের সম্বন্ধ, তাঁহারই নিকট আমরা চিরকাল সাধুতা এবং সত্যের জন্য ঋণী থাকিব। ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য এই যে তিনি কেবল একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন। যে ব্যক্তি কিম্বা যে সম্প্রদায়ের নিকট তিনি লইয়া যাইবেন, অনুগত শিষ্যের ন্যায় বিনীত ভাবে ব্রাহ্ম সেই স্থানে যাইবেন। ঈশ্বরের চরণতলে আমরা পড়িয়া থাকিব; তিনি যেখানে যাইবেন, আমরাও সেখানে যাইব। অন্তর-রাজ্যে তাঁহার বাসস্থানে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার নিকট সত্য সকল লাভ করিব। যতই তাঁহার শরণাপন্ন হইব ততই তাঁহাকে হৃদয়ের নিকটে দেখিব, এবং অবশেষে ভক্ত সন্তানের নিকট তিনি আপনাকে দান করিয়া আনন্দ দিবেন। অতএব সকল সম্প্রদায়ের নিকট প্রণত হও; কিন্তু কাহারও অনুগত হইও না। ঈশ্বরই কেবল তোমাদের নেতা, তাঁহার চরণ ভিন্ন তোমরা আর কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে

পার না। এ দেশে যখন ব্রাহ্ম সম্প্রদায় আসিয়াছে, ঈশ্বর প্রসাদে সকল সম্প্রদায় ব্রাহ্ম জগতের অঙ্গ হইবে। সমুদয় সম্প্রদায়ের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিশ্বাস, ভক্তি, পুণ্য আলোক এবং সভ্যতা সম্মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিবে। প্রচারকগণ! সেই দিনের প্রতীক্ষা কর। নির্ভয় হইয়া ব্রহ্মনাম গান কর। ব্রহ্মনামের হুঙ্কারে পর্ব্বত সমান্ বিঘ্নরাশি দূর হইবে; এই নামের তুল্য জগতে আর কিছুই নাই। হায়! এই নামে কত বড় জগৎ এখনও বুঝিল না। এই নাম পাইয়া আর তোমরা ঘরে বসিয়া থাকিও না। সেই জয়-পতাকা হস্তে গ্রহণ কর—যাহাতে স্বর্ণাক্ষরে "একমেবাদ্বিতীয়ং" লিখিত রহিয়াছে। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, হৃদয়ে হৃদয়ে, এই সত্য প্রচার কর; কিন্তু যেমন বীরের ন্যায় প্রফুল্ল হৃদয়ে এই নাম কীর্ত্তন করিবে, তেমনই বিনয়ী হইয়া প্রত্যেক ভাই ভগিনীর অপরাধ ক্ষমা করিবে। যদি জগৎ তোমাদিগকে নির্যাতন করে, ভ্রাতারা যদি তোমাদিগকে ঘৃণা করিয়া পদাঘাত করে, সাবধান, নিমেষের জন্য তাহাদের প্রতি অসাধু গর্ব্বিত ব্যবহার করিবে না। যাঁহার নাম প্রচার করিবে তাঁহার কৃপায় সেই পদাঘাত, সেই ঘৃণা তোমাদের মঙ্গলের কারণ হইবে। মনুষ্যের নিকট বড় হইতে চেষ্টা করিও না। আপনার যশ, আপনার সম্মান অন্বেষণ করিও না; কিন্তু অকুতোভয়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের যশ ঘোষণা কর, এবং ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ কর। সাবধান! ঈশ্বরের গৌরব কখনই আপনি গ্রহণ করিও না। যদি এইরূপে জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর, ঈশ্বরের কৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমাদের জীবনে বিশুদ্ধতম জ্যোতি প্রকাশ করিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্বলন্ত অগ্নি।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৭৯৩ শক ;
৩০শে এপ্রেল, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়। ইহাতে সংসারের শীতল বারি প্রবেশ করিতে পারে না। যে আত্মা একবার ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নিতে সংলগ্ন হইয়া জ্বলন্ত হইয়াছে, তাহাতে যদি মহাসাগরের জল অজস্র বর্ষিত হয়, তথাপি সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারে না। যে অগ্নি ঈশ্বর স্বয়ং প্রজ্বলিত করেন, যে অগ্নি তিনি স্বয়ং স্বর্গ হইতে আনিয়া দেন, কাহার সাধ্য ঈশ্বর-হস্ত-প্রদীপ্ত সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করে? চারিদিকে অজ্ঞানের অন্ধকার, কুসংস্কারের অন্ধকার, ব্যভিচারের অন্ধকার, অবিশ্বাসের অন্ধকার, আলস্যের অন্ধকার, এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গে এ সকলই এক কালে তিরোহিত হইবে। সেই অগ্নি যদি আমাদের মধ্যে থাকে তবে আমাদের ভয় নাই। চারিদিকে পাপের আধিপত্য, শুষ্কতার আধিপত্য, এ সকলই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। যেখানে ব্রহ্মের অগ্নি প্রদীপ্ত, যেখানে মুখেতে অগ্নি, জীবনেতে অগ্নি, আত্মার অভ্যন্তরে সেই স্বর্গের অগ্নি, সেখানেই স্বর্গ। ব্রাহ্মগণ! এই অগ্নিতে তোমাদের জীবন জ্বলন্ত রাখ। ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নিরুৎসাহ আলস্য পরিত্যাগ কর। কিছুদিনের উৎসাহের পর যদি সংসারাসক্ত হইলে, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগত দাস বলিয়া পরিচয় দিতে পার না। যেখানে চিরকাল ব্রহ্মের অগ্নি প্রজ্বলিত, যেখানে নিত্য উৎসাহ, সেখানেই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে কোন দেশের লোক, ধর্ম্মের জন্য সত্যের অগ্নি ধারণ করিয়া সহস্র বিপদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হন, তিনিই ব্রাহ্ম।

যে এই অগ্নিকে সংসারের শীতল জলে নির্ব্বাণ হইতে দেয়, যে পৃথিবীর সামান্য ভূমিতে আপনাকে স্থাপন করে, যে কিছুদিনের পর সংসারী হইয়া যায়, বিষয়ী হইয়া যায়, সে সেই পরিমাণে মৃত্যুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। যাঁহার জীবনের অগ্নি যে পরিমাণে নিয়ত প্রদীপ্ত থাকে তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম। কিয়ৎকাল পরে কেন ব্রাহ্মদিগের উৎসাহ নির্ব্বাণ হইয়া যায়? এই জন্য যে ব্রাহ্মেরা সকলে জানেন না যে, ঈশ্বর তাঁহাদের নেতা এবং তিনি সর্ব্বদা তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন, এবং এখনও আদেশ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। পূর্ব্বকালে সাধকদিগের নিকট যেমন সাক্ষাৎ আদেশ প্রচার করিতেন, এখনও ব্রাহ্মদিগের নিকট প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার আজ্ঞা প্রচার করিবার জন্য তিনি নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। যাঁহারা ইহাতে অবিশ্বাস করেন তাঁহাদের উদ্যম উৎসাহ অচিরে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, কিন্তু যিনি ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে পান, এবং প্রতিদিন সেই আদেশ পালন করিবার জন্য প্রস্তুত, সেই ব্যক্তি এক কার্য্য শেষ না করিতে করিতে অন্য কার্য্য পান। তাঁহার অন্তরে যেমন অগ্নি বাহিরেও তেমন উৎসাহ। প্রতিদিন তাঁহাকে নূতন নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হয়। একজনের হিতসাধন করিলেন আর একজন আসিয়া তাঁহাকে ডাকিল।

ব্রাহ্মেরা অনেক সময় ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া ক্ষান্ত হন, মনে করেন উপাসনাই জীবনের সার লক্ষ্য, সংসার ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। বাস্তবিক ধর্ম্মে ও সংসারে বিরোধ নাই। সংসারী ব্যক্তিরা বিষয়ের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না, এই জন্য সংসারকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করে; কিন্তু যদি ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্ম ও সংসার মধ্যে

দণ্ডায়মান হন, তবে ধর্ম্মে ও সংসারে কোন প্রভেদ থাকে না। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। উপাসনার সময় যেমন ব্রাহ্মের ভক্তি এবং উৎসাহ, সংসার কার্য্য নির্ব্বাহেও তেমনই তাঁহার ভক্তি ও উৎসাহ। ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্বলন্ত অনল লইয়া তিনি যেখানে যান সেখানেই স্বর্গ। যেমন দেবমন্দিরে ঈশ্বরের পূজার জন্য তাঁহার অগ্নিময় উৎসাহ এবং ভক্তি, যেমন ব্রহ্মমন্দিরে আসিবার জন্য তাঁহার উৎসাহ এবং অনুরাগ, তেমনই কার্য্যালয়ে তাঁহার উদ্যম এবং শ্রদ্ধা। তিনি যে কোন কার্য্য করেন, তাহা ঈশ্বরের কার্য্য; নিজের জন্য তিনি কিছুই করিতে পারেন না। ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করাই তাঁহার লক্ষ্য। তাঁহার আদেশ শুনিয়াই তিনি সংসারক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তাঁহার নিকট ঈশ্বরের আজ্ঞা এবং সংসারের কার্য্যে কোন প্রভেদ নাই।

ব্রাহ্মগণ! যদি সংসারের কার্য্য কেবল সংসারের কার্য্য বলিয়া কর, তবে সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান পরিত্যাগ কর, তবে আর ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিবার প্রয়োজন নাই। যিনি ব্রাহ্ম, তিনি যদি নিকৃষ্ট সামান্য কার্য্যও করেন, তাহাও স্বর্গীয়। তাঁহার উন্নত ভাবে অসার জড় সংসারও সার হইয়া যায়। তাঁহার অন্তরের ব্রহ্মাগ্নিতে নিকৃষ্ট ভাব সকল ভস্মীভূত হইয়া সংসারের কার্য্যকে উজ্জ্বল করে। হৃদয়ের স্বর্গীয় ভাব জাগিয়া উঠে। ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন কিছুই করিও না। তাঁহার কথা শুনিয়া প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাও, তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া প্রতিদিন কার্য্যালয়ে যাও, দেখিবে প্রচুর শান্তি পবিত্রতা তোমাদের হৃদয়কে প্লাবিত করিবে। ব্রহ্মপূজা করিবার জন্য তোমরা ব্রহ্মমন্দিরে আসিতেছ, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু যখন তোমরা

সংসারে যাও, তখন কি তোমরা মনে কর না, ব্রহ্মপূজা শেষ হইল? সংসারের সহিত ব্রহ্মপূজার কোন সম্পর্ক নাই? তখন কি তোমরা সংসারের জন্যই সংসার কার্য্যে প্রবৃত্ত হও না? যখন জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে যাও, তখন কি কেবল জ্ঞানের জন্য জ্ঞানোপার্জ্জন করা তোমাদের লক্ষ্য নহে? কিন্তু এ সকল ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ। যিনি ব্রহ্মের অনুগত দাস, তিনি কি বিদ্যালয়ে, কি কার্য্যালয়ে, তাঁহার আদেশ ভিন্ন কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। সকল সময়, এবং সমুদয় কার্য্যে ব্রহ্মই তাঁহার এক মাত্র প্রভু। যে কোন কার্য্য করিব ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া করিব, তাঁহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যদি সহস্র লোক তাঁহাকে বিরক্ত করে, তথাপি ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত তিনি একটী ক্ষুদ্র কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, কিন্তু যখন ঈশ্বর স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে বলিবেন, তখন বজ্রদেহীর ন্যায় ভয়ানক প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও কায়মনোবাক্যে তাহা সম্পন্ন করিবেন।

ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত অত্যন্ত প্রিয়তম বন্ধুর অনুরোধও পালন করিব না। যদি পৌত্তলিক হইতাম, যদি কোন মৃত বাকৃশক্তিহীন দেবতার উপাসক হইতাম, তাহা হইলে—সেই দেবতা নির্জ্জীব, কথা কহিতে পারেন না—ইহা জানিয়া তখন গুরু অন্বেষণ করিয়া কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের উপদেশ লইতাম। কিন্তু যখন জানি ঈশ্বর মৃত নহেন, এবং তিনি কথা বলিতে পারেন, এবং তাঁহার অগ্নি আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেমন করিয়া পরের আদেশ শুনিয়া তাঁহার অপমান করিব। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ স্রোত যদি অবরুদ্ধ হইয়া যাইত, যদি পূর্ব্বকালের সাধকদিগের নিকট ঈশ্বর তাঁহার আদেশ

প্রচার করিয়া অন্তরিত হইতেন, এবং তাঁহার সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান কোন সম্পর্ক না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে কল্পনার দাস এবং পরের আজ্ঞাবহ হইতে হইত। কিন্তু প্রত্যাদেশের পরিসমাপ্তি হয় নাই। এখনও ঈশ্বর আমাদের নিকট বাস করিতেছেন, এখনও আমাদের নিকট তাঁহার অনেক কথা বলিবার আছে. অনন্তকাল বলিলেও তাহার শেষ হইবে না। তাঁহার আদেশ প্রচার করিবার জন্য অবিশ্রান্ত তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন আমরা কর্ণপাত করিলেই তাহা শ্রবণ করিতে পারি। যখন তিনি কথা বলিবার জন্য আমাদের এত নিকটে আসিয়াছেন, তখন তাঁহার আজ্ঞা ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না। সেই দেব-আজ্ঞা অন্তরে শুনিলাম, কেবল শুনিলাম তাহা নহে; কিন্তু সেই আজ্ঞা হৃদয়ে উৎসাহ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিল, তখন কিরূপে নিশ্চেষ্ট থাকিব; কিরূপে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিব? এইটী ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ।

অন্য অন্য ধর্ম্মে কার্য্যের সময় উপাস্য দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। সংসারের জন্য সংসার। কিন্তু পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সংসারকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্র করিয়া ইহার কলঙ্ক দূর করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং সংসার ও ধর্ম্মের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উভয়কে তাঁহার চরণে একত্র করিয়াছেন। তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে সংসার স্বর্গের সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। এই জন্য উপাসনার সময় যেমন ভক্তি, যেমন বল, তেমনই কার্য্যালয়ে। উপাসনা যেমন পুরাতন হয় না, তেমনই তাঁহার কার্য্যও পুরাতন হয় না। উপাসনাতে যেমন প্রতিদিন নূতন নূতন আনন্দ উপভোগ করেন, তেমনই প্রতিদিন ঈশ্বরের নব নব প্রিয়তর কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া, তিনি তাঁহার নব নব প্রসাদ প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার

নিকট নূতন ভাবে দিন দিন তাঁহার আদেশ প্রকাশ করেন। সেই দয়াময় ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, আমাদের ভয় নাই। সমস্ত দিন রাত্রি যদি তাঁহার আদেশ সাধন করি, তথাপি কার্য্যস্রোত পুরাতন হইবে না। যদি তাঁহার আজ্ঞা লইয়া সংসার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তবে সংসার নূতন হইবে, সমস্ত জগৎ প্রিয় হইবে। যেখানে তিনি বর্ত্তমান সেখানে ভয় কি, সেখানে বিপদের আশঙ্কা কোথায়? যে সংসারের তিনি প্রভু, যাহাতে তাঁহার আদেশ সম্পন্ন হয়, যে সংসার তাঁহার পূজায় নিযুক্ত, সেই সংসার কিরূপে পুরাতন হইবে? যেখানে এ সকল লক্ষণ নাই সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই। যদি আমাদের মধ্যে এ সকল লক্ষণ না থাকে, তবে আমরা কিরূপে ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হইতে পারি?

ব্রাহ্মগণ! এস আমরা সাবধান হই। যেমন পাপকে পরিত্যাগ করিবে, যেমন অবিশ্বাস হইতে দূরে থাকিবে, তেমনি আলস্য নিরুৎসাহ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যখন দেখিবে কার্য্যস্রোত শুষ্ক হইতেছে, তখন যদি হৃৎকম্প না হয়, নিশ্চয় জানিও ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমাদের হৃদয়ে নিস্তেজ হইতেছে, তোমাদের ভয়ানক বিপদ নিকটবর্ত্তী। যখন দেখিবে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয় না, তাঁহার সন্তানদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ হয় না, তাঁহার আদেশ শুনিবার জন্য অনুরাগ নাই, তখন যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হয়, তখন বুঝিবে যে এখনও আত্মা সম্পূর্ণরূপে অচেতন হয় নাই। ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন না করিয়া কখনও তাঁহার নিকট শান্তি লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহার ন্যায়পূর্ণ রাজ্যে অবিচার হইতে পারে না। আলস্য নিরুৎসাহের উচিত দণ্ড ভোগ করিতেই হইবে।

ঈশ্বরের এক রাজ্য। স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব সকলেই তাঁহার প্রদত্ত। যেমন উপাসক মণ্ডলীর সঙ্গে একত্র হইয়া তাঁহার আরাধনা করিবে, তেমনই পরিবার মধ্যে তাঁহার চরণ সেবা করিবে। নতুবা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকদিগের সঙ্গে তাঁহার পূজা করিলে, কিন্তু গৃহে প্রত্যাগমন না করিতে করিতে তাঁহাকে ভুলিয়া গেলে ও সংসারের দাস হইলে; ইহাতে ব্রাহ্মজীবন স্থির থাকিতে পারে না। যদি চিরকাল ব্রহ্মরাজ্যে বাস করিতে চাও, তবে দিবা নিশি তোমাদের অন্তরে সেই স্বর্গীয় অগ্নিকে প্রবিষ্ট হইতে দাও। সেই অগ্নি লইয়া প্রত্যেক কার্য্য সম্পন্ন কর। কেবল ইহলোকে সেই অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিবে তাহা নহে, এই অগ্নি পরলোকে, অনন্তকাল তোমাদের আত্মাকে জ্বলন্ত রাখিবে। এই অগ্নির বলে তোমাদের সকল প্রকার মলিনতা দূর হইবে, আত্মা নির্ম্মল হইয়া ঈশ্বরকে নিকটতর দেখিবে।

অগ্নির কথা বারবার হইতেছে কেন? চারিদিকে শীতলতা নিরুৎসাহ, চারিদিকে নিরুদ্যম মৃতভাব। সেই পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম, যে পরিমাণে তাঁহার অন্তরে জীবন্ত ঈশ্বরের অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। বলিও না ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে করিতে মন শুষ্ক হইয়া গেল, আর কার্য্য করিতে পারি না, সংসার পুরাতন হইল, শরীর অসাড় হইল, তাঁহার কার্য্য সাধনে আর সুখ নাই। যাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত, তাঁহার মন শুষ্ক হইতে পারে না, তাঁহার নিকট ঈশ্বরের কার্য্য সর্ব্বদাই সরস, সর্ব্বদাই নূতন।

সে সংসার সংসার নয় যাহাতে সেই অগ্নি নাই। যে সংসার ঈশ্বর প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা পুনর্জ্জীবিত, তাহা প্রতিদিন নব নব ভাবে ঈশ্বরের চরণ সেবায় ব্যস্ত, তাহা চিরকাল তাঁহার অগ্নিতে

প্রদীপ্ত। ব্রহ্মের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া তাহা পবিত্র হয়, প্রতিদিন ব্রহ্মাগ্নিতে ইহা নির্ম্মলতর উজ্জ্বলতর হইয়া হৃদয়ে আনন্দ বর্ষণ করে! যদি এই প্রকারে তোমরা সংসার ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিতে পার তাহা হইলে কিছুতেই তোমাদের ভয় নাই, কিছুতেই তোমাদের বিপদ নাই। উপাসনাতে যেমন বৎসরের পর বৎসর উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে, অন্তরে যেমন প্রতিদিন ব্রহ্মাগ্নি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, বাহিরেও তেমনই কার্য্যস্রোতে ইহার প্রকাশ হইবে। যে হৃদয় ব্রহ্মাগ্নিতে প্রদীপ্ত, তাঁহার জীবনের সমস্ত বিভাগ পবিত্র হয়। যদি আপন আপন জীবনে এ সকল লক্ষণ দেখিতে পাও তাহা হইলে জানিবে তোমরা ব্রাহ্ম। যে অগ্নি এই ব্রহ্মমন্দিরে প্রজ্বলিত হইতেছে, পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহা তোমাদের হৃদয়ে কতদূর প্রবেশ করিয়াছে। সামান্য সামগ্রী যদি অনন্ত কালের অমৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাক, তবে নিশ্চয় কিছুদিন পরে তাহা বিনষ্ট হইবে। যতদিন জীবন ততদিন ব্রহ্ম-অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে।

যখন প্রদীপে তৈল থাকিবে না, তখন কার্য্য করিবার সময়ও থাকিবে না।

লোভ।

সায়ংকাল, রবিবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৭৯৩ শক;
৩০শে এপ্রেল, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্য সুখ লাভের জন্য সর্ব্বদা সংসার পথে বিচরণ করে। যেখানে সুখ লাভের উপায় সেখানেই মনুষ্যকে দেখা যায়। মনুষ্যের মন

আকর্ষণ করিবার জন্য সংসারে নানা প্রকার লোভের বস্তু রহিয়াছে। যে উপায়ে সেই সকল লাভ করা যায়, মনুষ্য সমুদয় জীবনের সহিত তাহা অবলম্বন করিতেছে। সংসারে যে সকল বস্তু মন আকর্ষণ করে, মনুষ্য তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সেই সকল লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, যতক্ষণ না সেই সকল লাভ করে, ততক্ষণ তাহার সুখ নাই, শান্তি নাই। যে ব্যক্তির হৃদয় লোভের লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, সে ব্যক্তি জানে লোভের বস্তু না পাইলে কত কষ্ট। এই প্রকারে মনুষ্য-মনের সঙ্গে সাংসারিক পদার্থের গূঢ় যোগ রহিয়াছে। যখন একটী লোভের বস্তু চলিয়া যায়, মনুষ্যের মন আর একটী আকর্ষণে মুগ্ধ হয়। সে যদিও একটী সুখ-লালসা, কি একটী কামনার বস্তু পরিত্যাগ করিতে পারে, অমনই আর একটী মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার হৃদয় মন হরণ করে। এই প্রকারে ধনের লোভী হইয়া, যশের লোভী হইয়া, মান সম্ভ্রমের লোভী হইয়া, মনুষ্য সকল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। লোভের জালে একবার বদ্ধ হইলে আর নিষ্কৃতি নাই। যেমন মনুষ্য একবার ধন লোভে পড়িলে আর তাহা সহজে দূর করিতে পারে না—কেন না যতই সে ধন লাভ করে, ততই ধনের লালসা বৃদ্ধি হয় এবং অধিকতর ব্যগ্রতার সহিত তাহা পাইতে চেষ্টা করে, এবং সেই বাঞ্ছিত ধন লাভ করিলেও নিস্তার নাই; তাহা হইতেও অধিক লাভ করিতে ইচ্ছা করে—সেইরূপ লোভের প্রত্যেক বস্তু একবার মনুষ্যের হৃদয় অধিকার করিলে, আর সহজে ইহা পরিত্যাগ করে না। যেমন ধনের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ—ধন লাভ করিতে না পারিলে কিছুতেই সুখ শান্তি নাই, ক্রমে ধনের অভাবে আমাদের দুঃখ যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়—তেমনই

লোভের অন্য অন্য সামগ্রী যতক্ষণ লাভ করিতে না পারি, ততক্ষণ দুঃখ কষ্টের শেষ থাকে না।

এই প্রকার নানাবিধ উপায়ে লোভ মনুষ্যদিগকে বশীভূত রাখিয়াছে। লোভের সর্ব্বব্যাপী শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া মনুষ্যসকল দুঃখ সহ্য করিতেছে; কিন্তু তথাপি সেই শৃঙ্খল কেহ দূর করিতে পারে না, যতই দূর করিতে চেষ্টা করে ততই জড়িত হইয়া পড়ে। যদি লোভের একটী বিষয় হইত, তাহার অভাবেই লোভ চলিয়া যাইত, কিন্তু লোভ একটী বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত নহে। সংসারে অনেক বস্তু আছে, যাহা মনুষ্যের লোভ উত্তেজিত করে। একটী লোভের আকর্ষণ দূর করিলে, তৎক্ষণাৎ আর একটী আসিয়া মনকে অধিকার করে। এইরূপে লোভ সর্ব্বদা মনুষ্যের উপরে আধিপত্য করিতেছে। কিন্তু এক দিকে লোভ যেমন আমাদিগকে বিষয়ের দাস করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তেমনই অন্য দিকে মস্তকের উপরে আর একজন আছেন, যিনি স্নেহ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিতেছেন। সংসার যেমন নূতন নূতন বস্তু প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তেমনই দয়াবান্ পরমেশ্বর তাঁহার স্বর্গের সুখ এবং সাধুভাব সকল দেখাইয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিতেছেন। যদি সংসারের বল অধিক হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর ধন মান এবং অন্য অন্য সুখের অন্বেষণেই জীবন অতিবাহিত হয়। যদি বিবেকের বল অধিক হয়, তবে ঈশ্বরের আকর্ষণের স্রোতে ভাসিয়া পুণ্যের দিকে, শান্তির দিকে তাহা চলিয়া যায়।

এই দুই প্রকার শক্তি সংসার মধ্যে কার্য্য করিতেছে। কেহ বা

ধন লোভে পড়িয়া সমস্ত জীবন ক্ষয় করিতেছে, কেহ বা যশের আকাঙ্ক্ষী হইয়া আত্মার পবিত্রতর ভাব সকল ভুলিয়া রহিয়াছে, কেহ বা মানের জন্য সর্ব্বস্ব দান করিতেছে ; এই প্রকারে কতকগুলি লোক সম্পূর্ণরূপে বিষয়ের দাস হইয়া পড়িয়াছে। এবং সংসারের মোহিনীশক্তি ইহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আর এক দিকে কতকগুলি সাধু লোক সংসারের সমুদয় আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া, বিষয়ের সকল প্রকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মকে পাইবার জন্য ব্যাকুল। বিষয়ীরা যেমন বিষয় ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে না, এবং বিষয়ের অভাবে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয়, তেমনই ব্রহ্মানুরাগী ব্যক্তিরা ব্রহ্মকে লাভ করিতে না পারিলে ভয়ানক যন্ত্রণা পান। বিষয়ীদিগের যেমন বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে না। ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করা ব্রহ্মসন্তানের তেমনই অনিচ্ছা। সংসারের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যেমন বিষয়ী লোকেরা দূর হইতে আরও দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া গভীরতর সাংসারিকতায় নিমগ্ন হয়, তেমনই ব্রহ্মসন্তানেরা পুণ্য এবং শান্তির স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে সংসারের সমুদয় আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া পিতার শান্তি-নিকেতনের নিকটবর্ত্তী হন। যাঁহারা সংসারের বিষয় লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা পিতার আকর্ষণ বুঝিতে পারেন না। কিন্তু যিনি একবার স্বর্গরাজ্যের দ্বার খুলিয়া দেখিয়াছেন যে, আমার পিতার নিকট কত সুখ সঞ্চিত রহিয়াছে, তখনই পৃথিবীর ধন মান সকলই চলিয়া গেল, ঈশ্বর প্রদত্ত অনন্তকালের বস্তু হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিলাম।

এই ভাবে যদি অন্তরে ব্রহ্ম-লোভ উদ্দীপিত হয়, তবে কি ইহকাল পরকাল, কি সম্পদ কি বিপদ সকল অবস্থাই শান্তির অবস্থা। কত

শত লোক কেবল ইন্দ্রিয় দমন করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহাতে যে তাহাদের কোন উপকার নাই তাহা বলিতেছি না। কিন্তু তোমরা ব্রাহ্ম; তোমরা কেবল ইন্দ্রিয় দমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার না। যখন সহস্র প্রলোভনেও তোমরা বিমোহিত না হইবে; যখন দেখিবে তোমাদের উপর সংসারের কিছুমাত্র আকর্ষণ নাই, কিন্তু তোমাদের হৃদয় সহজেই ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে, তখন মনে করিবে জীবনের কিছু উন্নতি হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া যতদিন ব্রহ্মভক্তদিগের ন্যায় স্পষ্টরূপে তাঁহার আদেশ শুনিতে না পাইবে, ততদিন বিবেক বৈরাগ্য তোমাদের পরম সহায়। ততদিন ইহাদের বলে তোমরা সংসারের পর্ব্বত-সমান-ঐশ্বর্য্য ক্রীড়ার বস্তুর ন্যায় গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে পারিবে। সংসারের সুখ হইল তাহাতেই বা কি, সংসারের সুখ গেল তাহাতেই বা কি! বালকদিগকে ক্রীড়ার বস্তু ভুলাইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মসন্তানকে ভুলাইতে পারে সংসারে এমন সুখ কি আছে? সংসার আমাদিগকে এমন কি দেখাইতে পারে, যে আমরা চারিদিনের জন্য অনন্তকালের সুখ বিসর্জ্জন দিব? অতএব ভ্রাতৃগণ! জ্ঞানীর ন্যায় গম্ভীর ভাবে সংসার মধ্যে বিচরণ কর। সংসার পাইলাম না তাহাতে দুঃখ কি? সংসারের সুখ সম্পত্তি চাই না। এখন কে হৃদয়ের অভাব দূর করিবে? হৃদয় যাহা চায়, তাহা কে আনিয়া দিবে? এই জন্য সাধুরা উপদেশ দিয়াছেন যে, হৃদয়ের সেই লোভ, সেই অনুরাগ এবং সেই বাসনা সকল অবিভক্তরূপে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাও, নিশ্চয়ই হৃদয় শান্তি লাভ করিবে। কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা ঈশ্বরের দিকে যাইতেছি না, কিন্তু কৃপণ যেমন আপনার ধনের প্রতি মুগ্ধ হয়, তেমনই ব্রহ্মকে সর্ব্বদা

বক্ষঃস্থলে না দেখিলে সুখী হইতে পারেন না। এই জন্য, যে তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন বাঁচিতে পারেন না। ব্রহ্ম হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন কর, তাঁহার পক্ষে তখনই সংসার বিষময় হইবে, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিবেন।

ব্রাহ্মগণ! একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। ব্রহ্মধনে লোভী হইয়াছ কি না বল। যেমন বিষয়ীরা ধনলোভে মোহিত, তেমনই দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের প্রেমানন দেখিয়া তোমরা মুগ্ধ হইয়াছ কি না? যে ধন পাইলাম তাহা ইহকালের ধন, পরকালের ধন, অনন্ত কালের ধন এই বলিয়া তাহা প্রাণের মধ্যে রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ কি না? এই যে ধন পাইলাম, আর ইহা কখনও ছাড়িব না। কৃপণ যেমন আপনার ধনকে নিকটে না দেখিলে বাঁচে না তোমরাও কি ঈশ্বরকে হারাইলে সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব কর? না কেবল তাঁহার উপাসনা করিতে হয় বলিয়া কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গমন কর? যদি কেবল কঠোর কর্ত্তব্য বলিয়া ঈশ্বরের উপাসনা কর, তাহা হইলে এই প্রকার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের নীচ শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উচ্চ স্থানে না উঠিলে কিছুতেই শান্তি পাইবে না। যতক্ষণ না পবিত্র প্রেমে ভাই ভগ্নীদিগকে দেখিয়া একেবারে কাম রিপুকে বিনাশ করিবে, যতক্ষণ না ক্ষমারূপ-খড়্গ দ্বারা ক্রোধ-রূপ মহাশত্রুকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিবে, যতক্ষণ না হৃদয়ের সমস্ত আসক্তি কামনা ঈশ্বরকে অর্পণ করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা নির্ভয় হইতে পার না, অন্তরের মধ্যে এ সকল সাধন না করিলে ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারিবে না। এখন হইতে যদি ব্রহ্মকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিতে না পার, তবে কি লইয়া ব্রাহ্মসমাজে পড়িয়া থাকিবে?

আনন্দ, সুখের ব্যাপার, সকলই তাঁহার চরণে, তাঁহাতেই সমুদয় ক্ষতি পূরণ হইবে। তাঁহার চরণামৃত লাভ করিলেই সকল তৃষ্ণা দূর হইবে। অতএব ব্রাহ্ম নিয়ত তাঁহার নিকটেই বাস করেন, একবার পিতার প্রেমমুখ প্রকাশিত হইলে তিনি আর সংসারের দাস হইয়া থাকিতে পারেন না। যাঁহারা স্বর্গের ধন দেখেন নাই তাঁহারাই সংসারের রূপে মোহিত হইতে পারেন। আমরা ব্যাকুলহৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিতে চাহি না; দীনবেশে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হই না; এই জন্যই কেবল আমরা সংসারের সামান্য রূপ দেখিয়া ভুলিয়া যাই। পরলোক কত আনন্দে পরিপূর্ণ তাহা দেখি না, এই জন্যই ইহলোকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই। বিষয়ের প্রতি লোভ দূর করিতে হইলে ব্রহ্মের প্রতি লোভ আবশ্যক। যদি সংসারের ধনলোভ বিনাশ করিতে চাও তবে ব্রহ্মধন লোভে লুব্ধ হও।

কাম রিপুকে পরাজয় করিতে হইলে যেমন পবিত্র প্রেমের আবশ্যক, ক্রোধকে পরাজয় করিতে হইলে যেমন ক্ষমার আবশ্যক; সেইরূপ যদি লোভ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাও তবে ব্রহ্মলোভে লোভী হইতে হইবে। বৈরাগ্যের অনুরোধে কেবল লোভ সম্বরণ করিলে চলিবে না; কিন্তু ব্রহ্মানুরাগে উদ্দীপ্ত হইতে হইবে। এক দিকে যেমন সংসারের রাশীকৃত ধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না, অন্য দিকে তেমনই প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত অনন্তকালের সম্বল ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে হইবে। একটী ধন না পাইলে, মনুষ্য কখনও নিঃসম্বল হইয়া অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে পারে না। সংসারের ধন পরিত্যাগ করিতে হইলে তাহার পরিবর্ত্তে আর একটী ধন লাভ করিতে হইবে। একটী শান্তি-ঘর পাইলে না; অথচ গৃহ পরিত্যাগ

করিলে, এই ভাবে কথনই অধিক দিন থাকিতে পারে না। একটী সুখের কারণ দেখিলে না; কিন্তু বর্ত্তমান বিষয়ের সুখ পরিত্যাগ করিলে এই অবস্থায় কেহ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না। যতক্ষণ না স্বর্গের ধন পাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কথনই শ্মশান-বৈরাগ্যকে বিশ্বাস করিও না, যতক্ষণ না স্বর্গের প্রেম প্রবাহিত হইয়া হৃদয়ের মলা প্রক্ষালন করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই হৃদয়ের মলিন পঙ্কিল জল হইতে পাপ গরল উত্থিত হইবেই হইবে। ধন যেমন কৃপণের মন আকর্ষণ করে, ধর্ম্ম যতক্ষণ না সেইরূপ অনুরাগের বস্তু হইবেক, ততক্ষণ লোভ কেবল গুপ্তভাবে বাস করিতেছে, অবকাশ পাইলেই উত্তেজিত হইয়া পাপবিষ বিস্তার করিবে! অতএব হৃদয়ের সকল কামনা এবং সমুদয় লোভ ঈশ্বরকে অর্পণ কর। নতুবা বৈরাগ্যের আদেশে পাঁচ টাকার লোভ সম্বরণ করিলে, কি পাঁচ দিনের জন্য মদ্য পান ত্যাগ করিলে, ইহাতে কদাচ আপনাকে জিতেন্দ্রিয় মনে করিতে পার না। ব্রহ্মানুরাগবিহীন হইয়া কিছুকালের জন্য সংসারের প্রতি উদাসীন হইলে কি হইবে? আমাদের গভীররূপে আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা উচিত যে আমরা ব্রহ্মকে ভালবাসি কি না। যদি বিষয়ের সুখ দেখিলে কেবল বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলে চলিবে না। বিষয় সুখের পরিবর্ত্তে আমরা আর একটী সুখ চাই। সেই সুখ যদি ঈশ্বরের শ্রীচরণে লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আর তাঁহাকে ছাড়িতে পারিব না। যখন ব্রহ্ম আপনার প্রেমমুখ প্রকাশ করিবেন, তখন আর কিরূপে বলিব যে তাঁহার চরণে সুখ নাই। যদি লোভ দূর করিয়া ব্রহ্মলোভে লোভী হই, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার চরণে প্রচুর শান্তি পবিত্রতা লাভ করিব। যতই তাঁহার প্রতি লোভ

বৃদ্ধি হইবে, ততই তাঁহার উপাসনা করিয়া আরও আনন্দ পাইব। আজ আধ ঘণ্টা ঈশ্বরের সন্নিধানে থাকিয়া সুখ ভোগ করিলাম, কাল ইহা হইতেও অধিক কাল তাঁহার সহবাস উপভোগ করিতে প্রার্থনা করিব। আজ দুই ঘণ্টা পিতার কাছে বসিলাম, কাল পাঁচ ঘণ্টা কাল তাঁহার মুখের মধুর উপদেশ শুনিব, এমনই করিয়া যখন লোভী হইয়া পিতাকে লাভ করিতে পারিব, তখন কোথায় বা পাপ, কোথায় বা সংসারের আকর্ষণ। তখন সংসার-বৃক্ষের পত্র সকল আপনা আপনি জীর্ণ হইয়া স্খলিত হইবে, এবং প্রাণের মধ্যে ব্রহ্মপ্রেম-রূপ নূতন বৃক্ষ সজীব হইয়া সমস্ত জীবনকে আনন্দে প্লাবিত করিবে! এই প্রকার শান্তি আনন্দ পাইয়া ধর্ম্ম-ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে।

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর! অনেক ভাবে তুমি আমাদের এ জীবনে দেখা দিয়াছ। কত সময় তোমাকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া, কম্পিত কলেবর হইয়া, তোমার পবিত্র রাজসিংহাসনতলে উপস্থিত হইয়াছি। তোমার ন্যায়দণ্ড দর্শনে কত সময় ভীত হইয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। কত সময় তোমাকে দেখিব বলিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। কত সময় তুমি গুরু হইয়া এই পাপ মন ফিরাইয়া দিয়াছিলে, কত সময় বন্ধু হইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে; এবং কত সময় পাপীর পরিত্রাতা হইয়া দেখা দিলে; কিন্তু নাথ! এখন ধন যেমন বিষয়ী লোকের মন আকর্ষণ করে, কবে তেমনই করে তুমি আমাদের হৃদয় তোমার দিকে আকর্ষণ করিবে? পিতা! কবে তোমার সেই প্রেমানন প্রকাশিত হইবে। যখন হৃদয় বলিবে আর তোমাকে ছাড়িতে পারি না, তখনই সার্থক হইলাম; নতুবা, পিতা! কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে

তোমার নিকট আসিলে কি হইবে? নাথ! আমাদের দুর্দ্দশা ত তুমি দেখিতেছ, যাই সংসারের আকর্ষণ হইল, অমনই তোমাকে নির্দ্দয় হইয়া বলি, তুমি অন্য হৃদয়ে যাও, আর আমার নিকটে তুমি বাস করিতে পার না। এইরূপে বহুদিনের বন্ধুতা কাটিয়া অক্লেশে তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। তুমি ত অনেকবার ভাল কথাও বলিয়াছিলে, তবে কেন নাথ! তোমাকে অবিশ্বাস করি? এখনও আমাদের উপর সংসারের আকর্ষণ রহিয়াছে। আমাদের চক্ষে তোমার তেমন রূপ নাই যে, আমরা মোহিত হইয়া তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকিব। ততক্ষণ আমরা তোমার, যতক্ষণ পৃথিবীর লোক না আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু জগদীশ! যাই বিষয় আমাদের টানে, আর তোমাকে আমরা চাহি না। তাই আজ তোমাকে সকল ভাই ভগিনী মিলে ডাকিতেছি যে, তুমি দয়া করিয়া আমাদের নিকট সেই ভাবে দেখা দিবে যে, আর বিষয় আমাদিগকে টানিতে পারিবে না। শুনিয়াছি এমনই না তোমার কি ভাব আছে যে, সেই ভাবে তোমাকে একটীবার দেখিলে তুমি প্রাণ কাড়িয়া লও। ভক্তেরা এই কথা বলেন।

জগদীশ! আমরা অনেক কালের পাপী। একবার তোমার দ্বারে যাই, আবার সংসারের দ্বারে যাই। আর যে এ পাপ জীবন বহিতে পারি না। কোথায় একবার তোমার চরণামৃত পান করিয়া আবার সেই চরণামৃতের জন্য ব্যাকুল হইব, না আমরা অমনই তাহা ভুলিয়া বিষয়ের গরল পান করি। এখনও যে জগদীশ! তোমার প্রতি সেই প্রকার লোভ হইল না যে, যতই তোমাকে দেখিব ততই তোমার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য আরও লালায়িত হইব।

আজ যদি, পিতা, ব্রহ্মমন্দিরে দেখা দিয়াছ, তবে সকল সন্তানের মন প্রাণ এমন করিয়া কাড়িয়া লও যে, আর তাঁহারা তোমাকে ছাড়িয়া সংসারকে হৃদয় সমর্পণ করিতে পারিবেন না। পিতা! চিরকাল তোমার চরণে দাস হইয়া থাকি, সন্তানদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

মাসিক সমাজ।

ঈশ্বর-দর্শন।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৫শে বৈশাখ, ১৭৯৩ শক;
৭ই মে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

আত্মার গভীর প্রদেশে অবতরণ করিয়া, যে সাধক এই পরমাত্মার সাক্ষাৎ পাইল, পৃথিবীর প্রতি অন্ধ হইয়া ঘটনার প্রতি বধির হইয়া নির্জনে আত্মার গভীর স্থানে ভক্তির সহিত অবতরণ করিয়া, যে উপাসক সেই পরমেশ্বরের নিঃসন্দেহ সাক্ষাৎ লাভ করিল, তাহার সঙ্গে কি পরমেশ্বর কোন আলাপ করিলেন, না সাক্ষাৎ দিয়া চলিয়া গেলেন? তাপিত চিত্তে সাধুদিগের নিকট গমন করিলাম, সামাজিক রীতি নীতি অনুসারে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলাম, সরল ভাবে হৃদয়ের অনেক কথা প্রকাশ করিলাম, কিন্তু হৃদয়ের গোপনতম, গূঢ়তম যে জিজ্ঞাসা তাহার উত্তর কে দিল? মনুষ্য যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রে তাহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন, উপদেষ্টারা সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন; এবং সাধুরা

জগতের হিতের জন্য আপন আপন জীবনে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমার অন্ধকারপূর্ণ পাপদগ্ধ চিত্ত যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল তাহার উত্তর কে প্রদান করিল? আমি অন্যের মুখ-বিনিঃসৃত যে সকল কথা তাহার অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছি। সাধুদিগের চরিত্র আমার বুদ্ধির অগম্য হইয়াছে। অসাধু-দিগের জীবনও আমি বুঝিতে পারি না। আমার সঙ্কীর্ণ চিত্ত আত্মার অন্ন পানের অভিলাষী। যে প্রশ্ন আপনাকে আপনি শতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি সে প্রশ্নের উত্তর কে প্রদান করিল? অনেক লোকের সহবাসে উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে আমার পাপপূর্ণ আত্মার গভীর প্রশ্নের উত্তর হয় নাই।

হে সচ্চরিত্র ঈশ্বরপরায়ণ ব্রাহ্ম ভ্রাতা! তোমার নিকট গমন করিতে চাই। তোমার নিকট অনেক পাইয়াছি; কিন্তু তুমি কি এমন সময় দেখিতে পাইয়াছিলে যে সময়ে আমার হৃদয়ের কোন গভীর অভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াও মোচন করিতে পার নাই? সেই প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছিল তাহা তোমারও মনে আছে, আমারও মনে আছে। তোমার যথাসাধ্য আমার উপকার করিতে তুমি বিধিমতে চেষ্টা করিয়া অবশিষ্ট ভ্রাতার জন্য অল্পই রাখিলে। আমার দারিদ্র্য মোচন করিতে ক্রুটি করিলে না; কিন্তু যে ধনের জন্য আমি চিরদিন দরিদ্র হইয়া রহিয়াছি, যে জলের জন্য আমার চিত্ত তৃষ্ণাতুর রহিয়াছে, যে অন্নের জন্য আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল না, সে ধন, সে বারি, সে অন্ন তুমি কোথায় পাইবে? আমার অশ্রুজল তুমি মোচন করিতে পারিলে না। যতই সান্ত্বনাপূর্ণ প্রেম দানে আমার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিতে চাও ততই আমার

অন্তরের বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। ধন্যবাদ তোমাকে, হে ব্রাহ্ম ভ্রাতা! হে সচ্চরিত্র ভদ্র! হে ঈশ্বরপরায়ণ সাধু! ভ্রাতা ভ্রাতার জন্য যতদূর করিতে পারে তাহা তুমি করিলে। এখন ক্ষণকালের জন্য তোমার স্নেহ হইতে গোপনে গমন করি।

আসিলাম ভ্রাতা বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, নিজের হৃদয়কুটীর দ্বার রুদ্ধ করিলাম, অহঙ্কৃত মস্তককে বহু আয়াসে অবনত করিলাম, প্রবল রিপুরূপ ভয়ানক তুফানকে একটী বাক্যবাণে শান্ত করিলাম। একটী নাম করিলাম অসংযত মন স্তম্ভিত হইল। চতুর্দ্দিকে আর কেহই নাই। সেই নির্জন স্থানে, সেই রূপরহিত, বাক্যাতীত পরমেশ্বর প্রকাশিত হইলেন; হৃদয় অবাক্ হইয়া তাঁহার সেই নামরহিত উজ্জ্বল প্রকাশ দর্শন করিল। এই যে দেখিতেছি, ইহা কি? এই যে জ্যোতি ইহা কি সূর্য্যের জ্যোতি না অন্য কোন বস্তুর জ্যোতি? এই যে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ইহা কাহার? পাপীর হৃদয়ে এই যে শান্তির স্রোত, ইহা কোথা হইতে আসিল? এই রূপরহিত জীবন্ত সত্তা, এই মূর্ত্তি কাহার? হৃদয়ের মধ্যে এই যে সুখ উথলিত হইতেছে, এই সুখ কোথা হইতে? যাঁহার স্নেহ দেখিতে পাই না, ইনিই কি সেই স্নেহময় ঈশ্বর? স্থির হও, যাহা দেখিতেছ, ইহা কি স্বপ্ন? ইহা কি কল্পনা? এই যে কিছুকাল পূর্ব্বে জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, এক্ষণে এই পরিবর্ত্তন কোথা হইতে আসিল? কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। চক্ষু যাহা দেখিয়াছে, অনিমেষ নয়নে তাহা দেখুক; চক্ষু যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ দেখুক, কর্ণ যাহা শুনিয়াছে তাহা অবিশ্রান্ত শুনুক, কর্ণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ শুনুক, কারণ অনুসন্ধানে এত ব্যস্ত হইবার

প্রয়োজন নাই। কৃতজ্ঞ হও যে অদ্যাবধি অন্ধ হও নাই, এবং এখনও বধির হও নাই। সম্মুখে যাঁহাকে দেখিতেছ ইনিই সেই কল্যাণপূর্ণ পরমেশ্বর। প্রাণপণে তাঁহাকে সম্ভোগ কর। "বল, হে করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর! কি বলিলে, পুনর্ব্বার বল শ্রবণ করি। হে রূপরহিত, নামরহিত! আমার সাধ্য কি নিজের বলে তোমার দর্শন পাইব, তবে কৃপা করিয়া একবার যাহা দেখাইলে পুনর্ব্বার তাহা প্রদর্শন কর, সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকি; একবার যাহা বলিলে, পুনর্ব্বার বল, শুনিবার জন্য ব্যাকুল রহিয়াছি। পিতা! যাহা দেখাইলে, কৃপা করিয়া যাহা শুনাইলে, কখনও এমন দেখি নাই, আর এমন শুনি নাই। মাতা পিতার নিকট পাই নাই, বন্ধু বান্ধবের নিকটও পাই নাই। কেবল তোমার করুণাতেই তোমার প্রকাশ দেখিলাম।"

এইরূপে যাঁহার প্রকাশে হৃদয়ের গভীর ভাব সকল উদ্বেলিত হইল, তিনি কি কিছু বলিলেন? অন্তরের গভীরতম জিজ্ঞাসার কি কিছু মীমাংসা হইল? স্থির হও, ইহা অতি সহজ, অতি সামান্য কথা। পরমেশ্বরের করুণার পর করুণা, স্নেহের পর স্নেহ, এবং আপনার পাপের পর গভীরতর পাপ, এই ভাবে আবহমান কাল পর্য্যন্ত গত জীবনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আইস, জিজ্ঞাসার মীমাংসা হইবে, সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। সেই যে করুণা, সেই যে স্নেহ, গত জীবন যাহাতে সংগঠিত হইয়াছে, যে করুণার প্রতিমা সমুদয় পৃথিবী প্রকাশ করিতেছে, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রপূর্ণ সমস্ত আকাশ যে করুণার সাক্ষ্য দান করিতেছে, সেই স্নেহ, সেই করুণা যাঁহার, তাঁহার আশ্রয় লাভ কর, হৃদয়ের গভীরতম প্রশ্নের উত্তর পাইবে। সকলের

আশ্রয়দাতা সেই পরমেশ্বর তোমার জিজ্ঞাসার মীমাংসা করিবেন, তোমার অন্তরের গভীরতম অভাব মোচন করিবেন। তাঁহাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয়ই উত্তর পাইবে। সাবধান! সেই জিজ্ঞাসাতে কেহ যেন নিরস্ত না হন। সেই জিজ্ঞাসার জন্য কোন মনুষ্যের উপর নির্ভর করিও না। এবং সেই জিজ্ঞাসার মীমাংসার জন্য কেহ যেন কোন পুস্তকের উপর নির্ভর না করেন— নিজের উপর নির্ভর করিলেও কেহ সেই প্রশ্নের উত্তর পাইবে না। প্রকৃতরূপে হৃদয়ের দারিদ্র্য দূর করিবার এক মাত্র উপায় স্বয়ং পরমেশ্বর। যে ধন তুমি চাও, পৃথিবীতে সে ধন নাই; যে জলের জন্য তুমি তৃষিত, মর্ত্তো সে জল নাই, তাহা স্বর্গে প্রবাহিত হইতেছে; যে অন্নের জন্য তুমি ক্ষুধিত, তাহা প্রচুর পরিমাণে স্বর্গে প্রস্তুত হইতেছে। সে ধন, সে জল, সে অন্ন, মনুষ্যের নিকট অন্বেষণ করা বৃথা। মনুষ্য যাহা দিতে পারে, এবং যাহা দিতে পারে না; পুস্তক যাহা দিতে পারে, এবং যাহা দিতে পারে না; নিজের হৃদয় যাহা দিতে পারে, এবং যাহা দিতে পারে না; এতকাল পরেও কি তাহা জানিলে না? তবে আর কেন পুস্তক পাঠ করিয়া মনুষ্যের দ্বারে গিয়া এবং নিজের মনকে নিষ্পীড়ন করিয়া বৃথা পরিশ্রম করিয়া মর। চল যাই নিজ নিকেতনে, সেই মাতার দ্বারে চল, সেই পিতার দ্বারে আঘাত কর, ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল তাঁহার নিকট পাইব। সদাব্রত যাঁহার দ্বারে, তিনি কি আমাদিগকে মরিতে দিবেন? প্রেমসিন্ধু যাঁহার নাম, তাঁহার সম্মুখে কি এই জীবন শুষ্ক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে? গত জীবন সাক্ষ্য দিতেছে ইহা অসম্ভব। সমস্ত আকাশ তাঁহাকে করুণাময় বলিয়া চতুর্দ্দিকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিতেছে। নিশ্চয়ই তাঁহার দ্বারা সন্দেহ

দূর হইবে, অন্ধকার চলিয়া যাইবে। তাঁহারই নিকট, ক্ষুধার অন্ন এবং তৃষ্ণার বারি লাভ করিব। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের অভাব দূর করিবেন।

হে করুণাসিন্ধু! তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার ভাষাতে বল, আমি শ্রবণ করি, আমি মুক্তি লাভ করি। তোমাকে ভুলিয়া তোমার প্রেম-নির্ম্মিত-বস্তু সকলের দ্বারা আত্মার গভীর অভাব দূর করিতে গিয়াছিলাম, তাহাও কি কখনও সম্ভব? তোমাকে ছাড়িয়া তোমার সৃষ্ট উপকরণ দিয়া কখনও কি আত্মার শান্তি হয়? আপনার মুখে আপনার অভাব বলিব; তোমার হস্ত হইতে তোমার ধন লইব। তোমার প্রত্যক্ষ আদেশ শুনিয়া জীবন পথে চলিব এই আমাদের মানস। তুমি নিজ হস্তে অন্তরের তুফানকে স্থির কর। এমন শিক্ষা দাও, আর যেন সংসার-গরল-ক্ষেত্রে সুধা অন্বেষণ করিতে না হয়। নির্জনে তোমার প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখাইয়া চক্ষুকে বিমোহিত কর, এবং তাপিত আত্মাকে শীতল কর।

স্বার্থপরতা।

সায়ংকাল, রবিবার, ২৫শে বৈশাখ, ১৭৯৩ শক;
৭ই মে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

যিনি রাজা তিনি ভূম্যধিকারী। বিশ্বাধিপতি রাজাধিরাজ সমুদয় বিশ্বের অধিকারী। ইহার সমুদয় ভূমি তাঁহারই। তাঁহার আদেশ ভিন্ন কাহারও ইহার এক খণ্ড ভূমির উপর অধিকার স্থাপন করিবার সাধ্য নাই। সেই রাজাকে কর দান না করিলে কেহ তাঁহার রাজ্যে

বাস করিতে পারে না। যখন পৃথিবীর সামান্য রাজার অধীন না হইলে তাঁহার এক খণ্ড ভূমিও আপনার বলিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায় না, তখন রাজার রাজা মহারাজার অনুগত প্রজা না হইলে কিরূপে তাঁহার রাজ্যে বাস করিবে? প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের প্রজা; তাঁহার রাজ্যে আমরা বাস করি, তাঁহার সামগ্রী সকল আমরা ব্যবহার করি, তজ্জন্য তাঁহাকে আমাদের প্রত্যেকের যথোচিত কর দান করিতে হইবে, তাঁহার শাসনের বশবর্ত্তী হইতে হইবে, এবং তাঁহার সমস্ত রাজনিয়ম পালন করিতে হইবে। আমাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন হইয়া গেলে আমাদের ব্যবহৃত ভূমি-খণ্ড ভূস্বামী ঈশ্বরের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া, আরও উচ্চতর এবং নূতনতর স্থানে গমন করিতে হইবে। কিন্তু যতদিন এই পৃথিবীতে থাকিতে হয় ততদিন তাঁহার আজ্ঞাকারী ও অনুগত হইয়া থাকিতে হইবে এবং তাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহা অর্পণ করিতে হইবে; নতুবা পৃথিবীতে বাস করিবার আমাদের কিঞ্চিন্মাত্র অধিকার নাই। সকল প্রজার প্রতি যেমন তাঁহার সাধারণ আদেশ, তেমনই প্রত্যেক প্রজার প্রতি অধিকার ও সঙ্গতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ আদেশ আছে। এই দুই প্রকার আদেশ পালনের জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী। যদি তাঁহার রাজ্যে আমরা অনেক ভূমি গ্রহণ করি, যদি আমাদের ধন মান, বিদ্যা বুদ্ধি বা ধর্ম্মভাব অনেক থাকে তবে সেই পরিমাণে আমাদিগকে তাঁহার রাজ্যের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। যে সন্তানকে তিনি অধিক দেন, তাহার নিকট তিনি অধিক চান। যে পরিমাণে তিনি আমাদিগকে সক্ষম ও উপযুক্ত করিয়াছেন, ঠিক সেই পরিমাণে আমাদের দেহ মন প্রাণ তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম

গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার নিকটে আমরা এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছি। বাস্তবিক ব্রাহ্ম হওয়ার আর কোন অর্থ নাই। ভূম্যধিকারী রাজরাজেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বন্ধু ভ্রাতাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, যখন কোন ব্যক্তি সাধ্যানুসারে রাজাজ্ঞা পালন করিবে এবং রাজ্যের সম্যক্ কল্যাণ সাধন করিবে এই অঙ্গীকার করে, তখনই তাহার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। ঐ অঙ্গীকার পালন ব্রাহ্মের চিরজীবনের কার্য্য, উহার অন্যথা হইলে মহা অপরাধ হয়। ঈশ্বরও সেই অঙ্গীকারী ব্রাহ্মের নিকট যাহা প্রাপ্য সমুদয় আদায় করিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং যথোচিত সাহায্য বিধান করেন। ব্রাহ্মেরা তাঁহার নিকট ভূমি গ্রহণ করিয়া, উহার উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য অঙ্গীকারী ও দায়ী হইয়াও যদি তাঁহাকে কর না দেয়, কেবল আত্মসুখে সদা মত্ত থাকে, তাহা হইলে তিনি এইরূপ ব্যবহারের প্রতি কখনই উদাসীন হইবেন না, ইহার সম্যক্ দণ্ড তিনি অবশ্যই বিধান করিবেন।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা কাহার রাজ্যে বাস করিতেছ? তোমরা কাহার জল বায়ু সেবন করিতেছ? কাহার হস্ত হইতে আহার পাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতেছ? কাহার ভাণ্ডার হইতে রাশি রাশি সুখ সম্পদ প্রতিনিয়ত সঞ্চয় ও সম্ভোগ করিতেছ? কে তিনি? তোমরা তাঁহার প্রতি যথেচ্ছ-ব্যবহার করিতে পার না। কেবল আপনার সুখ হইলেই হইল, ইহা মনে করিয়া তাঁহার জগতে বাস করিতে পার না। কেবল আপনি খাইবে, আপনি পরিবে, এবং আপনার পরিবারের ঐহিক সুখ সম্পাদন করিবে, এজন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে এখানে স্থান দেন নাই। তোমাদের যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছ, এখন

আর তাহার উপর স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার নাই। স্বার্থপরতা সমূলে বিনাশ করিয়া তাঁহার মহিমাকে মহীয়ান্ কর এবং তাঁহার প্রজাদিগের সুখ বর্দ্ধন কর।

হে ব্রাহ্ম! নিজের জন্য তুমি নও, পরের জন্য তুমি, এইটী বিশ্বাস কর। অন্য লোকে যাহা করুক, তুমি জগতের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিবে। জগৎ ব্রাহ্মদের নিকট নিঃস্বার্থ জীবন প্রত্যাশা করিতেছে, এবং পরম গুরু বিবেক অন্তরে স্বার্থ নাশ করিবার জন্য নিয়ত উপদেশ দিতেছেন। তোমরা কি জান না যে ভ্রাতা ভগ্নীদের সেবা করিবার জন্য তোমরা এখানে প্রেরিত হইয়াছ? অত্যন্ত নীচ স্বার্থপর ব্যক্তিগণ এরূপ কথা বলিতে পারে,—সমস্ত জগৎ জলপ্লাবনে প্লাবিত হইল, দুর্ভিক্ষে দেশ উৎসন্ন হইল, জ্ঞানের অভাবে ধর্ম্মের অভাবে জনসমাজ কুসংস্কার এবং ব্যভিচার-স্রোতে ভাসিয়া গেল, ইহাতে আমার ক্ষতি কি, আমার শরীর মন ভাল থাকিলেই হইল। এরূপ স্বার্থপরতা যে কেবল সংসারী লোকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় তাহা নহে। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও ইহা প্রকারান্তরে এবং অল্প পরিমাণে আধিপত্য করে। আমরা সর্ব্বদা স্মরণ করি না যে, আমরা যাহা কিছু ঈশ্বরের নিকট লাভ করিয়াছি—দেহ, বল, ধন, মান, জ্ঞান, বুদ্ধি, এবং ধর্ম্ম—এ সমুদয় জগতের হিতের জন্য আমরা ধারণ করিতেছি। শরীর যতক্ষণ না একেবারে শীর্ণ হয়, ততক্ষণ ইহার প্রত্যেক রক্ত-বিন্দু জগতের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করিতে হইবে; যতক্ষণ অন্তরে জ্ঞানের লেশ মাত্র থাকিবে, ততক্ষণ উহা অকাতরে বিতরণ করিতে হইবে; যতক্ষণ আত্মাতে বিন্দু মাত্র বিশ্বাস ভক্তি থাকিবে, ততক্ষণ উহা অধার্ম্মিক ভ্রাতা ভগ্নীদের সঙ্গে অংশ করিয়া লইতে হইবে।

আমাদের মধ্যে কোন্ ব্রাহ্ম এই ভাবে পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং গ্রহণ করিয়া পালন করিয়াছেন? ব্রাহ্মগণ! প্রতিদিন তোমরা কয় ঘণ্টা আপনার এবং স্বীয় পরিবারের জন্য চিন্তা কর, এবং কয় ঘণ্টা জগতের জন্য চিন্তা কর? মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের স্ত্রী পুত্রের দুঃখে যতবার দুঃখিত হও, অপরের জন্য কি ততবার তোমাদের দুঃখ হয়? বাস্তবিক আমাদের অনুরাগ প্রীতি এবং উদ্যম নিজ নিজ কার্য্যে সমধিক পরিমাণে নিয়োজিত হয়, কেবল সময়ে সময়ে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা পরোপকার করিয়া থাকি এবং ধন সম্পত্তির অতি সামান্য অংশ অপরকে দান করি। এরূপ আংশিক পরোপকার ব্রাহ্মোচিত নহে। আপনাকে জগতের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এবং সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ হইতে হইবে। ধনহীন, জ্ঞানহীন, ধর্ম্মহীন শত সহস্র ভ্রাতা ভগ্নী উচ্চৈঃস্বরে 'প্রাণ যায়' বলিয়া নিরন্তর হাহাকার করিতেছে এবং বিনম্রভাবে আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। দুঃখ পাপ বিদগ্ধ জগৎ চারিদিক হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। আমরা এ অবস্থাতে নিজের জন্য কিছুই রাখিতে পারি না। সকলই অপরের প্রাপ্য। সে ঋণ সম্পূর্ণ-রূপে পরিশোধ করিতেই হইবে। যদি ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে চাও আত্মপর বিচার না করিয়া আপনার এবং জগতের অধিকার একীভূত কর।

সাংসারিক স্বার্থপরতা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বার্থপরতা উভয়ই পরিহার্য্য। কিসে আমার শারীরিক সুখ হইবে, ধনমান বৃদ্ধি হইবে, কিসে ঘরে বসিয়া সপরিবারে সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত দিন যাপন করিব, জগতের যত দুর্গতি হউক না কেন, কিসে আমার ঐহিক

শ্রীবৃদ্ধি হইবে ; এইরূপ চিন্তা ও কার্য্য অতি নিকৃষ্ট সাংসারিক স্বার্থপরতা, ইহা পরিত্যাগ করিতে যেমন সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে, সেইরূপ ধর্ম্মের স্বার্থপরতা বিদায় করিতে হইবে। আমি ভাল হইলেই হইল, বিরলে বসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে, নির্জনে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত ঈশ্বরকে ডাকিলেই আত্মার পরিত্রাণ হয় ; অপরের ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নাই এবং তজ্জন্য আমি দায়ী নহি, যিনি এইরূপ মনে করেন তিনি ভয়ানক স্বর্থপর।

অন্য বিষয়ে আমরা যত ধার্ম্মিক হই না কেন, যে পরিমাণে আমরা এইরূপে নিজ হিত চেষ্টায় মগ্ন হইয়া পরহিতে উদাসীন হইব সেই পরিমাণে আমরা ঈশ্বর সন্নিধানে অপরাধী হইব। কাম ক্রোধাদি রিপু প্রকাশ্যরূপে বলপূর্ব্বক আত্মাকে আক্রমণ ও অধিকার করে, কিন্তু যে স্বার্থপরতা ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহা গুপ্তভাবে তস্করের ন্যায় পুণ্যধন অপহরণ করে। এই উভয়বিধ স্বার্থপরতা বিনাশ করিয়া নিঃস্বার্থ প্রেম সহকারে মানবমণ্ডলীর ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কায়মনোবাক্যে সাধন করা কর্ত্তব্য। সকল ধর্ম্মে নিঃস্বার্থ পরোপকারের বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষুধিতকে আহার, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, রোগীকে ঔষধ, দরিদ্রকে ধন, মূর্খকে জ্ঞান, অসাধুকে হিতোপদেশ প্রদান করা সর্ব্ববাদী-সম্মত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু এই ব্রতের আদর্শ কি ? পরোপকারের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কি ? অতি প্রাচীন এবং আধুনিক প্রায় তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রে এই আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, আপনাকে যেমন প্রীতি কর সেই আদর্শ অনুসারে অপরকে প্রীতি করিবে ; যে পরিমাণে আপনার ঐহিক ও পারত্রিক হিত সাধন কর, ঠিক সেই পরিমাণে অন্যের উপকার করিবে।

"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" "প্রতিবাসীকে আত্মবৎ ভালবাসিবে" "অপরের নিকট যেরূপ প্রত্যাশা কর, অপরের প্রতি সেরূপ ব্যবহার কর," এইরূপ ভূরি ভূরি উপদেশ ইহার উদাহরণ। পরোপকারের এই বিধি সাধারণের পক্ষে নিতান্ত উপযোগী এবং আবশ্যক সন্দেহ নাই, ইহা পালন করিলে অন্যের প্রতি যাবতীয় কর্ত্তব্য সাধন হয়। এমন কি ইহা সাধারণ সম্বন্ধে পরোপকারের অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম। কিন্তু গভীররূপে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এরূপ উপদেশ ধর্ম্মজগতের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের পক্ষে উপযোগী, উচ্চ শ্রেণীর পক্ষে নহে।

যাহারা কেবল আমার আমার করে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে ভালবাসে তাহাদিগকে অবশ্য এই উপদেশ দেওয়া উচিত যে, তোমরা যেমন নিজের প্রতি প্রীতি কর, অপরের প্রতিও সেইরূপ কর। কিন্তু যাঁহারা জগতের কার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন এবং আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি উক্ত নিয়ম কিরূপে সংলগ্ন হইবে? তাঁহারা নিশ্চয়ই উহাকে নিকৃষ্ট উপদেশ মনে করিবেন। তাঁহাদের পক্ষে উচ্চতর ধর্ম্ম নীতির প্রয়োজন। ধর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায় মনুষ্য বরাবর আপনার স্বার্থপরতা পরাজয় করিয়া পরোপকার করে এবং আপনার হিতচেষ্টাকে আদর্শ করিয়া জগতের দুঃখ মোচন এবং সুখ বর্দ্ধন করে। ক্রমে আপনার ধনহানি, মানহানি, সুখহানি, এবং নানাপ্রকার বৈষয়িক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরের উপকার করে। আরও উন্নতি হইলে ভক্তেরা আত্মবিস্মৃত হইয়া দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করেন এবং হিতৈষণার হ্রদে আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলেন। সেই উচ্চ অবস্থাতে আত্মপর এরূপ কোন প্রভেদ থাকে না, ঈশ্বরের

পরিবার হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ উন্নত আত্মবিস্মৃত ব্রাহ্ম যখন আপনাকে অসুখী করিয়া অন্যকে সুখী করেন তখন তিনি কিরূপে আত্মবৎ অপরকে প্রীতি করিবেন? তাঁহার জীবন নিঃস্বার্থ দয়াস্রোতে নিরন্তর ভাসমান। জগতের কল্যাণ সাধনে তিনি উন্মাদপ্রায়, নিজের বিষয় চিন্তা করিবার অবকাশ নাই, নিজের প্রতি মমতা নাই; সুতরাং তিনি "আপনার ন্যায় অপরকে প্রীতি কর," উপদেশের অতীত। এই উচ্চ শ্রেণীর লোকের পক্ষে ইহার বিপরীত উপদেশ উপযোগী বলিতে হইবে, অর্থাৎ—"অপরকে যেমন প্রীতি কর সেইরূপ আপনাকে প্রীতি করিবে।" সাধারণ লোকে এ কথার মূল্য বুঝিতে পারে না, বরং এই উচ্চ শাস্ত্র লইয়া উপহাস করে। উন্নত সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মদের পক্ষে এই শ্রেষ্ঠ বিধির বিশেষ প্রয়োজন।

প্রথম অবস্থাতে যেমন আত্মপ্রেম মধ্যবিন্দু এবং পরোপকারের সমস্ত ব্রত উহার পরিধি, উচ্চ শ্রেণীতে সেইরূপ হিতৈষণার উন্মত্ততা মধ্যবিন্দু, এবং নিজের হিতসাধন উহার অনুগামী। এই দুই ধর্ম্মবিধি এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার ঐক্য হইলে সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ নাশ হয়। নিকৃষ্ট উপদেশের সমুদয় অভাব উৎকৃষ্ট বিধিতে পূরণ হয় এবং আমাদের ধর্ম্মজীবন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। তখন আত্মপর—ইহার মধ্যে কলহ বিবাদ অসম্ভব হইয়া পবিত্র সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়। যাহা কিছু আপনার তাহা পরের, যাহা কিছু পরের তাহা আপনার। যাহা আপনার পক্ষে হিতকর তাহা জগতের পক্ষে কল্যাণ, যাহাতে জন-সমাজের মঙ্গল তাহাতে নিজের মঙ্গল। আপনার ভাল করিতে গেলে জগতের অনিষ্ট হয়, অথবা পরোপকার করিতে গেলে নিজের

অনিষ্ট হয়, এরূপ আর সম্ভাবনা থাকে না। এই সুন্দর সামঞ্জস্যের অবস্থা আমাদের সকলের পক্ষে প্রার্থনীয়। ব্রাহ্মগণ! তোমরা কেবল কতকগুলি সামান্য দয়ার কার্য্য সম্পাদন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না, এই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য যত্নবান্ হও। কাম, ক্রোধ, লোভ সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে হইলে যেমন উহাদের বিপরীত সাধুভাব হৃদয়ে স্থাপন করা আবশ্যক, সেইরূপ স্বার্থপরতার উপর জয়লাভ করিতে হইলে আপনাকে অপরের সঙ্গে একীভূত করা বিধেয়। জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার মুক্তি সাধন করিতে যাহারা চেষ্টা করে তাহারা নিতান্ত ভ্রমান্ধ, এবং তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইবেই হইবে। পরম পিতা তাঁহার সন্তানদিগকে এক সূত্রে এমনই গ্রথিত করিয়াছেন যে, অপরকে ছাড়িয়া আপনাকে ভাল করা নিতান্ত অসম্ভব।

ধর্ম্মজগতের এমনই আশ্চর্য্য গঠন যে, তথায় কাহারও বিচ্ছিন্ন, নির্জন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সকলে এক শরীর, এক মন, এক প্রাণ। অন্যের সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ, এক ভ্রাতা যদি অন্যকে আঘাত করেন, সেই আঘাতের শব্দ সকলের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়; এক ভ্রাতার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ হইলে, সেই কটূক্তি-বাণ সকলের হৃদয়কে ব্যথিত করে; একজনের অধর্ম্ম যন্ত্রণা দেখিয়া সমস্ত পরিবার শোকগ্রস্ত হন। ধর্ম্মরাজ্যে ভ্রাতা ভ্রাতায়, ভগ্নী ভগ্নীতে এমনই প্রাণগত যোগ, এমনই নিগূঢ় রক্তের টান! ঐ রাজ্যে প্রত্যেকে বিশ্বাস করেন যে, আমি জগতের এবং জগৎ আমার, জগতের মঙ্গলে আমার মঙ্গল, এবং আমার মঙ্গলে জগতের মঙ্গল। এই অভিন্ন-হৃদয়, অভিন্ন-প্রাণ পরিবার মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ নাই, পরোপকারের কঠোর সাধন

নাই, আত্মপ্রেম এবং হিতৈষণা একই পদার্থ। প্রত্যেকের জীবন এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ন্যায় সাধারণের হিত সাধক, এবং সাধারণের জীবন প্রত্যেকের কল্যাণের হেতু। হে ভ্রাতৃগণ! এই ধর্ম্মরাজ্য প্রেমরাজ্য তোমাদিগের মধ্যে স্থাপন কর, ব্রাহ্মধর্ম্মের নিঃস্বার্থ প্রীতি দিন দিন সাধন কর। প্রার্থনার সময় ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে স্মরণ করিও। তাঁহাদের কল্যাণের জন্য আত্ম-সমর্পণ কর, দেহ মন প্রাণ কিছুই আপনার জন্য রাখিও না। জগতের জন্য জীবন দান কর, নব জীবন পাইবে। জগৎ মরুক আমি বাঁচি, এই কথা যে বলে সে প্রাণ হারায়; জগৎ বাঁচুক আমি মরি, যে বলে সেই বাঁচে।

শুষ্কতা।

রবিবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৩ শক; ১৪ই মে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

"জলস্রোতের নিকটে রোপিত বৃক্ষ যেমন সময়ে ফল প্রসব করে, এবং তাহার পত্র যেমন কখন শুষ্ক হয় না, ব্রহ্মভক্ত সেইরূপ।"

যথার্থ ব্রাহ্মের লক্ষণ কি, না তাঁহার আত্মা সর্ব্বদা সরস। শুষ্কতা তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। ইহকাল, পরকাল, সকল সময় তাঁহার হৃদয় সরস ভাবে পরিপূর্ণ। কয়েক দিন ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া হৃদয় সরস হইল, আবার কিছুকাল পর উপাসনা ভাল লাগে না, হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ধর্ম্মের সমুদয় ব্যাপার নীরস হইল ইহা প্রকৃত ব্রাহ্মের লক্ষণ নহে। পৌত্তলিকেরা যেমন নিয়মিত প্রণালী অনুসারে আপনাদের দেব দেবী পূজা না করিয়া অন্ন জল গ্রহণ করে না, সেইরূপ যথার্থ ব্রাহ্মও প্রতিদিন উপাসনার আনন্দ লাভ না করিয়া

স্থির থাকিতে পারেন না। কিন্তু পৌত্তলিকদিগকে উপাস্য দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করিতে হয় না। তাহাদের পূজা অর্চ্চনা কতকগুলি বাহ্যিক ব্যাপারে নিবদ্ধ, কতকগুলি বাক্য এবং ফল পুষ্প দ্বারা পৌত্তলিকদিগের উপাসনা নিঃশেষিত হয়। আরাধ্য দেবতা কোথায়, নিকটে কি দূরে, বর্ত্তমান কি মৃত, এ সকল গূঢ়তম বিষয়ে তাহাদিগকে ভাবিতে হয় না। কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্ম তাঁহারা আপনাকে দেবতার নিকটে এবং দেবতাকে আপনার নিকটে দেখিতে না পাইলে উপাসনা করিতে পারেন না; কিন্তু ইহাতেও প্রকৃত ব্রাহ্ম সন্তুষ্ট নন; দেবতাকে কেবল নিকটে দেখিয়া তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন না; ঈশ্বর নিকটে কিন্তু বাহিরে রহিলেন এই অবস্থায় তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারেন না; এই জন্য যখন তিনি আপনার দেবতাকে আত্মার এবং জীবনের সঙ্গে গ্রথিত দেখেন তখনই তাঁহার সকল আশা পূর্ণ হইল মনে করেন। আমরা ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; এখানে দগ্ধ দারুস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ কর, তাঁহাকে কেবল বাহিরে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইও না, যিনি চিরকালের সঙ্গী, তাঁহাকে বাহিরে দুই চারিটী কথা বলিয়া কেমন করিয়া বিদায় করিবে? তাঁহাকে অন্তরে ধারণ কর এবং হৃদয়ের মধ্যে প্রাণের প্রাণ করিয়া রাখ। আত্মা যখন পরমাত্মার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাঁহার সহিত যখন জীবন-যোগ সম্বদ্ধ হয়, এবং তিনি যখন সমস্ত হৃদয় অধিকার করেন, সেই অবস্থা আমাদের প্রতিজনের প্রার্থনীয়; এবং ইহা ব্রাহ্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লক্ষণ।

আমরা বাহিরের আড়ম্বরে অনেক সময় অন্তরের বিষয় ভুলিয়া যাই। বাহিরের বৃক্ষের নবীন পত্র, সুমিষ্ট ফল এবং সৌরভপূর্ণ সুন্দর ফুল সকল দেখিলে কাহার না মন উল্লসিত হয়? সেইরূপ জীবন

বৃক্ষের ফল ফুল প্রসূত হইয়া আমাদের অহঙ্কার ও সুখাসক্তি উদ্দীপন করে। আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি, অনেক সাধু-কার্য্য করিয়াছি, এই সকল আলোচনা করিয়া কত সময় সন্তুষ্ট হই। বৃক্ষের ফল ফুল যেমন বাহিরের চক্ষুকে আকর্ষণ করে, তেমনই মনুষ্য বাহিরে সুপক্ক জ্ঞান এবং ভাল ভাল কার্য্য দেখিয়া মোহিত হয়। কিন্তু যিনি ব্রহ্মবান্ হইতে চাহেন, তাঁহাকে বাহিরের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ করিতে পারে না, তিনি বৃক্ষের মূলে গমন করেন। সেই স্থান মনুষ্যের অদৃশ্য, সেই ভূমিকে বিদীর্ণ করিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু আত্মা যাই তন্মধ্যে প্রবেশ করেন, তখনই তাঁহার নিকট একটী নূতন রাজ্য প্রকাশিত হয়। সেই গোপনীয় স্থানে বাহিরের প্রশংসা প্রবেশ করিতে পারে না। লোকের দৃষ্টি যেখানে যায় না, লোকের প্রশংসা কিরূপে সেখানে যাইবে? সেই বৃক্ষের ফল ফুল সকল তিনি বিনাশ করিলেন না; আত্মার সুপক্ক জ্ঞান, জীবনের সাধু অনুষ্ঠান, কিছুই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল না; এ সকল জগতের কল্যাণের জন্য বাহিরে প্রকাশিত রহিল; কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম হইয়া জীবনের মূলে গমন করিলেন। সেখানে দেখেন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। দেখেন, যে রস উপরিভাগের বৃক্ষকে রক্ষা করিতেছে তাহা সেই বৃক্ষের মূলে সঞ্চিত রহিয়াছে; সেই রস বৃক্ষের উপরিভাগে অবিশ্রান্ত প্রেরিত হইয়া কোন স্থানে পত্ররূপে, কোন স্থানে শাখারূপে, কোন স্থানে ফল ফুলরূপে বাহিরে প্রকাশিত হইতেছে।

কিন্তু কোথা হইতে সে রস আসিতেছে নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মেরা তাহা দেখিলেন না। তাঁহারা বাহিরের ব্যাপার সকল দেখিয়াই

সন্তুষ্ট হন। কোন ব্যক্তি সত্যবাদী, এবং জিতেন্দ্রিয় হইলেই তাহাকে তাঁহারা প্রশংসা করেন; কিন্তু যেখানে এক দিকে জীবাত্মা, এবং অন্য দিকে পরমাত্মা, মধ্যে কেবল রসের যোগ—সেই গোপনীয় স্থান তাঁহাদের চক্ষুর অগোচর। জীবাত্মা যখন সেইরূপ যোগের মধ্যে, সেইরূপ সমাধির মধ্যে বাস করিয়া ঈশ্বরের প্রেমরস পান করে, তখনই সেই রস সাধুভাব এবং মহৎ কার্য্যরূপে প্রকাশিত হয়। জীবনের যে গভীর প্রদেশে ঈশ্বরের রস জীবাত্মার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মনুষ্যের চক্ষু সেখানে যায় না। যাঁহারা সেই স্থানে গমন করেন শুষ্কতা তাঁহাদিগকে অধিকার করিতে পারে না। "রসোবৈসঃ" ঈশ্বর রসস্বরূপ। আমরা ঈশ্বরের বিশেষ একটী স্বরূপ দেখিতে পাই যে তিনি আনন্দময়। যাঁহারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু এবং ব্রহ্মকে কিয়ৎ পরিমাণে জানিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারেন যে, যেমন ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণ, পবিত্র, তেমনই তিনি আনন্দময়। সেই আনন্দরস যিনি একবার পান করিয়াছেন, তিনি আপনাকে কখনই শুষ্ক হইতে দেন না। যদি ব্রাহ্ম একদিনের জন্য আপনাকে শুষ্ক হইতে দেন, তাহা হইলে তিনি জলস্রোতের নিকটে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় হন নাই। সাধন করিয়া যিনি সেই বৃক্ষের ন্যায় হইয়াছেন তাঁহার জীবনে মৃত্যু নাই, শুষ্কতা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না; কারণ জীবনের মূলে অবিশ্রান্ত সেই জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার সমস্ত জীবনকে সরস রাখে।

যে বৃক্ষের মূলে ঈশ্বর বিদ্যমান, তাহা কেমন করিয়া শুষ্ক হইবে? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে বলেন হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, উপাসনাতে আর তৃপ্তি নাই, আর সঙ্গীত ভাল লাগে না; সাধু সহবাসে তখন যেমন

আনন্দ হইত এখন আর তেমন হয় না। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি মধ্যে মধ্যে এই কথা বলেন না। যখন ব্রহ্মদর্শন ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মধ্যে নিমগ্ন হয়, ভক্তের সহবাস, আরাধনা, সঙ্গীত, যখন এ সকলই নীরস হয়, যখন বাহিরের উপায় একে একে সকলই চলিয়া যায়, তখন নির্জনে বসিয়া ব্রাহ্ম কি বিলাপ করেন না? তখন কিছুই ভাল লাগে না, না ভ্রাতার সহবাসে সুখ, না ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় আনন্দ হয়। ঐ দেখ কত শত ব্রাহ্ম—ব্রহ্মনাম শুনিবা মাত্র যাঁহাদের ভক্তি অশ্রু বর্ষণ হইত—এখন ব্রাহ্মসমাজ হইতে পলায়ন করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় জীর্ণ শীর্ণ এবং চক্ষু শুষ্ক হইয়াছে। যাঁহাদের ভক্তিভাব কত লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি করিত, এখন কি জন্য তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা হইল? যে হৃদয় ভ্রাতৃভাবে পরিপূর্ণ থাকিত এখন কেন তাহা শুষ্ক হইল? কারণ সেখানে পরমাত্মা নাই, পরমাত্মা আকাশে, পরমাত্মা ব্রহ্মমন্দিরে, পরমাত্মা এখনও বাহিরে রহিয়াছেন, এই জন্য সেই হৃদয়ে শুষ্কতা, এই জন্য সেখানে শান্তির অভাব। যতদিন ঈশ্বর বাহিরের বস্তু থাকিবেন, ততদিন সুখ নাই, শান্তি নাই; সহস্র সহস্র সাধু কার্য্য করিলেও আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারিবে না। কিন্তু যখন ব্রহ্ম হৃদয়ের রসস্বরূপ হইবেন, তাঁহাকে যখন প্রাণের মূলে দেখিতে পাইবে, তখন বাহিরের প্রতিকূল ঘটনাও তোমাদের অন্তরের শান্তি হরণ করিতে পারিবে না, কিন্তু সেই অবস্থা আমরা কি পাইয়াছি? কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থপরতা, যদি তোমাদের রিপু হয়, তাহা হইলেই শুষ্কতাও তোমাদের ভয়ানক রিপু। অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থপরতা ইত্যাদির হস্তে পতিত না হইয়াও কেবল

শুষ্কতার হস্তে পড়িয়া ধর্ম্মজীবন হারাইয়াছেন। কঠোর কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অনুরোধে তাঁহারা উপাসনা করিতে যান, শুষ্ক ব্রহ্ম আসিয়া তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয়। দিবসের পর দিবস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল; বাহ্যিক কোন পাপ করিলে না, কিন্তু অন্তরে শুষ্কতা এবং ক্রমে ক্রমে অবিশ্বাস এবং ঘোর নাস্তিকতায় তোমার হৃদয়ের সমুদয় রস শুষ্ক হইয়া গেল। ঐ দেখ হৃদয় পাষাণের মত শক্ত হইয়া আসিতেছে। ধন্য তিনি যিনি এই ভয়ানক অবস্থার মধ্যেও বলিতে পারেন—আমার হৃদয় পাষাণবৎ হইল, কিন্তু ইহার নিম্নভাগ ঈশ্বরের কৃপাজলে পরিপূর্ণ; পাষাণ চূর্ণ হইলেই সেই জল সবেগে উৎসারিত হইয়া আমার সমস্ত জীবন প্লাবিত করিবে।

ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যেমন বল ও জ্ঞানের যোগ তেমনই তাঁহার সঙ্গে ভক্তি রসের যোগ। সেই যোগের মধ্য দিয়া সুখ স্বরূপ হইয়া তিনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে চান। তাঁহার সঙ্গে এই ভক্তি যোগ সাধন কর। যদি বল তোমাদের ভক্তিফুল শুষ্ক হয় নাই, তবে তোমরা নির্ব্বোধ, ভক্তির উপর অভিমান স্থাপন করিলে নিশ্চয়ই পতন। এই জন্য বারবার বলিতেছি শুষ্কতা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর। অন্য অন্য রিপু সকল যেমন সাবধান হইয়া বিনাশ করিবে তেমনই যখন দেখিবে পিতা করুণার সহিত তোমাদের সঙ্গে কথা বলিলেন, প্রেমপূর্ণ হইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কিছুতেই তোমাদের ভক্তি অশ্রু পতন হইল না, তখনই সচকিত হইবে। শুষ্কতা আসিয়া বিনাশের সম্বাদ প্রচার করিল মাত্র। অতএব শুষ্কতা হইতে আপনাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। যেমন কামকে পবিত্র প্রেম এবং ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা পরাজয় করিবে, তেমনই শুষ্কতাকে

ব্রহ্মের সরস সহবাস দ্বারা বিনাশ করিবে। ব্রহ্মরূপ-শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া জীবাত্মার সমুদয় গ্লানি প্রক্ষালন করিবে। ব্রহ্মের সহবাসে আত্মাকে শীতল করিতে না পারিলে, আর কিছুতেই শান্তি পাইবে না, তিনিই ভগ্ন হৃদয়ের একমাত্র বন্ধু ; তাঁহারই শীতল ছায়ায় সমুদয় অগ্নি নির্ব্বাণ হয় ; অতএব তাঁহারই সঙ্গে মধুময় ভক্তি-যোগ সাধন কর। বাহিরের আড়ম্বরের উপর নির্ভর করিও না, গোপনে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, গোপনে তাঁহার নিকট মনের বেদনা প্রকাশ কর, তিনিও গোপনে তোমাদের সমুদয় দুঃখ দূর করিবেন। যেখানে মনুষ্যেরা বলে ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মভোগ করিতেছে সেখানে ভয়ের কারণ রহিয়াছে ; কিন্তু যেখানে মনুষ্যের চক্ষু প্রবেশ করিতে পারে না, যেখানে কেবল সর্ব্বসাক্ষী ব্রহ্মের চক্ষু প্রেম বর্ষণ করিতেছে, সেখানে গমন কর দেখিবে সন্দেহ অন্ধকার কিছুই নাই। সেই আলোক দেখিলে হৃদয় পুলকিত হইবে এবং মনের ভয় দুঃখ চলিয়া যাইবে। যদি সেই স্থানে বদ্ধমূল হইয়া বাস করিতে পার তবে নিশ্চয়ই আত্মা পুষ্ট এবং বর্দ্ধিত হইবে। অশ্বত্থ বৃক্ষ যেমন গৃহমধ্যে একবার বদ্ধমূল হইলে আর সমূলে বিনষ্ট হইবার নহে, তেমনই আমরা যদি ব্রহ্মের চরণে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে কাহার সাধ্য আমাদিগকে বিনাশ করে? অশ্বত্থ বৃক্ষ যখন প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখায় সমস্ত গৃহকে অধিকার করিতে চায়, তখন ইহার বাহিরের সমুদয় অংশ বিনাশ কর ; কিন্তু ইহার যে ভাগ ভিত্তির অভ্যন্তরে দৃঢ়রূপে নিহিত রহিয়াছে কাহার সাধ্য সেই মূল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে? উপরি-ভাগের সমুদয় বৃক্ষ বিনাশ করিলে, কিন্তু কিছুকাল পরে সেই মূল হইতে আবার নূতন শাখা পল্লব উৎপন্ন হয়। সেইরূপ আমাদের

জীবন যদি ব্রহ্মের চরণে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে দুই পাঁচ দিনের জন্য হয় ত তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারি; কিয়ৎকালের জন্য হয় ত হৃদয় মৃতবৎ থাকিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের বলে আবার সেই মৃত হৃদয় নবজীবনরূপে পরিণত হয়। অতএব পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় তোমরা ঈশ্বরের গৃহে বদ্ধমূল হইয়া থাক মৃত্যুভয় থাকিবে না। যদিও বাহিরের রৌদ্র উত্তাপ সময়ে সময়ে আত্মার সমুদয় রস শোষণ করে; কিন্তু আবার সেই মূল হইতে আনন্দ শান্তি আসিয়া জীবন শীতল করিবে।

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর! কতকাল আমরা এ অবস্থায় থাকিব, যে অবস্থায় এক একবার তোমাকে দেখি, আবার তোমাকে দেখিতে পাই না। একবার তোমার কথা শুনিয়া প্রাণ শীতল হইল, আবার তোমার কথা অগ্রাহ্য করিলাম। এই পরিবর্ত্তনের অবস্থা হইতে কবে পরিত্রাণ পাইব? সাধুদিগের নিকট শুনিয়াছি তুমি নাকি রসস্বরূপ। তুমি যদি শান্তি সরোবর হইয়া অন্তরে রহিয়াছ তবে আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমাকে দেখিয়া জীবনের সমুদয় দুঃখ ভুলিয়া যাই। পথিকেরা যেমন রৌদ্রে নিতান্ত অস্থির হইলে যেখানে জল এবং শীতল ছায়া দেখিতে পায় দৌড়িয়া সেই স্থানে গমন করে, এবং সেই জল পান করিয়া শরীর শীতল করে; তেমনই আমরাও সংসারের রৌদ্রে অস্থির হইয়া তোমার শান্তি সরোবরের নিকট বসিয়া, আশা করিয়াছি, অঙ্গের অস্থিরতা গ্লানি দূর করিব? আর বাহিরের সুখ চাহি না। বিষয় সুখ চাহি না। বিষয় সুখে কি কখনও তোমার সৃষ্ট জীবাত্মা শান্তি পাইতে পারে? পিতা! তোমার কৃপায় অন্তরে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মরস প্রবেশ করিয়াছে বটে; কিন্তু তাহা পাপের রৌদ্রে

শুষ্ক হইয়া যায়। তাই আমরা তোমাকে একমাত্র আশ্রয়দাতা বলিয়া ডাকিতেছি। সংসারের সকল সুখের পথ একে একে বন্ধ হইল। এই অবস্থায় যদি চিরসুখ না পাই তবে কেমন করিয়া বাঁচিব। তুমি একটী একটী কথা বলিবে, আমরা তাহা শুনিবা মাত্র আনন্দে নৃত্য করিব, এই প্রকারে আমাদিগকে তোমার প্রেমিক এবং অনুগত দাস করিয়া লও। তোমার কাছে বসিলে যে, পিতা, হৃদয় শীতল হয়; এমন শান্তি সরোবরের কাছে থাকিতে কেন হৃদয় শুষ্ক হয়? পিতা! শুষ্ক উপাসনা বিদায় করিয়া দাও। সেই উপাসনা ত তোমার উপাসনা নয়। তুমি যখন রসস্বরূপ, তখন তোমার উপাসনা নিশ্চয়ই সুখময় হইবে। ঐ দেখ পিতা! শুষ্ক উপাসনা কত লোকের সর্ব্বনাশ করিল, কেবল ইহারই জন্য অবিশ্বাস এবং সংসারের শত শত প্রলোভন তোমার সন্তানদিগকে গ্রাস করিতেছে। কাম ক্রোধকে ভয় করি তাই অনেক সময় তোমার নাম করিয়া বাঁচিয়া যাই; কিন্তু শুষ্কতারূপ ভয়ানক পাপ যে তস্করের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের ধর্ম্মরস শোষণ করে তাহা দেখিয়া ভয় করি না। তাই, পিতা, ডাকিতেছি, শুষ্কতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, তোমার আনন্দ উপভোগ করিতে দাও; তোমার রসস্বরূপে বিশ্বাস করিতে দাও, এবং তোমার নামামৃত পান করাইয়া আমাদিগকে শীতল কর।

শূন্যতা।

রবিবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৩ শক; ২১শে মে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্মের অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। ধর্ম্ম লঘুকে গুরু করে, গুরুকে লঘু করে, শূন্যকে পূর্ণ করে, অন্ধকার মধ্যে জ্যোতি প্রকাশ করে এবং মৃত্যুর মধ্যে জীবন সঞ্চার করে। ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য ব্যাপার কি আছে? মনুষ্যের কল্পনা ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি চিন্তা করিতে পারে? ইহা যদি বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ব্যাপার সকল অস্বীকার করা হয়। জীবনের প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে ধর্ম্মের এই ক্ষমতা লক্ষিত হইতেছে। কত ব্যক্তি দয়াময় ঈশ্বরের প্রসাদে সংসার যে এমন মহৎ ব্যাপার তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিল। কাহার জন্য জগতের ধন মান সুখ সম্পদ সকলই ধার্ম্মিকের নিকট তুচ্ছ হইল? যে ব্যক্তি সংসারের সুখ ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করিত না, সে ব্যক্তি আজ কেন সমুদয় সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দীন বেশ ধারণ করিল? কেবল বিশ্বাসের বলে নিমেষের মধ্যে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। যে ব্যক্তি আমার আমার করিয়া চিরকাল স্বার্থপরতা এবং অহঙ্কারের সেবা করিত, আজ দেখ সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের জন্য, সত্যের জন্য, আপনার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিল। সেই সত্য কি, সেই ঈশ্বর কি, বাহিরের চক্ষু দেখিতে পায় না। পৃথিবীর লোকের নিকট তাহা শূন্য, অন্ধকার; কিন্তু বিশ্বাসীর নিকট তাহা প্রত্যক্ষ, এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেও তাহা গুরুতর; তিনি ইহার জন্য অনায়াসে এই যে সুখ সম্পদ-পূর্ণ সংসার, ইহাকে জগতের সামান্য ব্যাপার বলিয়া পরিত্যাগ করেন। যাহা দেখা যায়, যাহা স্পর্শ

করা যায়, তাহা তাঁহার নিকট অসার এবং অপদার্থ; কিন্তু যাহা দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তাহা তাঁহার নিকট জীবনের ধন এবং পরম পদার্থ। যাহা বিষয়ী লোকদিগের নিকট অপদার্থ অর্থাৎ কিছুই নহে, তাহা তাঁহার সর্ব্বস্ব। ইহা কেবল ধর্ম্মেরই বলে সম্ভব হয়। যেখানে বিষয়ীরা ভবসাগরের ভীষণ তরঙ্গে কম্পিত, সেখানে তিনি একবার দয়াময় নাম বলিলেন, তুফান স্থগিত হইল, তরঙ্গ সকল চলিয়া গেল। সাংসারিক লোকের কাছে চার অক্ষর দয়াময় নাম কিছুই নহে; কিন্তু ব্রহ্মভক্তের কাছে ইহার ক্ষমতার শেষ নাই, এই নামের মধ্যে তিনি ব্রহ্মাণ্ড হইতেও প্রকাণ্ড বস্তু দর্শন করেন। ইহার বলে, জীবন মৃত্যু, সম্পদ বিপদ, সুখ, দুঃখ সকল অবস্থাই তাঁহার পক্ষে সমান।

অল্প ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইবা মাত্র জগতের প্রতি বৈরাগ্য হয়; কিন্তু সেই পরিমাণে ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হওয়া নিতান্ত কঠিন। বাস্তবিক যাঁহারা মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান অর্থাৎ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত ভয়ানক। সাবধান ব্রাহ্মগণ! আমাদের মধ্যে যেন এই অবস্থায় কেহই নিশ্চিন্ত না থাকেন। কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে একটু পবিত্র সুখ পাইব কেবল এই আশা করিয়া সংসার পরিত্যাগ করা বড় কঠিন। সামান্য পুস্তক পাঠ করিয়া যে ধর্ম্ম লাভ হয় তাহা উপরিভাগে, বাহিরে বন্ধু বান্ধবদিগের সঙ্গে উপাসনা করিয়া যে ধর্ম্ম হয় তাহাও জলের উপরিভাগে, এবং সাধু কার্য্য করিয়া যে পুণ্য হয় তাহাও ধর্ম্মজীবনের স্রোতের উপরিভাগে ভাসে। যদি মুক্তি লাভ করিতে চাও, গভীর জলে ডুবিতে হইবে। ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস,

পরলোকে প্রগাঢ় আস্থা এ সকল জলের উপরিভাগে ভাসে না। এই সকল লাভ করিতে হইলে জলের গভীর স্থানে অবতরণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মগণ! যদি ধর্ম্ম-জগতের গুরুত্ব চাও তাহা হইলে উপরিভাগের সমুদয় অবলম্বন ছাড়িয়া জলের গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হও। কেবল সংসারের প্রতি বৈরাগ্য, সাধু সহবাস, এবং সদনুষ্ঠান তোমাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যের গাম্ভীর্য্য দান করিতে পারে না। সমস্ত ধর্ম্মজগতের নিগূঢ় ব্যাপার একটী ক্ষুদ্র কেশের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই সূক্ষ্ম কেশ ঈশ্বরে বিশ্বাস। প্রথমতঃ ইহা সামান্য কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম; কিন্তু সেই কেশ ঈশ্বর প্রসাদে অনায়াসে লৌহ রজ্জু হইতেও কঠিন হইয়া যায়।

"ঈশ্বর আছেন" কেবল এই কথাটী বিশ্বাস করিয়া যিনি জীবন ধারণ করেন, তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া সমস্ত জগৎ চমকিত হয়। "ঈশ্বর আছেন" কেশের ন্যায় এই সত্যটী সম্বল করিয়া তিনি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যান। পৃথিবীর মায়ারূপ বড় বড় রজ্জু সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়; কিন্তু কাহার সাধ্য সেই কেশ বিলোড়ন করে? ব্রাহ্ম সেই চুল ধরিয়া আছেন; ঘোর আন্দোলন, ভয়ানক তরঙ্গ তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল; তাঁহার একটী কেশও আন্দোলিত হইল না। কিন্তু সেই বল কিসের? শরীরের নয়, ধনের নয় জ্ঞানের নয়। পৃথিবীর শত শত দুর্জ্জয় বীরদিগকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কাহার সাধ্য তাঁহার গতি রোধ করে? বিশ্বাসের বল এত যে, এই প্রকাণ্ড জগৎ বিশ্বাসীর নিকট কিছুই নহে। এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ, ইহা অপদার্থ মনে করিতে হইবে, আর যেখানে কিছুই নাই, সাংসারিক লোকের নিকট যাহার

গুরুত্ব নাই—যাহা তাহাদের নিকট আকাশ—শূন্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে পদার্থ মনে করিতে হইবে। কে বলে আকাশের গুরুত্ব নাই? যাঁহার হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বিজ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিয়াছে, তিনি কথনই এ কথা বলিতে পারেন না যে, আকাশ বাস্তবিকই কিছুই নহে; কারণ বিজ্ঞানচক্ষে তাঁহাকে ইহার গুরুত্ব অনুভব করিতেই হইবে। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বলুন দেখি এই যে আমাদের নিকট আকাশ ইহা কি যথার্থই শূন্য? যখন আমরা ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপবিষ্ট হই, তখন ব্রাহ্ম বলিবেন ঊর্দ্ধে, অধোতে, অন্তরে, বাহিরে, ঈশ্বরের গম্ভীর সত্তা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

বিজ্ঞানবিৎ যেমন শূন্যমধ্যে বায়ুরাশির ভার দর্শন করেন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও তেমনি আকাশে ব্রহ্মের গুরুত্ব অনুভব করিয়া পুলকিত হন। কিন্তু অবিশ্বাসী অহঙ্কৃত সংসারীর নিকট সকলই শূন্য। তাহাদের লঘুচিত্ত এই আকাশের গুরুত্ব বুঝিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি নীচেকার সমুদয় অবলম্বন বিরহিত হইয়া নিরাশ্রয় হইয়াছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের চরণ ভিন্ন আর বাঁচিতে পারে না, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আকাশের গুরুত্ব বুঝিতে পারে। যদি পথের প্রতিবন্ধক হয় কঠিন পাষাণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইলে যেমন আমাদের সুখ হয়, তেমনই আকাশের মধ্যে একটু সামান্য দূর চলিতে পারিলে আমাদের আনন্দ স্ফূর্ত্তির সীমা থাকে না। অতএব যতক্ষণ না এই আকাশে ঈশ্বরের গম্ভীর সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারি, ততক্ষণ আমাদের যথার্থ শান্তি নাই। শূন্য হৃদয় হইও না। যে দিন দেখিতে পাও আত্মা শূন্য রহিল, শূন্য হস্তে যাচ্ঞা করিলে শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিলে, উপাসনার ক অক্ষর হইতে ক্ষ অক্ষর পর্য্যন্ত শূন্য হইল;

সেই দিন কি ভয়ানক! চতুর্দ্দিক অন্ধকার, সমুদয় জগৎ মৃতবৎ কোথাও ঈশ্বর নাই, হৃদয় শূন্য পাষাণবৎ কঠিন, ভক্তি কৃতজ্ঞতার স্রোত বদ্ধ হইল, দুঃখের বিষয় ব্রাহ্ম জীবনেও সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা ঘটে। উপাসনা করিতে যাই, যাঁহার উপাসনা করিব তাঁহাকে দেখিতে পাই না, চারিদিক শূন্য, ধর্ম্মের গম্ভীর সত্য সকল কল্পনা বোধ হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্রহ্ম-সঙ্গীত সকল শূন্য মনে হয়। ব্রহ্মমন্দিরে আগমন করিলাম, উপাসনা শ্রবণ করিলাম, কিন্তু হৃদয়ের শূন্যতা দূর হইল না, ঈশ্বরের আবির্ভাব হৃদয় অনুভব করিতে পারিল না। উপদেশ সকল এক কর্ণে শুনিলাম অন্য কর্ণ দিয়া চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মগণ! এই অবস্থা হইতে সাবধান হইয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিবে। যেমন শুষ্কতা দূর করিবে, তেমনই শূন্যতাও দূর করিবে। শূন্যতা ভয়ানক শত্রু। যদি ধর্ম্ম-জগতের গাম্ভীর্য্য, ঈশ্বরের গভীর সত্তার গুরুত্ব বুঝিতে অসমর্থ হও, তবে শূন্য হৃদয়ে মৃত্যুর উপহাস দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইতে হইবে। এই প্রকার দুরবস্থা যেন আমাদের কাহারও না হয়। ভক্তের কাছে আকাশের নাম ঈশ্বরের গম্ভীর সত্তা। বিশ্বাসহস্ত প্রসারণ কর, আকাশের মধ্যে ঈশ্বরের চরণ ধারণ করিতে পারিবে। পিতার পবিত্র শ্রীচরণ আমাদের নিকট জাজ্বল্যমান্ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার গম্ভীর সত্তা চারিদিক হইতে শরীর মনকে আক্রমণ করিয়া বলপূর্ব্বক মনুষ্যের হৃদয় হইতে এই কথা সমুত্থিত করাইল "তুমি আছ"। আমি আছি মনুষ্য বরং এই কথা ভুলিতে পারে, কিন্তু যখন আত্মাতে ঈশ্বরের গম্ভীর আবির্ভাব প্রকাশিত হয়, তখন "তুমি আছ," ইচ্ছা করিলেও মনুষ্যের হৃদয় এই কথা আর অস্বীকার

করিতে পারে না। সেই সত্তা যখন চারিদিক হইতে সমস্ত শরীরকে পবিত্র করে, সেই সত্তা যখন অন্তরে, সেই সত্তা যখন বাহিরে, সেই গম্ভীর সহবাস যখন সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় আমাদের সঙ্গে, তখনই আমরা মনুষ্য জীবনের প্রকৃত অবস্থা লাভ করি। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সহবাস মধ্যে বাস করে—ঈশ্বর সহবাস যাহার আকাশ, ঈশ্বর সহবাস যাহার বাসস্থান, ঈশ্বর সহবাস যাহার পথের আলোক, ঈশ্বর সহবাস যাহার হৃদয়ের পরশমণি, ঈশ্বর সহবাস যাহার নয়নের অঞ্জন, ঈশ্বর সহবাস যাহার কর্ণের মধুরতা, ঈশ্বর সহবাস যাহার জীবনের জীবন, ঈশ্বর সহবাস যাহার জ্ঞান, বল, সুখ, শান্তি এবং ঈশ্বর সহবাস যাহার সর্ব্বস্ব—সেই ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্ম। আমরা ব্রাহ্ম নহি। যতক্ষণ না সেই সহবাস মধ্যে আমরা গৃহ নির্ম্মাণ করিব, ততক্ষণ জগতের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারি; কিন্তু সেই সর্ব্বসাক্ষী পিতার সন্নিধানে নিরাশ্রয় শূন্যহৃদয় হইয়া থাকিতে হইবে।

জগৎকে প্রতারণা করিয়া মনুষ্য কতকাল জীবন ধারণ করিতে পারে? ভ্রাতৃগণ, জাগ্রৎ হইয়া দেখ, কোথায় যাইতেছ? মৃত্যু নিকটে আসিতেছে। পরলোকে যাইবার জন্য কি সম্বল করিলে? সাবধান, শেষ দিনে যেন ক্রন্দন করিতে না হয়। এই সময় ধর্ম্মের গুরুত্ব দেখিয়া লও। ব্রহ্মসহবাসের গাম্ভীর্য্য হৃদয়ে অনুভব কর। নতুবা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান সকলই কল্পনা হইয়া যাইবে। চক্ষু মেলিয়া দেখ সম্মুখের এই শূন্য কে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন; কাহার গম্ভীর জয়ভেরীর শব্দ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত করিতেছে; দেখ কে এই আকাশের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য পরিমাণ করিতেছেন, চক্ষুকে তাঁহার পদতলে স্থাপন কর; কর্ণকে তাঁহার কথা শুনিতে দাও, চক্ষু যদি সেইরূপ দেখিতে

পায় এবং কর্ণ যদি সেই সুধাপান করিতে পারে, আর কাহার সাধ্য তাহাদিগকে নিবারণ করে? চারিদিকে তাঁহার গম্ভীর মধুময় সত্তা! ভূলোকে তাঁহার সহবাস দ্যুলোকে তাঁহার সহবাস, অন্তরে তাঁহার সহবাস, বাহিরে তাঁহার সহবাস, ইহলোকে তাঁহার সহবাস, পরলোকে তাঁহার সহবাস। সেই সহবাস-সাগরে ডুবিলাম, আর দুঃখ নাই, যন্ত্রণা নাই, কেবলই প্রেমের আনন্দ, ভক্তির আনন্দ, পবিত্রতার আনন্দ। এই প্রার্থনীয় সুখ শান্তির অবস্থা যেন আমরা প্রত্যেকে লাভ করি।

হে দয়াময় পরমেশ্বর! আর তোমাকে পাইবার জন্য দূরে যাইতে হইবে না। আকাশ যখন তোমার সহবাস হইল, তখন তুমি যে নিকটে। পিতা! তুমি আমাদের এত কাছে আসিয়া তোমার বাসস্থান করিলে? তুমি যে প্রেমসিন্ধু, ইহা হইতে অধিক আর কি প্রমাণ হইতে পারে? পিতা! তুমি আমাদের নিকটে আছ, আর যেন তোমাকে দূরে অন্বেষণ না করি। ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম অবস্থায় যখন তোমার সাহায্য পাইলাম, তখন সংসারকে পদতলে দলন করিলাম; কৃতজ্ঞতার সহিত মানিতেছি, তোমার কৃপায় বৈরাগী হইয়া অনেক বৎসর হইতে সংসারকে পদতলে রাখিয়া তোমার ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছি; কিন্তু দেখ পিতা! এখনও কোন কোন দিন যখন তোমাকে ডাকিতে যাই, আকাশ পরিহাস করিয়া বলে, কোথায় তোমার ঈশ্বর? এই শূন্যের মধ্যে কে তোমার উপাসনা শুনিবে? পিতা! এইরূপে নিরাশ হইয়া শূন্যহৃদয়ে ফিরিয়া যাই, আর সে দিন উপাসনা হয় না। দেখ জগদীশ! সংসার গেল, এখন শূন্য লইয়া কিরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পারি? তোমার চরণ ভিন্ন আর কাহার দ্বারা এই শূন্য পূর্ণ হইবে? পিতা! শূন্য আমাদের ভয়ানক

শত্রু। পিতা, দেখ যেন নির্জনতা অনুভব না করি। যদি তোমাকে একবার দেখিতে না পাই, ভয় হয়, দশ বৎসরের ধর্ম্মবল বুঝি পলকের মধ্যে হারাইব। পিতা! আমার আর স্বর্গ কোথায়! হৃদয় মধ্যে যদি তুমি বাস কর—এই আমার স্বর্গ! নাথ! সংসারের বিভীষিকা এত ভয় দেখায় যে, দিবানিশি না কাঁপিয়া থাকিতে পারি না; তাতে যদি মনে করি, তুমি কাছে নাই, একাকী রহিয়াছি, তবে পিতা, কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব? যদি ব্রাহ্ম করিলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিতে দাও, যাহাকে লোকে আকাশ বলে শূন্য বলে, সেখানে তোমার পবিত্র চরণ ধরিয়া প্রাণকে শীতল করিতে ক্ষমতা দাও; যাহাকে লোকে নির্জন বলে, সেখানে তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া জীবনকে সফল করিতে সমর্থ কর। তোমার শ্রীচরণতলে চিরকাল বাস করিব। একাকী আছি মনে করিয়া ভয় করিব না, ঐ শ্রীচরণতলে শান্তি পুণ্য লাভ করিব। তোমার মধুময় সহবাস হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া দাও। আকাশে তোমার শান্তিপূর্ণ সত্তা অনুভব করিতে দাও। আমরা যাহা পাইবার তাহা পাইব। আশীর্ব্বাদ কর যেন ইহকাল পরকাল আমরা তোমার সহবাসের গভীর শান্তি উপভোগ করিতে পারি

ব্রহ্মের ত্রিবিধ জাল।

রবিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৩ শক; ১১ই জুন, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

আমরা সর্ব্বদা সংসারের মায়াজালের কথা শুনিতে পাই এবং ইহার অর্থ কি তাহাও আমরা জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই। প্রত্যেকেই মায়াজাল কি তাহা বিলক্ষণ জানেন, কারণ প্রত্যেকেই

ইহা দ্বারা জড়িত হইয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেকে জানেন সংসারের এমন মায়াজাল আছে যাহা দ্বারা ইহা সকলকে জড়িত করিতে পারে। ইহার এমন রজ্জু আছে যাহা দ্বারা মনুষ্যদিগকে বদ্ধ করিয়া, সংসার আপনার কার্য্য উদ্ধার করিয়া লয়। এই মায়াজালে আমরা এত জড়িত হইয়া রহিয়াছি যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহা হইতে আমরা কোন মতে বিমুক্ত হইতে পারিতেছি না। পক্ষী যেমন জালে জড়িত হইয়া, যতই চেষ্টা করে ততই আরও দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়—আমরাও সেইরূপ যতই আপনার বল, আপনার জ্ঞান এবং আপনার বুদ্ধি দ্বারা এই মায়াজাল কাটিতে চাই, ততই আমরা ইহাতে জড়িত হইয়া পড়ি। এই কথা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সকলেই ইহা আপন আপন জীবনের পরীক্ষায় বিলক্ষণ জানিতেছেন। কত শত মহাজন একবার মায়াজাল ছিন্ন করিয়া আবার কিছুকাল পরে সেই জালে জড়িত হইলেন, জগতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কত শত ধার্ম্মিক ব্যক্তি একবার সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া আবার মায়া-রজ্জুতে বদ্ধ হইলেন, তাহা মনে হইলে হৃদয় কম্পিত হয়। মায়াজাল পৃথিবীর সকলকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, নিগূঢ় ভাবে সর্ব্বত্র ইহা বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। মহাজ্ঞানীর চক্ষুও সেই জাল দেখিতে পায় না। অকুতোভয়ে সংসারে চলিয়া যাইবার পথ নাই। যেখানে জাল নাই মনে করিয়াছিলাম সেখানেও এই জাল আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। যখন সংসার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মকে ধরিতে যায় তখন তিনি মায়াজালের ক্ষমতা বুঝিতে পারেন। মায়াজাল কি, তাহা সকলে দেখিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মজাল কি তাহা কি কেহ দেখিয়াছেন?

বাস্তবিক সংসার যেমন মায়াজাল দ্বারা সাংসারিক ব্যক্তিদিগকে ধরে, ব্রহ্মও তেমনই তাঁহার জাল দ্বারা আমাদিগকে ধরেন। সংসারী ব্যক্তিরা যেমন—তাহারা যে মায়াজালে জড়িত, তাহা বুঝিতে পারে না—ব্রহ্ম তেমনই আমাদিগকে না দেখিতে দিয়া, আমাদের শরীর, মন আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ করেন। ব্রহ্মজাল ত্রিবিধ। ঈশ্বর তিন প্রকারে জগৎকে ধরেন। প্রথমতঃ আপনার সত্তা দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার জ্ঞান-জাল দ্বারা এবং তৃতীয়তঃ তাঁহার প্রেমজালে আমরা চিরকালের জন্য তাঁহা দ্বারা ধৃত হই। ধর্ম্মের পথে পদে পদে ধর্ম্মজালে পতিত হইতে হয়, আমরা দেখি বা না দেখি, প্রত্যেক নিমেষে সেই ব্রহ্ম-ব্যাপ্তিরূপ-জাল আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার উক্ত ত্রিবিধ জাল সমস্ত জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। কেন না আমাদের সত্তা তাঁহার সত্তার সঙ্গে গ্রথিত। তাঁহার সত্তা আমাদের জীবনের রজ্জু হইয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কি ঊর্দ্ধে কি অধোতে, কি দক্ষিণে কি বামে, কি স্বদেশে কি বিদেশে যেখানেই যাই না কেন, কোথাও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারি না। তিনি প্রাণরূপ জালে আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা নিমেষের জন্য বাঁচিতে পারি না; এইটী গভীররূপে ভাবিলে কথনই আমরা স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারি না। যখন দেখিতেছি আমাদের জীবন তাঁহার সত্তা-জালে ধৃত রহিয়াছে, তখন সাধ্য কি আমরা সেই দুর্ভেদ্য গ্রন্থি ছিন্ন করি। যিনি ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার এই নিগূঢ় প্রাণ যোগ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সাধ্য কি যে তিনি ব্রহ্মকে প্রাণস্বরূপ না বলিয়া থাকিতে পারেন। স্বীকার কর আর না কর, ঈশ্বর সকলকে প্রাণরূপ জালে ধরিয়া

রহিয়াছেন। তবে কেন, হে পামর ব্রাহ্ম, বল যে, ঈশ্বর তোমাকে ধরিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার এই সত্তা-জালে যেমন আমরা জড়িত হইয়া আছি, তেমনই ঈশ্বর চক্ষুরূপ জালে জগৎকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন। পাপী! তুমি স্মরণ কর আর না কর, অবিশ্বাসী! তুমি স্বীকার কর আর না কর, তোমার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক কামনা সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিতেছে। বাস্তবিক সর্ব্বদা আমরা তাঁহার দৃষ্টি-জালে জড়িত। তাঁহার দৃষ্টি-জাল ত এমন নহে যে, ইহা দ্বারা তিনি কখনও দেখেন এবং কখনও দেখেন না; কিন্তু কি দিবা, কি রাত্রিতে, কি স্বজনে, কি নির্জনে আমাদের সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টির চিরকালের যোগ। পাপী পাপ করিয়া কোথায় পলায়ন করিবে? যে গোপনে ঘোর অন্ধকার মধ্যে পাপানুষ্ঠান করে, যে মনের মধ্যে একটী পাপ চিন্তা পোষণ করে তাহার আর নিস্তারের উপায় রহিল না। সেই অনন্ত চক্ষু প্রহরীর ন্যায় মনুষ্যের অজানিত সেই গভীর নির্জন অন্ধকার মধ্যে তাহার প্রত্যেক পাপ কার্য্য দর্শন করিল। পাপী সেই সর্ব্বদর্শী চক্ষু হইতে কিছুই প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিল না। যেমন সত্তা-জালে পরমেশ্বর সকলকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, তেমনই জ্ঞান-জালে তিনি সমস্ত পাপী জগৎকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু কেবল এই দুই জালে জগৎকে ধরিয়া তিনি ক্ষান্ত নহেন, আবার প্রেমজালে তাঁহার পাপী সন্তানদিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দয়া মনুষ্যের দয়ার ন্যায় নহে যে, কখনও সেই দয়া বিরক্ত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। আমরা যতই অনুপযুক্ত হই না কেন, সেই দয়া হইতে আমরা কখনও বঞ্চিত হইতে পারি না। সাধ্য কি যে আমরা সেই প্রেমজালকে অতিক্রম করি।

যে রসনা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কত সহস্র কথা উচ্চারণ করিল সেই রসনা তাঁহারই মঙ্গল হস্ত দ্বারা সঞ্জীবিত। যে শরীর তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কত প্রকার জঘন্য অত্যাচার করে, সেই শরীর মধ্যে তিনি স্বয়ং প্রাণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বাস করিতেছেন। যে কার্য্য করিলে অধর্ম্ম হয় সে কার্য্যের মূলে তাঁহার শক্তি। যে আত্মা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়, এবং দিবানিশি বিকৃত সুখ ভোগ করিতে চায়, নিমেষের জন্যেও তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় না, সেই অসাড় কৃতঘ্ন আত্মাকেও তিনি পোষণ করেন। জীবনে দেখিলাম সহস্র অপরাধ করিয়াও তাঁহার দয়া-জাল অতিক্রম করিতে পারি না। যখন তিনি সৃজন করিয়া আমাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন তখনই একটী প্রেম-জালে জড়িত করিয়া আমাদিগকে এখানে পাঠাইলেন। ধন্য সেই ভক্ত সাধু আত্মা যিনি দেখিতে পান প্রেম-জাল কি। কি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী ঈশ্বর সকলের প্রাণের প্রাণ। যে বলে যে চারিদিক অন্ধকার, কোথাও ঈশ্বর নাই, তাহার নিকট ঈশ্বরের সেই গম্ভীর সত্তা-জাল বিস্তারিত রহিয়াছে। যে বলে যে অন্ধকারের মধ্যে কেহই দেখিতে পায় না, তখনই ঈশ্বর তাঁহার জ্ঞান-জালে তাহাকে ধরিলেন। ঈশ্বর কেন এই প্রকার জাল বিস্তার করিলেন? ব্রাহ্মগণ! তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। মনে করিও না যে ঈশ্বরের সঙ্গে কেবল মধ্যে মধ্যে আলাপ হয়; কিন্তু ঈশ্বর অবিশ্রান্ত তোমাদিগকে নানা প্রকারে ধরিয়া রহিয়াছেন। সত্তা-জালে ধরিতে না পারিয়া, তিনি জ্ঞান-জালে ধরিতে চেষ্টা করেন, এবং পাপীরা তাঁহার জ্ঞান-জালে ধরা না দিলে তাহাদিগকে তিনি প্রেমজালে ধরেন। তাঁহার কোমল মধুর প্রেমজালে জড়িত হইয়া

পাষণ্ড ভক্ত হইল। আমাদিগকে ধরিবার জন্য ব্রহ্মের কত আয়াস, কত চেষ্টা! পিতা সহজে আমাদিগকে ছাড়িতে পারেন না। তিন প্রকার জালে তিনি আমাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করেন। তোমরা ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিলেই সংসারের মায়া কাটাইতে পার; কিন্তু ব্রহ্ম-জাল সম্বন্ধে তোমরা কখনও এইরূপ স্পর্দ্ধা করিতে পার না। কে তাঁহার জাল কাটিতে পারে? যেখানে অন্ধকার ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাও না, চক্ষু নিমীলিত করিয়া দেখ, আত্মার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেখ সেখানে তাঁহার অকাট্য জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। আত্মার প্রত্যেক সদ্ভাব, প্রত্যেক স্বর্গীয় চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য সেই জালে জড়িত! ঈশ্বর যখন আমাদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এই কৌশল করেন, এমন অভেদ্য জাল বিস্তার করেন, তখন কোন্ পথে যাইবে, ইহা কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? তাঁহার অভেদ্য জালে জড়িত হও কোন ভয় থাকিবে না, তিনি স্বয়ং তোমাদিগকে তাঁহার কৃপাগুণে বাঁধিয়া রাখিবেন। তাঁহার দৃষ্টি-জাল পাপীকে ধরে, প্রেমজাল ভক্তকে ধরে, এবং সত্তা-জাল সমস্ত জগৎকে ধরে। এই ত্রিবিধ জালে ব্রাহ্মগণ! ধরা দাও। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে এবং তোমাদের জীবনও বিশুদ্ধ এবং মধুর হইবে।

জগদীশ! তুমি এত নিগূঢ় কৌশল করিয়া আমাদিগকে ধরিতে চেষ্টা কর, এখন যে নাথ, জীবনের মধ্যে যতই প্রবেশ করিতেছি ততই দেখিতেছি আমাদের সঙ্গে তোমার নিগূঢ় সম্বন্ধ। কেন নাথ, তুমি পরিশ্রান্ত হও না। এই দশ বার বৎসর তোমার সঙ্গে রহিয়াছি, একদিনের জন্যও বিরক্ত হইলে না। কেন নাথ! এমন নিগূঢ় ভাবে জাল পাতিয়া রাখিয়াছ? আমাদিগকে ধরিবার জন্য তুমি এত

কৌশল করিতেছ, তবে কেন আমরা ধরা দিই না? যদি জানিতাম তুমি এমন করিয়া বাঁধিবে তবে কি আর অপ্রেমিক হইয়া থাকিতে পারিতাম। আশ্চর্য্য তোমার প্রেমের মধু! তোমার সঙ্গে সামান্য যোগ মনে করিতাম। কিন্তু তুমি ত পিতা, তেমন ঈশ্বর নও, তেমন পিতা নও, তেমন বন্ধু নও যে পাঁচবার অপরাধ করিলে তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। হে ঈশ্বর! এই যে সাধু ভক্ত সন্তান সকল তোমার প্রেমজালে পড়িয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীর সকল সুখ সম্পদ দেখিলাম, কিছুরই জন্য ত আর স্পৃহা হয় না। পিতা, এখন এই চাই যেমন ভক্তদিগকে চিরকালের জন্য তোমার চরণতলে বাঁধিয়া রাখিয়াছ, তেমনই এই নরাধম সন্তানকে বাঁধ। আর যেন তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে না পারি। আজ একবার বিশেষ করিয়া আমাদিগকে বাঁধ দেখি, গৃহে যাইয়া দেখিব যে যথার্থই আমরা তোমার অভেদ্য প্রেমজালে পড়িয়াছি। দুর্দ্দান্ত রিপুদিগের হস্ত হইতে তোমার সন্তানদিগকে রক্ষা কর। সকলকে তোমার প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধ। তোমার প্রেমজাল কেমন মধুর ইহা সকলকে ভোগ করিতে দাও। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এবং আমাদিগকে যে জন্য এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ তাহা সিদ্ধ হউক। বাঁধ জগদীশ, আমাদিগকে ভাল করিয়া বাঁধ। তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

---

* নামের কত শক্তি ! *

রবিবার, ৫ই আষাঢ়, ১৭৯৩ শক ; ১৮ই জুন, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

এক দিকে মহান্ পরমেশ্বর অসীম আকাশকে অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন।—তাঁহার স্বরূপ যেমন অনন্ত, দেশ এবং কালেও

তিনি তেমনই অনন্ত। তাঁহার সকলই অনন্ত। তাঁহার জ্ঞান অনন্ত, প্রেম অনন্ত, পবিত্রতা অনন্ত। ক্ষুদ্র মনুষ্যের সাধ্য কি তাঁহাকে বুদ্ধি মনের দ্বারা আয়ত্ত করে? মনুষ্য তাঁহাকে আপনার জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিল, ঈশ্বর বুদ্ধি মনের অতীত হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মসাধক বুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া তাঁহার মহান্ সত্তা অধিকার করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বর তাহার সকল চেষ্টা অতিক্রম করিয়া অসীম ভাবে বুদ্ধি মনের অগম্য হইয়া রহিলেন। কিন্তু এক দিকে যেমন তিনি অনন্ত, আমাদের বুদ্ধি মনের অগম্য, আর এক দিকে তাঁহার নাম সামান্য। যে ভূমাকে ধারণ করিতে পারিল না তাহার নিরাশার কারণ নাই। অসীম আকাশ ভাবিতে গেলে কূল কিনারা কিছুই দেখা যায় না; কিন্তু সামান্য নাম সকলেই ধারণ করিতে পারে। সূর্য্য সমস্ত আকাশে কিরণ বিস্তৃত করিতেছে; ঐ কিরণ শত যোজন স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সামান্য কাচের দ্বারা তাহা আমরা একটী ক্ষুদ্র স্থানে একত্রিত দেখিতে পাই। সেইরূপ ঈশ্বর অসীম ভাবে অনন্ত স্থানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন; কিন্তু আমরা কয়েকটী ক্ষুদ্র নামের দ্বারা তাঁহাকে চিন্তা করি, তাঁহাকে দর্শন করি, এবং তাঁহার আনন্দ সম্ভোগ করি।

এক দিকে পিতা মহান্, আর এক দিকে তাঁহার ক্ষুদ্র নাম। ঈশ্বর এক দিকে জ্ঞানের সাগর, দয়ার সাগর; কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া পাছে ভক্তেরা ভয় পায়, এইজন্য এক একটী নামের মধ্যে তিনি সাধকের নিকট এক একটী সরোবর প্রকাশিত করেন। ভক্ত তাঁহার অনন্ত সাগররূপ-প্রেম ধারণ করিতে পারেন না; কিন্তু একটী শব্দের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমসরোবর দেখিতে পাইলে তাঁহার

আনন্দের সীমা থাকে না। এক দিকে তাঁহার প্রেমসাগর অসীম, আর এক দিকে তাঁহার নামরূপ ক্ষুদ্র সরোবর। ভক্ত সেই সরোবরের তীরে যাইয়া, আপনার পাপ প্রক্ষালন করিয়া, অন্তর নির্ম্মল করিয়া লন। নামের শক্তি কত, ভক্তেরা জানে! পিতা দয়া করিয়া আমাদিগকে নামামৃত দিয়াছেন। যাঁহারা এই নামের মধ্যে পিতার প্রেমসরোবর দেখেন নাই, তাঁহারা ইহাকে সামান্য শব্দ বলিয়া, বর্ণমালা বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারেন। বাহিরের সামান্য কয়েকটী অক্ষরকে কে ধর্ম্মরাজ্যের সোপান বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? ব্রাহ্মেরা পারেন। পৃথিবীর পিতা মাতার নাম শুনিলে যদি কর্ণ জুড়ায়, ঈশ্বর যিনি সকল প্রকার আদরের বস্তু, তাঁহার নাম কি আমাদের নিকট মিষ্ট হইবে না? ঈশ্বরকে দেখিলে যেমন আনন্দ হইবে তেমনই তাঁহার নামেও আনন্দ হইবে। সেই নাম তাঁহার ভাব উদ্বোধন করিয়া দেয়। নামের প্রতি যদি ভক্তি হইত, আজ ব্রাহ্মদের এই দুর্দ্দশা থাকিত না। নাম ব্রহ্মরাজ্যের দ্বার। এই নাম আপাততঃ দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সেই অনন্ত প্রেমসিন্ধু প্রকাশিত হইবে। এই নাম সাধন করিয়া তোমাদের জীবনকে পবিত্র কর। ক্রমে ক্রমে দেখিবে ইহার মধ্যে ঈশ্বরের সমুদয় স্বরূপ উজ্জ্বল-রূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার মধ্যে অল্প হইতে অধিক এবং ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য দেখিবে। নাম সাধনের প্রয়োজন কি? এইজন্য যে, ব্রাহ্ম ঈশ্বরের সমস্ত ভাব একেবারে ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং নির্জনে তিনি "ব্রহ্ম ব্রহ্ম, দয়াময় দয়াময়, পিতা পিতা," বলিয়া উচ্চারণ করেন, এবং যতই দয়াময় নাম শ্রবণ করিয়া হৃদয় পুলকিত হয়, ততই অধিক পরিমাণে

তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হয়। এইরূপে নামরূপ সামান্য উপকরণ লইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করেন, অবশেষে ব্রহ্মরূপ প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইয়া অপার আনন্দ অনুভব করেন।

এই সংসার অরণ্য মধ্যে কোন্ দিন কোন্ বিপদ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে কিছুই জানি না। কিন্তু দেখ ঈশ্বরের কেমন চমৎকার কৌশল! তিনি কেমন এক একটী সামান্য উপায়ে আমাদিগকে মহাবিপদ সকল হইতে উদ্ধার করিতেছেন। কতবার দেখিলাম, তাঁহার কৌশলে এক একটী সামান্য ক্ষুদ্র ঔষধ কেমন আশ্চর্য্যরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত বহুকালের প্রকাণ্ড রোগ সকল বিনাশ করিল। সেই অণুমাত্র ঔষধ দ্বারা সমস্ত শরীর পরিবর্ত্তিত এবং সংশোধিত হইল। আত্মাও সেইরূপ যখন দুর্ব্বল হইয়া তেজোবিহীন এবং অচেতন হইয়া যায়, সেই ভয়ানক রোগগ্রস্ত, সঙ্কট রোগাক্রান্ত পাপীকে একবার ব্রহ্মমন্দিরে আনিয়া, কেবল তাহার নিকট দয়াময় দয়াময় নাম বল। আত্মার গভীর স্থানে যদি একবার এই নাম স্থান পায়, দেখিতে দেখিতে সেই পাষাণের ন্যায় যে চক্ষু তাহা ঝর ঝর করিয়া অশ্রুপাত করিবে, সেই পাষাণের ন্যায় যে হৃদয় ঐ নামে নিশ্চয়ই বিগলিত হইবে। কিসের এত মহিমা? কেবল এই চার অক্ষর দয়াময় নামের এত ক্ষমতা! পাপী নামামৃত পান করিল, নামামৃত ভক্তিরসে পরিণত হইল, ভক্তিরস শান্তিরসে পরিণত হইল। শান্তিরস পুণ্যস্রোতে তাহার হৃদয়কে প্লাবিত করিল। দয়াময় নাম অতি সামান্য, কিন্তু সাধন কর, ইহার মধ্যে সমস্ত ব্যাধি, এবং সমুদয় পাপ বিকারের ভেষজ দেখিতে পাইবে। যেখানে বাহ্যিক সাধনের উপায় নাই, যদি সেখানে কোন আন্তরিক পাপ বিকার আসিয়া হৃদয়কে

অবসন্ন করে, তখন কাহার সাধ্য আমাদিগকে রক্ষা করে? তখন নাম ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যতক্ষণ ব্রহ্মনাম সম্বল রহিয়াছে ততক্ষণ আমাদের কোন ভয় নাই। যদি এই নাম-কবচে সজ্জিত থাকি এবং এই নাম-ধনে ধনী হই, তবে কোন্ রিপুর সাধ্য যে আমাদিগকে আক্রমণ করে? রোগের সময় এই নাম আমাদের ঔষধ। যখন আত্মা অবসন্ন হইয়া মৃতপ্রায় হয়, তখন এই নামামৃত পান করিয়া নবজীবন লাভ করি। এই নামের সুমিষ্ট রস পান করিলে অন্তরের সকল প্রকার বিষাদ দূর হয়। এই নামরূপ জ্যোৎস্না চারিদিকের অন্ধকার তিরোহিত করে। অনেক আড়ম্বর সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে না, ধর্ম্মের প্রকাণ্ড সাধন সকল সর্ব্বদা আয়ত্ত করিয়া রাখা যায় না, কিন্তু এই ক্ষুদ্র নাম সকল অবস্থাতেই জপ করিতে পারি। ঈশ্বর সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন। নাম ধরিয়া ভাবিবা মাত্র তিনি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা যেন সাংসারিক ভাবে কখনও ব্রহ্মনাম গ্রহণ না করি। তিনি যেমন গম্ভীর, তাঁহার নামও গম্ভীর। শুষ্ক ভাবে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে অপরাধী হইতে হইবে। যাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেছি, তিনি সম্মুখে বিদ্যমান ইহা অনুভব করিতে হইবে। নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে যেন অকারণে তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ না করি। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে পরমাত্মার পবিত্র নাম গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম, এবং তাঁহার পবিত্রতা হৃদয়কে অধিকার করিবে। নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত ভক্তবৃন্দ ঈশ্বরপ্রেমে নিমগ্ন হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া আমরা ব্রহ্মনামরূপ অমূল্য ধন পাইয়াছি। এই নামের মধ্যে

আমাদের স্বর্গ, ইহার মধ্যে আমাদের সর্ব্বস্ব। যখন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ইত্যাদি উচ্চারণ করিব, তখন যেন হৃদয় এই সকল নামের অনুরূপ গভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভক্তিতে আর্দ্র হয়। দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার নাম করিতে করিতে সকল ইন্দ্রিয় দমন, সকল প্রকার পাপ বিকার বিনাশ করিতে পারি, এবং জীবনের বহুকালের সঞ্চিত দুঃখ জ্বালা নিবৃত্ত করিতে পারি।

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর, তুমি যে আমাদিগকে তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে অধিকার দিয়াছ, সে অধিকার যে কত উচ্চ তাহা সংসারে আসক্ত হইয়া দেখিলাম না। জগদীশ, তোমাকে দয়াময়, পিতা, পরিত্রাতা বলিয়া ভাবি, এ সকল শব্দের অর্থ কি তাহা বুঝাইয়া দাও। পিতা, যদি তোমার নামের যথার্থ অর্থ জানিতাম, তাহা হইলে সুদীর্ঘ উপাসনা করিতে হইত না। তুমি যে নামের মধ্যে ধর্ম্মের সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছ। ঐ নাম আমাদের সুখ, পরিত্রাণ, আমাদের সকলই। কিন্তু জগদীশ, অনেকবার তোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছি, তবে কেন তোমার নামের সুধা পান করিতে পারি না। যে দিন ব্রাহ্ম করিয়াছ, সে দিন হইতে কতবার তোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছি ভাবিলে অবাক হইতে হয়। ইচ্ছা হইলেই, পিতা, তোমাকে 'দয়াময়' বলিতে পারি, 'তোমার মুখ সুন্দর' বলিতে পারি; কিন্তু পিতা, দেখ, মন তোমাকে ভালরূপে স্বীকার করিতে চায় না। তাই তোমার প্রসন্ন ভাব দেখিতে পাই না। বুঝিয়াছি, পিতা, বলিতে হইবে না, যদি ভাবের সহিত এ সকল কথা বলিতে পারিতাম, তবে আর দুঃখ থাকিত না। দেখ, জগদীশ, তোমার ব্রাহ্মসন্তান প্রতিদিন তোমাকে কত নাম ধরিয়া ডাকেন—দয়াময়, প্রেমসিন্ধু,

দীনবন্ধু, পতিতপাবন ইত্যাদি কত প্রকার নাম ধরিয়া তোমাকে ডাকেন; কিন্তু দেখ পিতা, তাঁহারাই এই বলিয়া রোদন করেন কৈ পিতাকে ডাকিলাম, তিনি ত উত্তর দিলেন না; তাঁহার সঙ্গে ত দেখা হইল না। পিতা, এই রোগের ঔষধ বলিয়া দাও তোমার নামে যেন কলঙ্ক না হয়। তোমার সন্তানেরা শূন্য আকাশের পূজা করিয়া যেন ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশ না করেন। পিতা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই নাম ভক্তির সহিত লইতে পারি। আর বৃথা তোমার নাম করিতে চাই না। যখন তোমার নাম ধরিয়া ডাকিব, তখনই বলিবে, "দেখ, আমি আসিয়াছি।" পিতা, আমাদিগকে এই অবস্থা আনিয়া দাও। পিতা, তোমার কাছে আর কি ভিক্ষা চাহিব, পুত্র কন্যাকে বলিয়া দাও—কি সজনে কি নির্জনে যখন তোমার নাম ধরিয়া ডাকিবেন, তখনই নাম যে সুমিষ্ট তাহা যেন বুঝিতে পারেন। নাথ, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

কৃতজ্ঞতা। *

রবিবার, ১৯শে আষাঢ়, ১৭৯৩ শক; ২রা জুলাই ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

এমন ব্যাপার জগতে কি আছে যাহা আমরা বারম্বার দেখি; কিন্তু প্রতি নিমেষে ভুলিয়া যাই? ইহা সেই দয়াময়ের করুণা! তাঁহার করুণা প্রত্যহ দেখিতেছি কিন্তু প্রতি মূহূর্ত্তেই ভুলিয়া যাইতেছি। আমাদের মনের ভাবান্তর হইতেছে, অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু তাঁহার স্নেহ পূর্ব্বেও যেমন, এখনও তেমনই রহিয়াছে। আমাদের হৃদয়ের সর্ব্বদাই রূপান্তর হইতেছে; কিন্তু ঈশ্বর অটলভাবে আমাদিগকে নিত্য তাঁহার প্রেম বিতরণ করিতেছেন। ইহা অতি

সামান্য ঘটনা। সর্ব্বদা দেখিতেছি বলিয়া ইহার গুরুত্ব অনুভব করি না। কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারি আর না পারি, ঈশ্বর কখনও আমাদিগকে দয়া করিতে ক্ষান্ত হন না। আমরা যতই কেন কৃতঘ্ন হই না, তাঁহার পক্ষে আমাদের প্রতি কঠিন হওয়া অসম্ভব। আমাদের প্রতি যাঁহার এই প্রকার অপরিবর্ত্তনীয় দয়া, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া অনায়াসে আমরা সামান্য সংসারকে বড় মনে করি।

ঈশ্বরের করুণাতে জগৎ নির্ম্মিত, তাঁহার করুণাতে জগৎ অনুরঞ্জিত। তাঁহার করুণায় চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল, ইত্যাদি সমুদয় পদার্থ সমবেত হইয়া প্রতিদিন আমাদের কত উপকার করিতেছে। জগতের যে কোন বস্তুর প্রতি ব্রাহ্ম দৃষ্টিপাত করেন, সর্ব্বত্র ঈশ্বরের করুণার নিদর্শন দেখিয়া অবনত মস্তকে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু কেবল জগৎরূপ-গ্রন্থে পিতার দয়া পাঠ করিয়া তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন না, বহির্জগতের অতীত ব্রহ্মের সেই অব্যবহিত সন্নিধানে গমন করিয়া, তাঁহার প্রেমামৃত পান করিতে না পারিলে ব্রাহ্মের ব্যাকুলতা তৃপ্ত হয় না। সূর্য্য সাধারণের হিতের জন্য উদিত হইল, পক্ষিগণ সাধারণের সুখের জন্য সঙ্গীত করিল, পুষ্প সকল সাধারণের জন্য প্রস্ফুটিত হইল, কেবল এই বিশ্বাস তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে না, কারণ তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে বিশেষ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ব্যাকুল; সুতরাং যখন তাঁহার এই বিশ্বাস হয় যে, ঈশ্বর আমার জন্য সূর্য্যকে প্রেরণ করিলেন; এবং আমাকে কাতর দেখিয়াই চন্দ্রকে উদিত হইতে বলিলেন; এবং আমারই জন্য পুষ্প সকল সৌরভ বিস্তার করিতেছে, তখনই তিনি প্রকৃত আনন্দ লাভ করেন।

বাস্তবিক প্রতিজনকে প্রত্যহ ঈশ্বর নাম ধরিয়া ডাকেন, এবং প্রত্যেকের সুখের জন্য তিনি ব্যস্ত। ব্রাহ্ম যতই এই বিশেষ দয়ার প্রণালী বুঝিতে পারেন, যতই অধিক পরিমাণে প্রত্যেক ঘটনায়—আমারই জন্য পিতা বিশেষ করুণা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনি ততই গভীর এবং প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতার সহিত অবশেষে পিতার চরণ ধারণ করিতে পারেন। বাহিরের ঘটনা সকল পরিত্যাগ করিয়া যখন আপনার জীবন পাঠ করিবেন, সেখানেও দেখি বিশেষ করুণা গূঢ়ভাবে তাঁহার জীবনে স্রোতঃ-রূপে প্রবাহিত হইতেছে। নিজের দোষে যত কিছু অমঙ্গল জীবনকে দূষিত করিয়াছে, কোথা হইতে ব্রহ্মের দয়া অগ্নির মত আসিয়া সেই সকল জঞ্জাল ভস্মীভূত করিতেছে। দয়াময় পিতা আমাদিগকে জানিতে দেন না যে, কত প্রকারে তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। প্রতিদিন পরিবারের মধ্যে গূঢ়রূপে কত প্রকার দয়ার ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন, সাধ্য কি মনুষ্য তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করে? আমাদিগকে পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি দান করিয়া প্রত্যহ তিনি যে সকল করুণার ব্যাপার দেখাইতেছেন, তাহা দেখিয়া কিরূপে বলিব যে তাঁহার বিশেষ দয়া নাই, কেবল সাধারণ নিয়মে সকলের উপকার করেন? প্রত্যেক সম্বন্ধ, এবং প্রত্যেক ঘটনা যে তাঁহার বিশেষ করুণার নিদর্শন। কিন্তু ইহাতেও যে আমাদের প্রতি তাঁহার দয়ার শেষ হইল না। তাঁহার এ সকল সাধারণ এবং বিশেষ করুণা ত জগতের প্রত্যেকের প্রতিই রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁহার আরও নিগূঢ় করুণা এই যে, তিনি আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম দান করিয়াছেন।

কেন আমাদের হস্তে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম আনিয়া দিলেন? কখনই বলিতে পারি না যে, আমরা তাঁহার এই সর্ব্বোচ্চ পবিত্রতম ধর্ম্মের উপযুক্ত, আমাদের অপেক্ষা পৃথিবীতে তাঁহার কত সহস্র সহস্র জ্ঞানী এবং সচ্চরিত্র সন্তান বিদ্যমান রহিয়াছেন, তবে কেন আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার দিলেন? কৈ তাঁহাদিগকে ত তিনি প্রত্যহ দেখা দেন না। কেন আমাদের উপাসনা প্রতিদিন গ্রহণ করেন? যখন আমরা শিথিল এবং নিরাশ হইয়া পড়ি, তখন কেন এক একটী নূতন ব্যাপার দেখাইয়া আমাদিগকে উৎসাহ এবং জীবন দান করেন? যখন সকলে মিলিয়া সংসারী হইতে যাই তখন কেন অজ্ঞাতসারে হঠাৎ আমাদের অচেতন মনকে জাগাইয়া দেন? যখন আমরা মৃত হইয়া পড়ি, তখন কেন তিনি স্বহস্তে আমাদিগকে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে লইয়া গিয়া, আমাদের অন্তরে নবজীবন দান করেন? এ সকল করুণা যতই আলোচনা করি, দেখি যে আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই। পৃথিবীর কত কোটী কোটী লোক এখনও অজ্ঞান ও কুসংস্কারে বদ্ধ রহিয়াছে; কিন্তু আমরা কোথায় আসিয়াছি ভাবিলে, এমন পাষণ্ড হৃদয় কোথায় যাহা কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয় না? আমরা এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, অনায়াসে এ সকল স্বর্গের সামগ্রী পাইলাম?

আমরা অন্তরে পিতাকে ডাকিতেছি, তিনি আসিয়া আমাদের বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করিতেছেন—কেমন আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার নিকটে বসাইয়া আমাদের অন্তরের জ্বালা নির্ব্বাণ করিতেছেন—জগতের কোটী কোটী লোক এই প্রণালীও হয় ত জানে না। কত প্রকারে যে তিনি আমাদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা জানাইতেছেন,

তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ইহকালে কত সুখ পাইতেছি, আবার অনন্তকালের জন্য কত সুখ তিনি সঞ্চিত রাখিয়াছেন। কি জন্য আমাদিগকে এত দয়া করিতেছেন? আমাদিগকে দয়া করিয়া তাঁহার কি হইবে? সমস্ত দয়া প্রকাশে তাঁহার লক্ষ্য এই যে তিনি একদিন চিরকালের জন্য আমাদিগকে প্রেম-রজ্জুতে বাঁধিবেন। এই জন্যই তিনি আমাদের প্রতি সাধারণ করুণার পর বিশেষ করুণা, এবং বিশেষ করুণার পর নিগূঢ় করুণা, এবং নিগূঢ় করুণার পর মিষ্টতম করুণা প্রকাশ করেন। এ সকল করুণায় একদিন আমাদিগকে বাঁধিবেনই বাঁধিবেন। কিন্তু যেমন এক দিকে তাঁহার করুণা চমৎকার ও বাক্যের অতীত, তেমনই আর এক দিকে আমাদের মন পাষাণের ন্যায় কঠিন। তাঁহার এত দয়ার ব্যাপার দেখিতেছি, কিন্তু মন অচেতন, ইহাতে কৃতজ্ঞতার উদয় হয় না। একবার মনে করি ভক্ত হই এবং কৃতজ্ঞ হইয়া পিতার চরণতলে পড়িয়া থাকি, আবার সেই প্রতিজ্ঞা, সেই ভাব কোথায় চলিয়া যায়।

এক দিকে যেমন তাঁহার দয়া প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে প্রবাহিত হইতেছে; অন্য দিকে তেমনই আমাদের কৃতজ্ঞতা-ঋণ বৃদ্ধি হইতেছে। যতই তাঁহার প্রেম উপভোগ করিতেছি ততই এই ঋণ গুরুতর হইতেছে। আমরা তাঁহার কৃপায় এমন অনেক শিক্ষা পাইয়াছি যাহা পৃথিবীর কেহই পায় নাই। যে সকল বিষয় অনেকের পক্ষে দুর্ল্লভ এবং নিতান্ত কঠিন, সে সকল তাঁহার কৃপায় এখন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ এবং সুলভ। বাস্তবিক আমরা বিশেষ অনুকূল সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। শত শত বৎসর পরিশ্রম করিয়া মনুষ্য জাতি যে সকল সত্য আবিষ্কার এবং সংগ্রহ করিয়াছে, আমরা

অনায়াসে সে সকল সত্যের অধিকারী হইয়াছি। জগতে ঈশ্বরের সত্য এবং প্রেমরাজ্য এখন প্রগাঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এমন শুভ সময়ে যদি তাঁহাকে অল্প পরিমাণেও হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দিতে না পারি, তবে যে আমাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। আমরা সকলেই সেই অবস্থা চাই—যখন যতই ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিব, ততই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইব। অকৃতজ্ঞ হৃদয়ে যদি বাস করি তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার প্রেমের মধুরতা আস্বাদন করিতে পারি ?

ব্রাহ্মদের হইতে জগৎ কত প্রত্যাশা করিতেছে, সংসারের লোকেরা মনে করিতেছে, "ব্রাহ্মেরা সকলই লুটিয়া লইল ; ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট অঙ্গ সকল ইহারা সাধন করিল ; ব্রহ্মোৎসবের ব্যাপার সকল ইহাদের হস্তগত হইল ; ধ্যানের উন্নত অবস্থা, ভক্তির মধুর ভাব, নামামৃত রস পান ইত্যাদি সকলই ব্রাহ্মদের নিজস্ব হইল। এক দিকে যেমন ধর্ম্মের গূঢ়তম এবং উচ্চতম ভাব সকল ইহাদের অধিকৃত হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনই ইহারা জ্ঞানের এবং সভ্যতার মধ্যস্থলে বাস করে।" এই উন্নত এবং সুবিধার অবস্থাতে যাহারা বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কেন শুষ্কতা, সেখানে কেন অকৃতজ্ঞতা ? পরম পিতা স্বয়ং আসিয়া আমাদের গৃহে বাস করিতেছেন, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর যত প্রকার উন্নত ভাব এবং গভীর সত্য সমুদয় আমাদের গলার হার করিয়া দিলেন ; তাঁহার জ্ঞানরত্ন, ধর্ম্মরত্ন সকলই আমাদের হস্তে দান করিলেন, তবে কেন আমাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতার অভাব ? আমরা তাঁহার সকল প্রকার করুণার অধিকারী হইলাম। তথাপি কি আমরা তাঁহাকে মন প্রাণ সর্ব্বস্ব দিতে পারিব না ? ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিতে কখনও ত্রুটী করেন নাই,

এবং করিতে পারেন না। এখন একবার আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা সাধন করিতে হইবে। অনেক দিন হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জ্ঞানের সাধন, অনুষ্ঠানের সাধন আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় কৃতজ্ঞতার সাধন ভিন্ন ধর্ম্মজীবন রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।

প্রতিদিন পিতার যে সমস্ত করুণা উপভোগ করি সন্ধ্যার সময় যদি একবার সে সকল স্মরণ করি, মস্তক আপনা আপনি কৃতজ্ঞতা-ভরে অবনত হইবে। তখন হৃদয় সহজেই তাঁহাকে এই কথা বলিবে "পিতা! ধন্য তুমি! প্রতিদিন তোমার পবিত্র চরণে কৃতজ্ঞতা-পুষ্প অর্পণ করিব।" এই ভাবে যদি ব্রাহ্মগণ প্রত্যহ ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হন, তবে অল্প দিনের মধ্যেই ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে অকৃতজ্ঞতা পাপ দূর হইয়া যাইবে। পিতা অনেক খাওয়াইলেন, অনেক পরাইলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রেমের সাধ মিটিল না। কেবল ইহলোকে আমাদিগকে সুখ দিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন না। কারণ কেবল ষাট বৎসর আমাদিগকে সুখী করিলে কি হইবে? ইহা তিনি জানেন, এই জন্য তিনি আমাদিগকে অনন্ত জীবন দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখানে কত প্রকারে আমাদের উপকার করিতেছেন, আবার পরকালে আমাদের জন্য কত প্রকার সুখ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। উপকারের পর উপকার, প্রেমের পর প্রেম প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার চরণতলে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা যতই কেন সংসারী হই না, তিনি ততই আমাদিগকে বিশেষরূপে ধরিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কতবার আমরা কল্পিত মৃত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করি, কতবার তাঁহাকে ভুলিয়া সংসারে সুখ

অন্বেষণ করি, এবং কতবার কঠিন ব্যবহার করিয়া তাঁহার প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হই, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু নাই এবং কিছুতেই তাঁহার করুণা পরাস্ত হয় না।

আমাদের জীবনের শত শত পরিবর্ত্তন এবং সহস্র প্রকার অত্যাচারের মধ্যেও ঐ করুণা উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কোন্ মুখে বলিব যে, পিতা আমাদিগকে দুর্ব্বল দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; যখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছিলাম তখন ক্ষুধার অন্ন এবং পিপাসার জল দেন নাই; বিপদের সময় অনাথ অসহায় দেখিয়াও আশ্রয় দিলেন না; এবং যখন পাপবিকারে জর্জ্জরিত হইয়াছিলাম; তখন পাতকী বলিয়া ঘৃণা করিয়া চলিয়া গেলেন? সাধ্য নাই যে এ সকল কথা বলিয়া তাঁহার দয়াময় নামে দোষারোপ করি। তাঁহার দয়া ঐ মুখ বন্ধ করিয়াছে। কারণ, আমরা পদে পদে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি; শত শতবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা লঙ্ঘন করিয়াছি; ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে বারবার অস্বীকার করিয়াছি; এবং কত তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছি; কিন্তু আমাদের এ সকল দুর্দ্দান্ত ব্যবহার দেখিয়া, তিনি কি কখনও আমাদিগকে তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন? বিচারের সময় তাঁহার দয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে লজ্জা দিবে। অতএব ভ্রাতৃগণ! এস আমরা কৃতজ্ঞতা সাধন করি। তিনি আমাদের জন্য কি করিতেছেন, প্রতিদিন আমাদিগকে কেমন করিয়া খাওয়াইতেছেন, কেমন করিয়া আমাদের অভাব সকল মোচন করিতেছেন, এস, এ সকল আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে চেষ্টা করি। আহারের সময় যদি একবার তাঁহার দয়া মনে হয়, তবে একটী অন্ন খণ্ডেও পরিত্রাণ পাইতে

পারি; আর তাঁহার দয়া যদি স্বীকার না করি, তাহা হইলে সহস্র মহাব্যাপারেও আমাদের অচেতন মন ভাল হইতে পারিবে না। একদিনের করুণা ভাবিয়া দেখ, ভয়ানক যন্ত্রণার মধ্যেও শান্তি পাইবে। সময় থাকিতে থাকিতে কৃতজ্ঞতা সাধন করিয়া লও, নতুবা অবশেষে অকৃতজ্ঞ হৃদয় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পরলোকে প্রবেশ করিতে হইবে।

আমি আমার শত্রু, আমি আমার মিত্র। *

রবিবার, ২৬শে আষাঢ়, ১৭৯৩ শক; ৯ই জুলাই, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

জগতে আমাদের এমন শত্রু কে আছে, যে আমাদিগকে ভাল উপাসনা করিতে দেয় না? এমন শত্রু কে, যে আমাদের ধর্ম্মপথে বিঘ্ন জন্মায়, এবং আমাদিগকে জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঈশ্বরভক্ত হইতে দেয় না? কেন ধর্ম্মপথে আমাদের বারবার পতন হয়? এমন ভয়ানক শত্রু কে আছে যাহার জন্য পরীক্ষায় পড়িয়া সময়ে সময়ে আমাদিগকে মৃতপ্রায় হইতে হয়? ধর্ম্মোন্নতি সাধন করিবার জন্য পৃথিবীতে শত শত উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই সে সকল অবলম্বন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি; কিন্তু কে আমাদিগকে ঐ সকল উপায় গ্রহণ করিতে দেয় না? জড় জগতের প্রত্যেক বস্তুই আমাদের ধর্ম্মভাব উদ্বোধন করিতে সমর্থ, তবে কেন আমরা প্রতিদিন চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি বৃহৎ অতি রমনীয় পদার্থ সকল দেখিয়াও দয়াময় ঈশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি না? জড় জগৎ ব্যতীত পৃথিবীতে আবার প্রাচীন এবং নূতন শত শত সাধু ধার্ম্মিকদিগের

দৃষ্টান্ত সকল প্রত্যক্ষ রহিয়াছে; তাঁহাদের ভাব অনুকরণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের সাধুতা বৃদ্ধি হয়, এবং জীবনের অশান্তি দূর হয়; কিন্তু এমন শত্রু কে, যে আমাদের পক্ষে এ সকলই বিফল করিয়া দেয়? সেই শত্রু কে, যে আমরা একবার ঈশ্বরপ্রসাদে ভাল হইলেও, পুনর্ব্বার আমাদিগকে অধর্ম্ম পথে লইয়া যায়। অনেক বৎসর সাধন করিয়া যে শান্তি পবিত্রতা লাভ করি, সে শত্রু কে, যে আমাদের অন্তর হইতে সেই বহুকালের উপার্জ্জিত ধন একেবারে কাড়িয়া লয়? সে শত্রু কে, যে আমাদিগকে তৃষ্ণার সময় জল দেয় না এবং ক্ষুধার সময় অন্ন দেয় না? ধর্ম্মরাজ্যে থাকিয়াও কেন আমরা এত কষ্ট পাই? যখন দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া এই গভীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তখন আত্মার মধ্যে যে বিবেক রহিয়াছে, তাহা এই প্রকার উত্তর দেয়, "হে জীব, আর কোথাও তোমার শত্রু নাই, তুমিই তোমার শত্রু।" বাস্তবিক বাহিরে আমাদের কোনও শত্রু নাই। আমরাই আমাদের শত্রু। আমরা মনে করি বহির্জগতে নানাপ্রকার প্রলোভন; ধন, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি না থাকিলে কখনই আমরা অধর্ম্ম পথে বিচরণ করিতাম না; কিন্তু ইহা আমাদের ভ্রম। এ সকল আমাদের কল্পিত শত্রু, ইহাদের কোনটীই আমাদের প্রতি শত্রুতা আচরণ করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। কারণ, যখন ধনকে জিজ্ঞাসা করি, "ধন, তুমি কি আমার শত্রু? তুমি কি আমাকে ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিলে?" ধন বলে, "আমি কেন তোমার শত্রু হইব? দেখ সাধুদিগের হস্তে পড়িয়া আমার দ্বারা জগতের কত উপকার হয়, কেবল তুমি আমার অপব্যবহার করিয়া আমাকে কলঙ্কিত করিলে।"

বাস্তবিক ধন কাহারও শত্রু নহে; ধনলোভই আমাদের শত্রু।

আবার যখন স্ত্রী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি আমার শত্রু? তোমরা যদি শত্রু না হইবে, তবে যখন উপাসনা করিতে যাই, তখন কিরূপে তোমাদিগকে সুখে রাখিব, কিরূপে তোমাদের কষ্ট দূর হইবে, কেন এ সকল চিন্তা আসিয়া আমার হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে যাইতে দেয় না? তোমরা যদি শত্রু না হইবে, তাহা হইলে তোমাদের জন্য কেন পশুর ন্যায় সমস্ত দিন কার্য্য করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হই? তখন করজোড়ে ভার্য্যা পুত্র বলে, "আমরা তোমার শত্রু নই, আমাদের ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, তুমি কেন আমাদিগের জন্য ভাবিয়া উপাসনায় বঞ্চিত হইবে?" যখন স্ত্রী পুত্রের এই প্রকার উত্তর শুনি, তখন দেখি আমিই আমার শত্রু। আমার অন্তরের আসক্তিই আমার সর্ব্বনাশের মূল। কি পুত্র, কি স্ত্রী, কি কন্যা, কাহারও অপরাধ নাই। আমার আসক্তিই আমার ধর্ম্মপথের কণ্টক। ধনেতে অপবিত্রতা নাই, স্ত্রী পুত্র কন্যাতেও অপবিত্রতা নাই, বহির্জগতেও অপবিত্রতা নাই। মায়া বল, ক্রোধ বল, লোভ বল, সকলই আমার অন্তরে। বাহিরে আমার কোন শত্রু নাই। সমুদয় শত্রু আমার অন্তরেই বিদ্যমান। জগৎ এবং ধন, পরিবার সকলেই রেহাই পাইল। আমি কেন কামী হই, আমি কেন ক্রোধী হই, আমি কেন লোভী হই? যাহাকে দেখিয়া আমার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, তাহার মধ্যে ত কোন প্রকার ক্রোধের কারণ নাই; আমি কল্পনা দ্বারা ক্রোধের উপযোগী একটী দৈত্য নির্ম্মাণ করি, এবং আপনার হস্তনির্ম্মিত সেই দৈত্যকে নিজের প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া, তখন ভাইকে ভুলিয়া যাই। আবার যে টাকার জন্য আমি স্বার্থপর হই, সাধু ব্যক্তি সেই টাকার দ্বারা কত প্রকার পরোপকার করেন;

তাঁহার নিকট যাহা অমৃত, আমার হস্তে পড়িয়া কেন তাহা গরল হইল? অর্থের দোষ নাই। আমার নিজের দোষেই স্বর্ণ রৌপ্য বিষময় হয়। আমি মনে মনে টাকাকে স্বার্থসাধনের উপায় বলিয়া চিন্তা করি; সেই চিন্তা অনুসারেই টাকা আমার ধর্ম্মপথের প্রতিবন্ধক হয়। অতএব সেই কল্পনার টাকাই আমার শত্রু। এইরূপে কল্পনার দ্বারা মনুষ্য কামী হয়, রাগী হয়, লোভী হয়। বস্তুতঃ কি ধন, কি স্ত্রী, কি পুত্র, কি কন্যা, এ সকল আমাদের শত্রু নহে। আমাদের নিজের কল্পিত পুত্র কন্যাই আমাদিগকে সত্য হইতে বঞ্চিত করে। জগৎ নিরপরাধ, মনুষ্য আপনি আপনার শত্রু। কিন্তু মনুষ্য যেমন আপনি আপনার শত্রু, অন্য দিকে তেমনই তিনি আপনার বন্ধু। তাঁহার যে মন কত সহস্র প্রকার কুচিন্তায় পরিপূর্ণ, এবং যে মন জগতের নির্দ্দোষ পদার্থ সকলকেও অপবিত্র ভাব-যোগে বদ্ধ করে, সেই মনের মধ্যেই কত স্বর্গীয় ধন সঞ্চিত রহিয়াছে। এই দুই প্রকার বিপরীত ভাবের সঙ্গে তাঁহার সংগ্রাম। তিনি ইচ্ছা করেন ভক্তের ন্যায় পরমেশ্বরকে একবার প্রণাম করিয়া অনেক বৎসরের যন্ত্রণা দূর করি; কিন্তু তখনই কোথা হইতে শত শত পাপ আসিয়া বলে "কি! তুই আমাদের দাস হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করিবি?" তখনই সাধুভাবে তিনি পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে যান; কিন্তু তাঁহার অসাধু পাপ-মন আসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করে। এইরূপে এক আপনি ঈশ্বরের দিকে, আর এক আপনি সংসারের দিকে যায়। ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? কত ব্যক্তি এক একবার অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন, "পিতা! আমার ধন মান, হৃদয় প্রাণ সর্ব্বস্ব তুমি লও; আর তোমার আশ্রয়

বিহীন হইয়া আমি বাঁচিতে পারি না।" কিন্তু ঐ দেখ তাঁহাদের এক হস্ত ঈশ্বরের চরণ ধরিবার জন্য উদ্যত, আর এক হস্ত সংসার-রজ্জুতে বদ্ধ। যাই বলিলেন ঈশ্বরে নির্ভর না করিয়া আর জীবন ধারণ করিতে পারি না, অমনই অন্তরস্থ গূঢ় পাপ আসিয়া তাঁহাকে ভুলাইতে লাগিল, নানা প্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল। এইরূপে পাপের অধীন হইয়া কত ব্যক্তি ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন। জগৎ কাহাকেও অব্রাহ্ম করিতে পারে না। কেহ বলেন সংসার আমাকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিল, কেহ বলেন পরিবার আমার সর্ব্বনাশের কারণ হইল, এ সকলই মিথ্যা কথা। মনুষ্য আপনি আপনার সর্ব্বনাশ করে। সাবধান! বাহিরে শত্রু আছে বলিও না। শত্রু তোমরা আপনি। কাহাকে অন্তরে করিয়া বেড়াইতেছ একবার ভাবিয়া দেখ। বিবেক বলিবেন যেমন আপনি আপনার শত্রু, তেমনই আপনি আপনার মিত্র। মনুষ্য ঈশ্বরকে ভুলিয়া যখন স্বেচ্ছাচারী হয়, তখনই আপনি আপনার শত্রু; কিন্তু আবার যখন ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আপনি আপনার মিত্র। ব্রহ্ম আমাদের মিত্র, মিত্রবিহীন হইয়া আমরা এক নিমেষের জন্যও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না।

যাঁহাকে তোমরা সর্ব্বদা স্কন্ধে লইয়া বেড়াইতেছ, তিনি তোমাদের সামান্য বন্ধু নন; কোন অবস্থাতেই তিনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। একবার ভাবিয়া দেখ, তোমাদের কত সৌভাগ্য যে, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তিনি তোমাদের বন্ধু। তাঁহাকে দেখিতে না চাও—কাহার দোষ? যেখানে বন্ধু নাই, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী যেখানে যাইতে পারেন না, সেই বন্ধুহীন নিরাশ্রয় স্থানেও

দেখিবে তোমাদের পরম বন্ধু সঙ্গে রহিয়াছেন। সকল চক্ষু মুদ্রিত হয়, কিন্তু তাঁহার চক্ষুতে নিদ্রা নাই, ঘোরতর অন্ধকার মধ্যেও তিনি প্রত্যেক সন্তানের অবস্থা দর্শন করেন, কেহই যখন তাঁহাকে দেখিতে পায় না; তিনি তখন সকলকে দেখেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অচেতন, কিন্তু তিনি জাগ্রৎ থাকিয়া ইহাকে রক্ষা করেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইবে? তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপে বাঁচিবে? তিনি যে আত্মার সঙ্গে গ্রথিত, তাঁহার সহিত যে আমাদের নিগূঢ় প্রাণের যোগ। যেখানে তিনি নাই, সেখানে কি তুমি থাকিতে পার? অতএব এমন প্রাণের বন্ধুকে কেন হৃদয় দান করিতে পার না? আপনার পরম শত্রু আপনি, কিন্তু অন্তরে একজন আছেন, যিনি এই শত্রুকে বিনাশ করিতে পারেন। যদি সেই পরম বন্ধুকে চিনিতে পার, অভয় পদ লাভ করিবে এবং অন্তরের জ্বালা নির্ব্বাণ হইবে। বাহিরের সমুদয় আড়ম্বর দূর করিয়া একটীবার যদি তাঁহাকে প্রণাম করিতে পার হৃদয় শীতল হইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে যখন সখ্যতা হইল, তখন আর ভয় কি? যদি সর্ব্বদা তাঁহার নিকট বাস করিতে ইচ্ছা না হয়, তবে দিবসের মধ্যে অন্ততঃ একবার তাঁহাকে ডাক, হৃদয় জুড়াইবে। এমন বন্ধু আর কোথাও পাইবে না; ছুড়িয়া ফেলিলেও ইনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তোমরা যদি ইহাঁর প্রতি অত্যাচার কর, এবং ইহাঁর প্রাণবধ করিতেও উদ্যত হও, তথাপি এই বন্ধু তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। ভ্রাতৃগণ! এই বন্ধুকে দর্শন কর। সকলই বিফল হইবে, যদি ইহাঁকে দেখিতে না পাও। সরল অন্তরে স্বীকার কর—ইহাঁকে না দেখিলে নিস্তার নাই। শরীরের অভ্যন্তরে প্রাণের মধ্যে এই প্রাণসখার মুখ

হইতে প্রেম-জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া তোমাদের প্রাণ কাড়িয়া লইতে দাও। যিনি একবার ইহাঁর পবিত্র মঙ্গল-জ্যোতি দেখিয়া মুগ্ধ হন, তিনি কি আর বন্ধু-বিহীন হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারেন ? কোথায় গেলে প্রাণসখার সংবাদ পাইবেন, কোন্ পুস্তকে তাঁহার বিষয় বিবৃত রহিয়াছে, এবং কাহার উপদেশ শুনিলে সেই পরম সুহৃদের প্রেম অনুভব করা যায়—ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি ঐ সকল অন্বেষণ করেন। অতএব ভ্রাতৃগণ ! ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হও, আর কিছু চাহিও না। বন্ধুকে পাইয়াছ কি না বল ? ইনি ভিন্ন আর কোথাও যথার্থ বন্ধু নাই। ইহাঁর সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাহা ঘনিষ্ঠ এবং নিগূঢ়। বাহিরের বন্ধুদের ন্যায় ইনি কখনই আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন না। অন্তরে প্রবেশ কর। আমাদের মনোরূপ ঘরের মধ্যে সেই বিশ্বপতি বিরাজ করিতেছেন। যখন জগতের রাজা পরমেশ্বর আমাদের বন্ধু হইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন আর আমাদের ভয় কি ? এই যে আমাদের এত অকৃতজ্ঞতা, এবং এত শুষ্কতা, ইহা কেবল এই জন্য যে যিনি আমাদিগকে বারবার সুধা পান করিতে দেন তাঁহাকে আমরা বধ করিতে যাই ; এবং যিনি আমাদের পরম বন্ধু, তাঁহাকে আমরা শত্রু বলিয়া নির্যাতন করি। ভ্রাতৃগণ ! আর এই প্রকার কঠিন হৃদয় লইয়া থাকিও না। পরম মিত্রকে ঘরে স্থান দাও, দেখিবে সহস্র অপরাধ তিনি ক্ষমা করিবেন। আর অনাথ হইয়া জগতে বাস করিও না। বন্ধুর সঙ্গে চিরবন্ধুতা সম্পাদন কর।

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর ! বল তোমার মত বন্ধু আর কোথায় পাইব ? দেখ পিতা, নির্ব্বোধ হইয়া আপনাকে আপনি দেখি না, তাই সংসারের প্রতি দোষারোপ করি। বলি, ঈশ্বর কেন

এমন সংসার সৃষ্টি করিলেন যাহা দেখিয়া পাপ করি। এইরূপে দেখ জগদীশ! নিজের দোষ ঢাকিয়া তোমাকে অপরাধী করিতে যাই। যে তুমি আমার মত পাষণ্ডের মুখেও প্রতিদিন অন্ন জল আনিয়া দাও, সে তুমি কি আমার জন্য এতগুলি শত্রু সৃষ্টি করিতে পার? যে তুমি আমার জন্য কত মঙ্গল ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছ, সেই তুমি কি আমাকে শত্রু দলন করিতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইতে পার? যে তুমি আমাকে দয়া না করিয়া থাকিতে পার না; সেই তুমি কি আমার নিকটে জগৎকে শত্রু করিয়া আনিয়া দিতে পার? পিতা, তুমি ত আমার শত্রু নও, তোমার জগৎ যে কখনই আমার শত্রু হইতে পারে না। আমার শত্রু যে আমি। নিজের শত্রু যে নিজে। পিতা, এক একবার মনে করি আর তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়া জীবন ধারণ করিব না; কিন্তু কোথা হইতে দুরন্ত "আমি" আসিয়া, আমার সেই সাধু প্রতিজ্ঞা বিনাশ করে। আমিই আমার কল্যাণ পথের বিষম জঞ্জাল হইলাম। কেন এমন করি? তোমার কাছে ত উত্তর দিতে হয় না। তুমি যে অন্তর্যামী। সেই পাপযুক্ত যে "আমি" তাহাই আমাকে তোমা হইতে বিচ্যুত করে। পিতা, এই দুরন্ত "আমিকে" তুমি শাসন কর। আর যে এই বিষম রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। ঔষধ আনিয়া দিয়াছ, বন্ধু হইয়া ঘরে বসিয়া আছ, কিন্তু দেখ পিতা, মন যে তোমাকে চায় না। আমার ঘর যদি আমি না সামলাই তবে কে আমাকে ভাল করিবে? তুমি কাছে বসিয়া আছ তাই বাঁচিতেছি, কিন্তু দেখ পিতা, এই যে দুরন্ত শত্রু "আমি" ইহা আমাকে সর্ব্বদা প্রহার করিতেছে, মুখ তুলিয়া তোমাকে দেখিতে দেয় না। তোমার কাছে শান্তি পাইবই পাইব, যদি তোমার মুখ দেখি; সকল

জ্বালা দূর হইবে, জীবন সফল হইবে। দীনবন্ধু নাম ধরিয়া যখন তুমি জগতে পাপীর কাছে আসিয়াছ, তখন শান্তি দিবেই দিবে। একবার পিতা! তোমার সখার ভাব দেখাও। পিতা প্রসন্ন হইয়া বল যে যথার্থই তুমি আমার প্রাণসখা। মহাপাপী হয়ে যখন দেখিব যে তুমি আমার বন্ধু, তখন জয় দয়াময়, জয় দয়াময় বলে প্রাণকে শীতল করিব।

সত্যযুগের সরলতা।

রবিবার ১লা শ্রাবণ, ১৭৯৩ শক; ১৬ই জুলাই, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম অবস্থাতে আমরা সত্যযুগের লক্ষণ সকল দর্শন করি। তখন সকলই নূতন, সকলই নির্দ্দোষ, এবং সকলই সরল ও সরস। তখন অন্তরে যেমন নব নব ভাব সকল উদিত হয়, বাহিরেও তেমনই নব উৎসাহ এবং নব উদ্যম। এই অবস্থায় যখন ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া মিলিত হন, তখন তাঁহাদের অন্তরে যেমন নবানুরাগ এবং সরলতা, বাহিরেও তেমনই উৎসাহ এবং প্রফুল্লতা। অন্তরে যেমন দিন দিন প্রীতি এবং উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, বাহিরের ঘটনা সকলও সেই অন্তরস্থ অগ্নি আরও প্রদীপ্ত করে। ইহাই বাস্তবিক কবিত্বের সময়, এই সময় তাঁহাদিগের নিকট জগৎ নূতন, এবং ইহার প্রত্যেক বস্তু স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ। কি বৃক্ষ কি স্রোতস্বতী, কি পক্ষী, কি সমীরণের মধুর হিল্লোল, প্রত্যেকেই উপদেষ্টার ন্যায় তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মকৃপার পরিচয় দেয়। তখন সাধু ভ্রাতাদিগের ধর্ম্ম-মূলক-বাক্য ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া গৃহীত

হয়। বিশ্বাস, বিনয়, ভক্তি, সরলতা, এবং কোমলতা, এই সময়ের প্রধান লক্ষণ। অবিশ্বাস, অপ্রণয়, এবং কঠিনতা এই অবস্থায় কোন মতেই স্থান পায় না। কেমন আশ্চর্য্য এই সত্যযুগ! এই অবস্থায় ক্ষুদ্র শিশুও প্রকাণ্ড পর্ব্বত সকল স্থানান্তরিত করিয়া অনায়াসে সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। এবং আপনার স্বাভাবিক বলে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়। তিনি কি একটী কথা বলেন, তাহা শুনিয়া তাহার অন্তর দুর্জ্জয় বল লাভ করে, এবং আপনি যেমন সাধু হয়, অপর সহস্র লোককেও ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিয়া জগতে স্বর্গীয় সাধুতা বিস্তার করে।

যেমন বসন্ত কালে প্রকৃতির চারিদিকে সকলই নূতন এবং সকলই সুন্দর, সেইরূপ মনুষ্যও এই অবস্থায় সরল শিশুর ন্যায় সেই সর্ব্বাপেক্ষা পরম সুন্দর ঈশ্বরের নিকট গমন করিয়া আশ্চর্য্য শোভা এবং কোমলতা লাভ করে। এই অবস্থা স্বর্গের অবস্থা, ইহাই মনুষ্যের সত্যযুগ। এই অবস্থায় মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কিম্বা কুটিলতা, কাহারও জীবন কলঙ্কিত করিতে পারে না। কাহারও প্রতি সন্দেহ কিম্বা অবিশ্বাস অসম্ভব হইয়া পড়ে; কিন্তু প্রতিদিন নূতন ভাই এবং নূতন ভগিনী সকল মিলিয়া পরস্পরকে কোলাকুলি করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। এবং সকলে একত্র হইয়া আপনাদিগের প্রিয়তম ঈশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য ব্যাকুল। যতই নূতন নূতন ভাই ভগিনী লাভ করে ততই তাঁহাদের আনন্দ। এইরূপে তাঁহাদের অন্তরে দিন দিন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ভ্রাতাদিগের প্রতি প্রেম গভীরতর হয়; এবং এ সকল প্রকাশিত হইয়া বাহিরেও ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করে। অন্তরে যেমন ব্রহ্মের সত্য, ব্রহ্মের

প্রেম, এবং ব্রহ্মের পবিত্রতা প্রবাহিত হয়; বাহিরেও তেমনই এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত সত্যের ক্ষমতা, ও প্রেমরাজ্য বিস্তৃত হয়। কিন্তু এ প্রকার অবস্থা অনেক দিন থাকিতে পারে না। অচিরেই জগতের পাপ অন্ধকারে এই সত্যযুগ আচ্ছন্ন হয়। এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন। বুদ্ধি তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া, যাহাতে সেই সত্যযুগ অনন্তকালস্থায়ী হয়, এইজন্য "কলিকাল আসিতেছে, কলিকাল আসিতেছে," এই বলিয়া আত্মাকে সাবধান করিয়া দেয়, এবং সুতীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া অজ্ঞান, কুসংস্কার, আলস্য এবং ভ্রম ইত্যাদিকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন এক দিকে যেমন সহজ-জ্ঞান-লব্ধ-সত্য সকল তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার জন্য চেষ্টা হয়, তেমনই ভাই ভগিনীদিগকেও বিশেষরূপে জানিবার জন্য ইচ্ছা হয়। এবং বুদ্ধি আসিয়া তাঁহাদের দোষ গুণ বিচার করে। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই নিগূঢ় করুণা; তাঁহার প্রেরিত বুদ্ধির নিকট যতই ভ্রাতাদিগের দোষ প্রকাশিত হয়, অন্য দিক হইতে সেই পরিমাণে সরল প্রীতি আসিয়া তাঁহাদের দোষ সংশোধন করে। তখন এক দিকে যেমন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অন্য দিকে তেমনই হৃদয়ের কোমলতা। এই অবস্থাতেই বুদ্ধি এবং সরলতার সামঞ্জস্য।

তখন এক দিকে যেমন কলিযুগের লৌহ সম তীক্ষ্ণ জ্ঞানদৃষ্টি, তেমনই অন্য দিকে সুশীতল সত্যযুগের কোমলতা। সত্যযুগের সরলতা এবং বাল্যকালের নির্ভর ব্রাহ্মের জীবন। তাঁহার বুদ্ধি যতই প্রখর হউক না কেন ঈশ্বরের নিকট তিনি ক্ষুদ্র শিশু; এবং ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন তিনি কিছুই করিতে পারেন না; এইজন্য তাঁহাকে অসহায় বালকের ন্যায় প্রতিদিন পিতার দ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। পিতা

সেই নিরাশ্রয় শিশুকে দেখিয়া গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এইরূপে ব্রাহ্মশিশু, এক দিকে বুদ্ধি এবং সভ্যতার প্রতীক্ষা না করিয়া প্রতিদিন প্রার্থনাবলে আপনাকে সবল এবং সুন্দর করেন। আবার, আর এক দিকে, জগতের সমস্ত বিজ্ঞানের জ্যোতি পাইয়া আরও ঈশ্বরের কৌশল এবং মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অজ্ঞান এবং পাপ ধ্বংস করিতে করিতে সেই সত্য যুগের ভাব প্রকাশ করিতে থাকেন। এক দিকে শিশুর সরলতা, আর এক দিকে প্রাপ্ত বয়স্ক মনুষ্যের জ্ঞান এবং সভ্যতা। এই দুই অবস্থার সম্মিলনেই ব্রাহ্মের প্রকৃত মনুষ্যত্ব। তখন এক দিকে যৌবনের প্রখর জ্ঞান, আর এক দিকে শিশুর কোমলতা, এবং সরল নির্ভর। যখন এই দুই ভাবের যোগ, তখনই যথার্থই নির্ভয়ের অবস্থা। নতুবা কোন্ দিন সংসার আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া যদি শিশুর নির্ভর এবং সরল স্বভাব পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অহঙ্কার আসিয়া আমাদের সমুদয় সাধু ভাব বিনাশ করিবে। আমি জ্ঞান-বলে চিরকাল ব্রাহ্ম-জগতে দণ্ডায়মান থাকিব ইহা বলিতে বলিতে অহঙ্কার গলদেশে খড়্গ দান করিবে। আবার যদি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াও নির্ব্বোধ শিশুর ন্যায় দোষ গুণ বিচার না করি তবে পদে পদে প্রবঞ্চিত হইতে হইবে। ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে বিচার করিবার ক্ষমতা দান করিয়াছেন, তাহা পরিচালন না করিলে নিশ্চয়ই অজ্ঞান, ভ্রম কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা এবং নানাবিধ পাপাচার আসিয়া জীবন কলঙ্কিত করিবে।

এক দিকে শিশুর সরলতা, অপর দিকে প্রাপ্ত বয়স্কের গভীর জ্ঞান। কোন্ দিকে যাইব? ঈশ্বরের আদেশ—উভয়ই রক্ষা করিতে

হইবে। শিশুর সরলতা, এবং বয়োবৃদ্ধির পরিপক্ক জ্ঞান এই উভয়ের সামঞ্জস্য—সত্যযুগের মধ্যে, কলিযুগ, এবং কলিযুগের মধ্যে সত্যযুগের সম্মিলন করিতে হইবে। শিশুর মধ্যে মনুষ্য, এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মনুষ্যের মধ্যে সরল শিশুকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মকে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পাদন করিতে হইবে। যতই বয়োবৃদ্ধি হইবে ব্রাহ্ম ততই সরল শিশুর ন্যায় হইবেন, কেমন করিয়া হইবেন জানি না "বায়ু যথা ইচ্ছা বহমান হয়, এবং তুমি কেবল তাহার শব্দ শ্রবণ কর, কিন্তু কোথা হইতে সেই বায়ু আসিতেছে এবং কোথা বা তাহা যাইতেছে তাহা বলিতে পার না।" বায়ু কোথা হইতে আসিতেছে জানি না, কিন্তু ঐ দেখ বায়ু আসিতেছে। সেইরূপ মনুষ্যও শিশু হইবে, কিরূপে হইবে জানি না; এই বলিতে পারি ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই হইবে। আমরা যে পাপের আস্বাদ পাইয়াছি, এইজন্যই ইহা বুঝিতে পারি না। যখন পৃথিবীর কুটিল জ্ঞান আমাদের মন কঠিন করিয়াছে; তখন কেমন করিয়া আবার শিশুর সরলতা লাভ করিব? আমরা যে কলিযুগে বাস করিতেছি, কেমন করিয়া সত্যযুগের মধুরতা উপভোগ করিব? কিন্তু ঈশ্বরের সংসারে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। মনুষ্য যদি অর্দ্ধস্ফুট শিশুর ন্যায় সরল হইতে না পারে তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা। একজন মহাত্মা বলিয়াছেন—"যাহারা শিশুর ন্যায় না হইবে তাহারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

এই যে ব্রহ্মমন্দিরের মধ্যে শত শত ব্যক্তি আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, কে এই সকল লোক? চিরকাল যদি ইহাঁরা আমাদের পর রহিলেন তবে জগতে কবে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে? আমাদের মধ্যে কোন্ ব্রাহ্ম বলিতে পারেন যে ইহাঁরা

আমার পরিচিত; এবং ইহাঁদিগকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি? মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া কি আমাদের এই হইল যে, ভাইকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিব না? আমরা কি এইজন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি যে, পরস্পরের সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিব না? এতকাল ধর্ম্ম সাধনের পর কি বলিতে হইবে, ব্রাহ্মগণ! সাবধান, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেক প্রকার কপটতা, তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিও না, কদাচ তাঁহাদের হস্তে আত্মা বিক্রয় করিও না? ব্রাহ্মেরা এখানে কেন আসেন? এখানে আসিলে ত কোন প্রকার সাংসারিক ধন মান লাভ করা যায় না, তবে কেন সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁহারা এখানে আসিয়া সম্মিলিত হন? এইজন্য যে তাঁহারা আমাদের প্রাণের ভাই। কিন্তু জঘন্য আমাদের মন, আমরা একদিনও প্রশস্ত মনে তাঁহাদের চরণতলে পড়িয়া বলিলাম না যে তোমরা আমাদের ভাই। পিতা আমাদিগকে এইজন্য একত্রিত করিলেন যে আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রেমরাজ্য বিস্তার করিব। কেন আমাদের এই দুর্দ্দশা হইল? এদিকে পিতার নিকট শিশুর ন্যায় ভাই ভগ্নীদিগের জন্য কতবার প্রার্থনা করি; কিন্তু তাঁহারা যখন সম্মুখে আসিয়া ধর্ম্ম চান, তখন পলায়ন করি, হৃদয় খুলিয়া তাঁহাদিগকে ভাই ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করি না। যদি শিশুর ন্যায় ভাই ভগিনীদিগকে ভাল-বাসিতে না পারি, তবে আমাদের ধর্ম্ম মিথ্যা। প্রেমরাজ্য শিশুদিগের রাজ্য। যেমন দিনের পর দিন যাইতেছে তেমনই যদি আমাদের অন্তরে প্রেমের উপর প্রেম সঞ্চিত না হয়, তবে আমাদের সমুদয় ধর্ম্ম-কার্য্য নিষ্ফল।

যদি প্রেমরাজ্য সংস্থাপিত করিতে চাই, তবে বালকের ন্যায় পথে

পথে বেড়াইব, যত মনুষ্য পাইব, সকলকে ধরিব, বলিব বালক বালিকাগণ! তোমরা গৃহে এস, যিনি আমাদের পরম পিতা তিনি তোমাদিগকেও ভালবাসেন। এই সুসম্বাদ পাইয়া বালকবৃন্দ তাঁহাকে ঘেরিয়া তাঁহার প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে। ভ্রাতৃগণ! আর বিলম্ব করিও না। ভাই ভগিনীদের চরণতলে পড়িয়া প্রেমরাজ্যের সমাচার বল। মানিলাম তোমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছে, উৎকৃষ্ট সভ্যতা পাইয়াছ, পরস্পরের দোষ গুণ বুঝিতে পার, সাধু অসাধু সকলকে চিনিতে পার, কিন্তু এইজন্য কি ভাই ভগিনীদিগের প্রতি নির্দ্দয় হইবে? পিতার আদেশ যে প্রাপ্ত বয়স্কের প্রগাঢ় জ্ঞান এবং সভ্যতা লইয়া আবার শিশু হইতে হইবে। সেই সহজ জ্ঞান, সেই আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ বিশ্বাস এবং সেই সরলতা লইয়া এখনই পিতার পরিবার, ক্ষুদ্র শিশুদিগের পরিবার, সংস্থাপন করিতে হইবে। যে দিন ভাইয়ের মুখ দেখিবা মাত্র হৃদয় প্রফুল্ল না হয়, সেই দিন অনুতপ্ত হৃদয়ে পিতাকে বল, "পিতা! ভাইকে ভালবাসিতে পারিলাম না; কৃপা করিয়া আমার কঠিনতা চূর্ণ কর।" হায়! আমরা কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া কলিযুগের অসরলতা গ্রহণ করিলাম। একদিন এমন ছিল, যখন ভাইকে দেখিলে, ভাইকে স্পর্শ করিলে, শরীর পবিত্র হইত। তখন পরস্পরকে কেন এত ভালবাসিতাম? কাহাকেও ভালরূপ চিনিতাম না, কাহারও দোষ গুণ জানিতাম না, কিন্তু যাই কোন ভাই বলিতেন আমি ব্রাহ্ম; তখনই তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রাণের সহিত তাঁহাকে ভালবাসিতাম। হায়! ব্রাহ্মসমাজ হইতে কি সেই সত্যযুগ চলিয়া গেল! সেই সরলতা সেই প্রেম সেই বিনয় এবং সেই বিশ্বাস কি বুদ্ধির হাতে পড়িয়া বিনষ্ট হইল?

প্রচারক হইয়া দেশে দেশে গিয়া বড় বড় ধর্ম্মের কথা বলিয়াছি, এই অহঙ্কার আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। হায়! মনুষ্য হইতে গিয়া আমরা শিশুর সরলতা হারাইলাম। আর এখন নব নব ভাবপূর্ণ গান শুনিলে, অন্তরে সেই প্রকার ভক্তির উদয় হয় না। হায়! আমাদের সেই বাল্যকালের সরলতা, কোথায় গেল! গর্ব্বিত ব্রাহ্মগণ! যাই মনুষ্যত্ব পাইয়া ধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব জানিয়াছ বলিয়া অহঙ্কৃত হইলে, তখনই তোমাদের বাল্যকালের সেই সুকোমল চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। মনুষ্যের গভীর জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া শিশু হৃদয়ের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না হারাইলে। এখন অকূল-পাথারে ডুবিয়াছ; এখন আর সেই সরল বালকের ন্যায় পিতাকে ভালরূপে চিনিতে পারিতেছ না। বলিতেছ ঐ বুঝি আমাদের পিতা। আর কতকাল এই ভাবে থাকিবে? কলিযুগের কুটিলতা আর কতদিন তোমাদের সত্যযুগ প্রচ্ছন্ন রাখিবে? দেখ কুটিল বুদ্ধি আসিয়া তোমাদের সর্ব্বনাশ করিল, আর অচেতন থাকিও না, এই কলিযুগের মধ্যে আবার সত্যযুগকে আসিতে দাও। পরের বাগান হইতে যে সকল ফুল আনিয়াছ, সে সকল নিজের অন্তরে প্রস্ফুটিত হয় কি না পরীক্ষা করিয়া দেখ। পরের কূপ হইতে যত জল আনিয়াছ, তাহা নিজের হৃদয়ে উৎসারিত হয় কি না দেখ! চিরকাল পরের নিকট পিতার প্রেমের কথা শুনিলে কি হইবে? নিজের আত্মায় তাঁহার দয়া উপভোগ কর, নিজের হৃদয়ের ভক্তিপুষ্প লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হও। পিতা এখনও জীবন্ত আছেন। তাঁহাকে দিন দিন সরল বালকের ন্যায় ডাক। দেখিবে অন্তরের জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাণ হইবে। আপনারা সুখী হইবে, এবং এই বঙ্গদেশ, সমস্ত ভারতবর্ষ, চীনরাজ্য, এবং সমস্ত পৃথিবী পিতার

প্রেমস্রোতে অভিষিক্ত হইবে। আর আলস্যকে প্রশ্রয় দিও না; একবার সমস্ত হৃদয়ের সহিত পিতার প্রেমরাজ্য বিস্তার কর। দেখিবে তাঁহার কৃপায় সমস্ত পাপী জগতে প্রেমানন্দ এবং যোগানন্দের উৎস উৎসারিত হইবে।

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর! আবার কি তুমি এই পাপ-দগ্ধ-সন্তানকে দেখিতে আসিয়াছ? আবার সেই সময় মনে হইতেছে, যখন শাস্ত্র জানিতাম না, কিন্তু বালকের মত তোমাকে ডাকিতাম, তুমিও ডাকিবা মাত্র ঘর হইতে বাহির হইয়া সন্তানের হস্তে কত সামগ্রী দিতে। হাসিতে হাসিতে তোমার দান লইতাম, এবং গৃহে গিয়া মা বাপ ভাইকে বলিতাম, দেখ, পিতা আমাকে কেমন স্বর্গের সামগ্রী দিয়াছেন, তোমরাও এ সকল গ্রহণ কর, সুখী হইবে। দেখ জগদীশ! এখন সেই ভাব কোথায় গেল! পিতা! অহঙ্কার করিয়া মরিলাম; আমি বড় ধার্ম্মিক, আমি বড় ভক্ত, এবং আমি রাস্তায় রাস্তায় সংকীর্ত্তন করি, এ সকল মনে করিয়া কত অভিমান করি। এই অভিমানই সর্ব্বনাশ করিল। তখন পিতা, এই রকম অহঙ্কার হইত না, তখন ত কোন ভাই ভগিনীকে অশ্রদ্ধা করিতাম না, এখন তোমার করুণায় অনেক ভাই ভগিনীদিগের সঙ্গে পরিচয় হইল, তবে কেন ইহাঁদের সঙ্গে তেমন স্থায়ী ভাব হয় না? এখন তোমার সন্তানদিগকে ভালরূপ জানিয়া কি অবিশ্বাস করিতে হইল? পিতা! ভাল করে তোমার ব্রাহ্মসন্তানদিগকে প্রহার কর। বল, বালক না হইলে তোমার গৃহে যাইতে দিবে না। কত দূর দেশ হইতে এতগুলি ভাইকে আনিয়া দিলে, যদি বালকের ন্যায় ইহাঁদের ভাই বলিয়া স্বীকার করিতাম তবে কত সুখী হইতাম। কত নূতন মিষ্ট সম্পর্ক

করিয়া দিলে, কিন্তু কেমন কঠিন মন, তোমার মধুর দয়া আস্বাদন করিতে পারি না। দেখ পিতা, আমাদের মধ্যে উন্নতি কৈ প্রেমের গভীরতা কৈ? আর এই দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় জীবন বহন করা যায় না। এই কঠিন প্রাণকে বালকের মনের মত কোমল করিয়া দাও। শিশুর মত যাহাতে তোমার কাছে মনের কথা বলিতে পারি, তোমার চরণ ধরিয়া এই মিনতি করি।

প্রেম-পরিবার। *

রবিবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৭৯৩ শক; ২৩শে জুলাই, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

পিতা চাই, ভ্রাতা ভগ্নী চাই, এবং ঘর চাই। এই তিনটী একত্র হইলে পবিত্র পরিবার সংস্থাপিত হয়। যখন এই তিনটী একত্র হয় তখনই জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্গরাজ্য এবং ঈশ্বরের প্রেম-পরিবার আর কিছুই নহে। যেখানে এই তিনটী সম্মিলিত, সেখানেই স্বর্গ, সেখানেই প্রেমরাজ্য। ব্রাহ্মগণ, তোমরা এই ত্রিবিধ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হও, এই পৃথিবীতেই পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে।

যখন জগতের সমুদয় ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, তখন দেখি সেই মাতার মাতা, পিতার পিতা, অন্তরের নিভৃত স্থানে তাঁহার সত্তা এবং তাঁহার প্রেম প্রকাশ করিতেছেন, তখন অন্তরে ব্রহ্মোপাসনা, অন্তরে ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন এবং অন্তরে ব্রহ্মোৎসব। তখন নিমীলিত নয়নে ব্রহ্মদর্শন করি। যেমন তিনি তেমনই তাঁহাকে দেখি। অন্তরে এক প্রকার এবং বাহিরে

আর এক প্রকার, ইহা তাঁহার স্বভাব নহে। তাঁহার অন্তরে যেমন পূর্ণ প্রেম, বাহিরেও তেমনই তাঁহার প্রেম প্রকাশ; এক প্রকার অন্তরে, আর এক প্রকার বাহিরে তিনি দেখাইতে পারেন না। এইজন্যই জগতে তাঁহার নাম সত্যম্। বাহিরে যেমন তাঁহার সুন্দর কার্য্যস্রোত, অন্তরেও তেমনই ঠিক তাঁহার সুন্দর সত্য ভাব। কি অন্তরে, কি বাহিরে, তাঁহার সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্র সমান। যেমন তাঁহার অন্তর সুন্দর, তেমনই তাঁহার কার্য্য সুন্দর। এইজন্যই তাঁহার নাম সত্যং সুন্দরম্। এই প্রকারে যখন তাঁহাকে দেখিয়া হৃদয় চরিতার্থ হয়, তখন জগতে তাঁহার সেই সুন্দর সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণ আকুল হয়। তখন কিরূপে প্রেম-পরিবার স্থাপন করিতে পারিব, এইজন্য যত্নবান্ হই, চতুর্দ্দিকে ভাই ভগিনীদিগকে অন্বেষণ করি; কিন্তু অন্তরে পিতাকে দেখিলে যেমন প্রফুল্ল হই, তেমন কি আমরা ভাই ভগিনীদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হই? তাঁহাদিগের মধ্যে তেমন কি সত্যের ভাব দেখিতে পাই? তাঁহারা বাহিরে যেমন অন্তরেও কি ঠিক সেইরূপ? এইটী চিন্তা করিতে গেলে বড় দুঃখ হয়। এতকাল আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিলাম, কিন্তু আমাদিগের মধ্যে এখনও তেমন সত্য ভাব দেখিতে পাই না। মানিলাম, ইহা আমাদিগের সৌভাগ্য যে, সময়ে সময়ে আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি; এবং কত সময়ে অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তির নিকটেও ধর্ম্ম উপদেশ শ্রবণ করি। কিন্তু ইহাই কি এতকাল ধর্ম্ম সাধনের শেষ হইল? এই ভাবে কি কখনও পবিত্র পরিবার স্থায়ী হইতে পারে? কিছুকালের জন্য পরস্পরের সদ্গুণ দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম, পরস্পরকে ভালবাসিলাম, কিন্তু যাই কাহারও কোন দোষ প্রকাশিত হইল

তখনই তাহার নিকট হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করিলাম, এই প্রকার অস্থির সম্বন্ধে কে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে?

ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্দ্দশা আর সহ্য হয় না। এখনই যদি পরস্পরকে হৃদয় খুলিয়া দেখাইতে হয়, এখনই হয় ত আমাদিগকে সমুদয় ভাই ভগিনীদের পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে যাইতে হয়। সাধারণ ভাবে আমরা জানি আমরা সকলেই পাপী; কিন্তু কে কখন ভ্রাতার নিকট এক একটী করিয়া সমুদয় পাপ প্রকাশ করিয়াছেন? আমাদের মনের মধ্যে যে জীবন-স্রোত তাহা কি আমরা বাহিরে প্রকাশ করিতে সাহস করি? যেখানে এই প্রকার গুপ্ত ভাব, যেখানে ভ্রাতা ভগিনীদিগের মধ্যে এই প্রকার আত্ম-সংগোপন, সেখানে কিরূপে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইতে পারে? যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে যতই পরস্পরকে জানিতাম ততই তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে পারিতাম। দয়াময় পিতাকে দেখিলে হৃদয় কেমন শীতল হয়; যতই তাঁহাকে দেখি ততই তাঁহাকে ভালবাসি; কিন্তু যাই জগতে প্রবেশ করি, মনের সমুদয় ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। দেখি চতুর্দ্দিকে কপটতার রাজ্য, কেহ আপনার অল্প বিশ্বাসকে জগতের নিকট অধিক বিশ্বাস বলিয়া জানাইতেছেন, কেহ বহুদিন হইতে কুটিল ভাব পোষণ করিয়া বাহিরে সাধুভাব প্রকাশ করিতেছেন, কেহ ঘোর বিষয়াসক্ত হইয়া অন্যের নিকট নিঃস্বার্থ ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। এ সকল দেখিয়া মন সহজেই জিজ্ঞাসা করে, জগতে কখন সত্যরাজ্য প্রকাশিত হইবে? মনের মধ্যে গরল সঞ্চয় রাখিয়া মনুষ্য আর কতকাল বাহিরে সভ্যতা প্রকাশ করিবে? প্রস্তর যদি জল বলিয়া পরিচয় দিতে যায়,

মিথ্যা যদি সত্য বলিয়া পরিচিত হয়, এবং কপট যদি আপনাকে ভক্ত বলিয়া জানায়, তবে আর ধর্ম্ম কোথায় রহিল? যখন ব্রাহ্ম-জগতের মধ্যেও প্রতিদিন এই প্রকার প্রতারণা, তখন সত্যরাজ্য কোথায়? সত্যবাদী হওয়া যদি ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য হয়, ব্রাহ্মগণ তবে আর আত্ম-সংগোপন করিও না; এক প্রকার অন্তরে, বাহিরে আর এক প্রকার দেখাইও না। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে এই প্রকার মিথ্যা ব্যবহার নিশ্চয়ই একদিন প্রকাশিত হইবে। তোমাদের মধ্যে প্রেম আছে, পরস্পরকে দেখিলে দশ বৎসরের শোক দুঃখ চলিয়া যায়, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু তোমরা কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পার, "আমি অন্তরে যেমন বাহিরেও তেমন।"

যদি ভাইয়ের নিকট আপনি যেমন—তেমন প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হও, তবে তোমাদের প্রেম মিথ্যার উপর স্থাপিত, যাহা কখনই চির-স্থায়ী হইতে পারে না। প্রেমের সঙ্গে সত্যের নিগূঢ় যোগ। সত্য যে প্রেমের মূল নহে, তাহা প্রবঞ্চনা, এবং সেই প্রবঞ্চনার মধ্যে কিরূপে—যিনি সত্যের সত্য—তিনি আসন গ্রহণ করিবেন? কপটতা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক পাপ, যে আত্ম-সংগোপন করে, সে আত্মাপহারী চোর। অতএব, এখনই এই পাপ পরিত্যাগ কর। যেমন আমরা তেমন যেন পরস্পরের নিকট প্রকাশ করি। প্রেমের সঙ্গে সত্যকে সম্মিলিত কর, যত গুণে জগতের লোক তোমাদিগকে সাধু মনে করে, ঠিক সেইরূপ হওয়া তোমাদের নিতান্ত আবশ্যক। তখন দেখিবে অন্তরে যেমন ব্রহ্মগৃহ, বাহিরেও তেমনই ব্রহ্মগৃহ। যাঁহারা আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদের নিকট কি আমরা এই শিক্ষা করিব না যে, ঈশ্বরের নিতান্ত ইচ্ছা যে আমরা সেই সমাদরের

উপযুক্ত হইব? কৈ, তাঁহারা অন্য লোককে ত এত শ্রদ্ধা করেন না। আমাদের কি যথার্থ তেমন সদ্গুণ আছে? বাস্তবিক সেইরূপ যোগ্যতা আমাদের নাই। ঈশ্বর অসাধু এবং অনুপযুক্ত জানিয়াও প্রত্যেক ব্রাহ্মকে এক একটী উচ্চ কার্য্যে ব্রতী করিতেছেন কেন? তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে, বাহিরে যেমন আমরা অপরের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছি, অন্তরেও ঠিক তেমনই সেই প্রীতি ও শ্রদ্ধার উপযুক্ত হইতে যত্নবান্ হইব। যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম ঈশ্বরের এই ইচ্ছা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্মগণ, প্রেমরাজ্য যদি সংস্থাপন করিতে চাও, তবে যেমন অন্যের প্রেম গ্রহণ করিবে তেমনই অন্যকে প্রেম দান করিবে। পরস্পরকে অন্তরের সহিত ভালবাসিবে। সাবধান হইয়া ঠিক আপনই যেমন, ভাই ভগিনীদের নিকটেও সেইরূপ দেখাইবে।

এইরূপে যখন ভ্রাতা ভ্রাতার প্রণয়ের উপযুক্ত হইবে, তখন সেই সত্যস্বরূপকে দেখিবে। তখন দেখিবে তিনি যেমন সুন্দর, তাঁহার পুত্র কন্যাও সুন্দর, এবং তাঁহার জগৎও সুন্দর। তখন তাঁহার হস্ত-নির্ম্মিত বৃক্ষ লতা, আকাশে তাঁহার স্থাপিত নক্ষত্র, এবং চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি তাঁহার পবিত্র হস্ত-রচিত সমুদয় জড় জগৎ আমাদের ঘর হইবে। তখন নিমীলিত নয়নে অন্তরে তাঁহার সহবাসের আনন্দ এবং উন্মীলিত নয়নে বাহিরে তাঁহার প্রেম ব্যাপার দেখিয়া জীবন সার্থক হইবে। এইরূপে অন্তরে বাহিরে একটী প্রেমরাজ্য দেখিতে পাইব। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে আমরা এই রাজ্যে নিরন্তর বাস করি। এখন সময়ে সময়ে এই পরিবারের আভাস পাইতেছি; কিন্তু সেই দিন আসিতেছে, সেই সত্যের রাজ্য, প্রেমের রাজ্য, সরলতার রাজ্য, দিন

দিন নিকট হইতেছে, যখন পিতা, ভ্রাতা এবং ঘর এই তিনটী লাভ করিয়া আমরা একটী পবিত্র পরিবার হইব। তখন সরল ভাবে সত্য-স্বরূপ পিতার নিকট যেমন হৃদয় প্রকাশ করিব, ভাই ভগিনীদের নিকটেও তেমনই সরল ভাবে আপনার সকলই দেখাইব। যতই অন্তরে ঈশ্বরের সহবাস এবং জগতে তাঁহার আশ্চর্য্য জ্ঞান কৌশল, এবং ভ্রাতা ভগিনীদিগের মধ্যে তাঁহার পরিবার প্রত্যক্ষ করিব, ততই আমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতএব সকলে একত্র হইয়া এই তিনটী সাধন কর।

হে ঈশ্বর, একবার অন্তরে দর্শন দাও। নাথ, বলিব কি, যখন নির্জনে তোমাকে দেখি তখন হৃদয় শীতল হয়; কিন্তু ভ্রাতা ভগিনীদের সহবাসে সেইরূপ সুখ পাই না। তোমার জগৎ যে এখনও মরুভূমি রহিয়াছে, তোমার সংসার যে এখনও শ্মশান; এখনও যে পরস্পরের সঙ্গে চোরের ন্যায় ব্যবহার করি। পরস্পরকে যদি জানিতাম, তবে এখন যে প্রণয় দিই তাহাও দিতাম না। এখনও পরস্পরকে জানি না, ইহা আমাদের সৌভাগ্য হইল। আপনাদিগের যথার্থ স্বভাব ঢাকিয়া মিথ্যার উপর প্রণয় স্থাপন করিয়াছি। তোমার ভিতরে এক এবং বাহিরে আর এক, ইহা ত কখনই হইতে পারে না। তোমার নাম যে সত্য। তোমার অন্তরে যেমন মলিনতা নাই, বাহিরেও তেমনই তাহার কোন চিহ্ন দেখি না। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেন এত প্রতারণা, এত কপটতা থাকিবে? কবে, পিতা, ব্রাহ্মসমাজ জগতে তোমার স্বর্গরাজ্য, তোমার প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে? পিতা, কেন আমাদের মধ্যে তেমন সরলতা এবং প্রণয় হয় না? কবে, পিতা, যেমন তোমার স্বর্গরাজ্যে, তেমনই আমাদের মধ্যে প্রেম

পবিত্রতা বিস্তার হইবে? কত দিন একত্র হইয়া তোমারই উপাসনা করিলাম, কিন্তু এখনও ত তোমার পরিবার হইতে পারিলাম না। পিতা, একটী ঘর করিয়া দাও, নইলে যে কখনই পবিত্র হইতে পারিব না। তোমাকে না জানিলে কেহই ভাইকে ভালবাসিতে পারে না, আবার ভাইকে না ভালবাসিলে কেহই তোমাকে ভালবাসিতে পারে না, ইহা ত তুমি কতবার বলিয়াছ; কিন্তু আমরা যে তোমার কথা শুনিয়াও শুনি না। আমরা তোমার উপাসনা করিতে বসি, কিন্তু কৈ আমাদের মনে ত প্রেম নাই। পিতা, তুমিই বা কি মনে কর। সেই প্রতারকগুলি আসিয়া বারবার পুরাতন প্রণালীতে তোমাকে ফাঁকি দেয়, এই প্রকার প্রতারণা আর কত কাল সহ্য করিবে? পিতা, প্রাণ থাকিতে থাকিতে কপটতা বিনাশ করিয়া আমরা যেন একটী পরিবার হইতে পারি। অন্ততঃ পাঁচজন লোকও যেন ভক্তিভাবে তোমার নিকটে বাস করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর। পিতা, আর দুঃখ সহ্য হয় না, অন্তরের যন্ত্রণানল নির্ব্বাণ কর।

জীবনের উদ্দেশ্য সাধন। *

রবিবার, ২২শে শ্রাবণ ১৭৯৩ শক; ৬ই আগষ্ট, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

যুদ্ধক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিদ্রিত অবস্থায় থাকে তাহার ন্যায় নির্ব্বোধ আর কে আছে? যে অবস্থায় সর্ব্বদাই জাগ্রত হইয়া থাকিতে হয়, সে অবস্থায় যে ব্যক্তি অচেতন হইয়া পড়ে এবং জানিয়া শুনিয়া আপনাকে শত্রুদিগের হস্তে সমর্পণ করে তাহা অপেক্ষা নির্ব্বোধ জগতে আর কে আছে? জীবনরূপ নির্দ্দিষ্ট সময় দিয়া পরমেশ্বর

আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, আমাদের প্রত্যেকের উপর এত কার্য্যভার দিয়াছেন যে শত বর্ষ সাধন করিলেও তাহা নিঃশেষ হয় না। আমরা যদি সে ভার ভুলিয়া সকল প্রকার ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মচিন্তা, এবং ধর্ম্মকার্য্য বিরহিত হইয়া আলস্য এবং সংসার সুখে মোহিত হইয়া থাকি, তবে আমাদের ন্যায় নির্ব্বোধ আর কে আছে? জীবন এবং সময়ে বাস্তবিক কোনও প্রভেদ নাই, অতএব আপনাকে বিনাশ করা যদি আত্মহত্যা হয়, তাহা হইলে সময়কে বিনাশ করা কি আত্মহত্যা হয় না? যে ব্যক্তি সময় বিনষ্ট করিতেছে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আপনাকে আত্মহত্যা দোষে কলঙ্কিত করিতেছে।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা কি করিলাম, যদি আলোচনা করিয়া দেখি তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখি আলস্য, নিদ্রা এবং সংসারের উপাসনাতেই সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। যদি এই ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, তবে আমাদের কি ভয়ানক অবস্থা! দিনের সমষ্টি মাস, এবং মাসের সমষ্টি সমস্ত বৎসর যদি এই প্রকারে ধর্ম্মশূন্য উৎসাহশূন্য এবং পবিত্রতাশূন্য হইল, তাহা হইলে যে জীবন ধারণ বৃথা। সময় বিনষ্ট হইলেই জীবন বিফল হয়, ইহা কে অস্বীকার করিবে? যে সময় জীবনের আকর, যদি তাহাতেই গরল প্রবেশ করিল, তবে আর সুখ কোথায়? আমাদের মধ্যে কে বলিতে পারেন যে, তাঁহার সময় কখনও বিনষ্ট হয় নাই; কিন্তু সমস্ত মাস এবং সমস্ত বৎসর তিনি ঈশ্বর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন? কে না সময়কে বিনষ্ট করিয়া গভীর পাপে জীবনকে কলঙ্কিত করিয়াছেন? ফলতঃ সময় আর কিছুই নহে, ইহারই নাম জীবন কিম্বা ইহকাল। যে পরিমাণে

সময়কে দুশ্চিন্তা, অসাধু কার্য্য, কিংবা নিদ্রাতে নিক্ষেপ করি, সেই পরিমাণে জীবনকে বিনষ্ট করি। সময়ের অসদ্ব্যবহার সামান্য দোষ নহে। এই পৃথিবীতে ষাট বৎসর বসতি করিয়া, যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় দেখিবেন যে তাঁহার জীবনের কেবল দশ বৎসর সদনুষ্ঠানে গত হইয়াছে, কিন্তু অবশিষ্ট পঞ্চাশ বৎসর আলস্য, নিদ্রা এবং অপবিত্র কার্য্যে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ঘোর অনুতাপ অগ্নিতে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইবে, এবং দুঃসহ আত্মগ্লানি তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে।

আমরা ইহকালে অতি অল্প সময় পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশও যদি অবহেলা করিয়া বিনষ্ট করি, তবে আমাদের কি উপায় হইবে? ঈশ্বরের কার্য্য এত অধিক যে সহস্র বৎসর এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিলেও সম্পূর্ণরূপে তাহা সাধন করা যায় না। এই অবস্থায় আমরা ষাট বৎসর বাঁচিয়া যদি কেবল নিজের কার্য্যেই সেই সময় টুকু অতিবাহিত করি, তবে কোন্ মুখে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইব? ঈশ্বর আমাদিগকে কি জন্য জীবন দান করিলেন, এবং আমাদের নিকট তিনি কি প্রত্যাশা করেন, এ সকল একেবারে বিস্মৃত হইয়া যদি কেবলই আমরা আলস্য, নিদ্রা এবং স্বার্থপরতায় সমস্ত সময় বিনষ্ট করি, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইব? এইজন্য সাবধান হইতে হইবে। যদি নিদ্রা দিন দিন এক ঘণ্টা করিয়া আমাদের সময় অপহরণ করে, অনেক বৎসরের সমষ্টি করিলে তাহা ভীষণ ব্যাপার হইবে। অল্প সময় বলিয়া এক ঘণ্টার জন্য অনেকের দুঃখ হয় না। ইহা বিষম ভ্রম। বড় বড় পাপ দূর করিবার জন্য সাধারণতঃ সকলেই সাবধান হন, এবং অনেক সময় তাঁহারা

কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন; কিন্তু ক্ষুদ্র পাপ সকল বিনাশ করিবার জন্য আমরা তেমন সচকিত থাকি না; এজন্যই তাহারা আমাদের সর্ব্বনাশ করে। এই সামান্য চোর সকল যে কত ব্রাহ্মের ধর্ম্মধন হরণ করিয়াছে চিন্তা করিলেও ভয় হয়। চল্লিশ বৎসর হইতে অধিক হইল ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই চল্লিশ বৎসরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র আলোক কতদূর চলিয়া যাইতে পারিত; কত দেশের অন্ধকার তিরোহিত করিতে পারিত; কিন্তু আমাদের দোষে ইহা এখনও ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে। আমরা যদি যথা-পরিমাণে কার্য্য করিতাম তাহা হইলে আজ ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা কত উন্নত হইত।

প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া, আমরা ঈশ্বর হইতে কি এমন কোন কার্য্য গ্রহণ করি, সমস্ত দিন যাহা সাধন করিলে রাত্রিতে শান্তি লাভ করিতে পারি? নিদ্রা হইতে উঠিবা মাত্র পিতা কি বলিলেন, তাহা কি আমরা শ্রবণ করি? শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য আমরা কি অভিলাষ করি? ভ্রাতৃগণ! বল সমস্ত দিনের মধ্যে তোমরা কত সময় নষ্ট কর, এবং কত সময়ের সদ্ব্যবহার কর। সময় নষ্ট করিলে তোমাদের মনে কষ্ট হয়? দিন দিন তোমরা আলস্য, নিদ্রা এবং নিরুৎসাহে সময় নষ্ট করিতেছ; তোমরা মনে কর তোমাদের এই পাপ কেহই দেখিতে পায় না; কিন্তু জগৎ তাহা জানিতেছে, সহস্র চক্ষু উন্মীলিত হইয়া তোমাদের এই অপরাধ নিরীক্ষণ করিতেছে। ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের এই পাপ দেখিতেছেন, তাহা গোপন করিতে পার না। যদি ভক্ত হইতে চাও, যদি জীবন সার্থক করিতে চাও, তবে আলস্য পরিত্যাগ

কর; পরীক্ষা করিয়া দেখ সময়ের সাধু ব্যবহার করিলে কি হয়। পাঁচ বৎসর যদি সাধন কর—দেখিবে কত ভক্তি তোমাদের হৃদয় অলঙ্কৃত করিবে। দশ বৎসরের সদ্ব্যবহার করিলে এক শত বৎসরে যাহা পাওয়া যায় না তাহা লাভ করিতে পারিবে। যদি একদিন প্রকৃতরূপে ব্রহ্ম সাধন করিতে পার, তবে সেই একদিনের পবিত্র জ্যোতিতে সমস্ত পরকালের সম্বল করিয়া লইতে পারিবে। এক ঘণ্টা যদি ব্রহ্ম-সহবাসে বসিয়া আনন্দিত হইতে পার, অনন্তকাল সুখে থাকিবার উপায় লাভ করিতে পারিবে। আমরা এখন কেবল অল্প সময় ঈশ্বরের উপাসনার জন্য দান করি, অবশিষ্ট সময় কাহারও হয় ত কেবল কার্য্যেতে, কাহারও হয় ত কেবল জ্ঞান উপার্জ্জনেই অতিবাহিত হয়, কিন্তু ইহা প্রকৃত ব্রাহ্ম-জীবনের লক্ষণ নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য করিলাম তাহাতেই বা কি, কার্য্য করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম, সঙ্গীত করিয়া হৃদয়ের ভার দূর করিলাম, তাহাতেই বা কি? শরীরের শক্তি সকল পরিচালনা করিলে অন্তরে সুখোদয় হইবেই ইহা স্বভাবসিদ্ধ। পশুরাও এই ভাবে কত কার্য্য করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। পশুর ন্যায় সমস্ত দিন পরিশ্রম করিলাম, এবং পশুর ন্যায় আনন্দ লাভ করিলাম, ইহাতে মনুষ্য জীবনের কি লক্ষ্য সিদ্ধ হইল? কেহ বা ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত, কেন না জ্ঞান তাঁহাদের ভাল লাগে, তাঁহারা কীটের ন্যায় দিবানিশি পুস্তকের মধ্যেই বিচরণ করেন; আপনার ইচ্ছাতে, আপনার জ্ঞানলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করেন, কিন্তু ইহা যে সময়ের সদ্ব্যবহার হইল তাহা নহে। কতক্ষণ পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিব তাহা তিনিই জানেন। হয় ত কোন

দিবস সমস্ত দিন ব্রহ্মোৎসব করিতে হইবে, কোন দিবস হয় ত সমস্ত দিন কার্য্য করিতে হইবে। আমরা কেবল করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিব, পিতা যে আজ্ঞা করিবেন তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিব, কারণ আমরা আপনারা আপনাদের প্রভু নই, পিতা যাহা আজ্ঞা করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা পবিত্র উদ্যমের সহিত সম্পন্ন করিব। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী হইয়া সময়কে যথোপযুক্ত ব্যবহার করিব। নতুবা নিজের ইচ্ছাতে যদি সমস্ত দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান কিম্বা জ্ঞানোপার্জ্জন করি, তাহা স্বার্থপরতা, এবং তাহাতে কখনই সময়ের সদ্ব্যবহার হয় না। অতএব, ব্রাহ্মগণ, কেবল কার্য্য করিলে কিম্বা কেবল জ্ঞান লাভ করিলেই যে সময়ের সাধু ব্যবহার হইল, কখনও এ প্রকার মনে করিও না। অপরাজিত চিত্তে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিলেই সময়ের যথার্থ সাধন হয়। যে দিন পিতার আজ্ঞা পালন করি নাই, সেই দিন তাঁহার প্রদত্ত অমূল্য সময়-রত্ন নষ্ট করিলাম। ইহা মনে করিয়া যেন আমরা দুঃখিত হই।

সময়ের অপব্যবহার করিয়া অনুতপ্ত না হইলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইবে; অবশেষে মৃত্যুর সময় দেখিব জীবন বৃথা কার্য্যে অবসান হইল, তখন অনুতাপ এবং আত্মগ্লানির শেষ থাকিবে না। পিতা অনেক আদর করিয়া আমাদের হস্তে অনেক কার্য্য ভার দিলেন, তাঁহার কার্য্য করিয়া আমরা সুখী হইব, পরিত্রাণ পাইব, এই তাঁহার অভিপ্রায়; কিন্তু আমরা সমস্ত দিন যদি নিজের এবং সংসারের সেবা করি এবং তাঁহাকে অনুগ্রহ করিতেছি বলিয়া সমুদয় দিনের মধ্যে পাঁচটী সৎকর্ম্ম করিয়া যদি ধর্ম্মাভিমান করি, তবে যে আমাদের জীবনধারণ বৃথা। প্রতিদিন

যে পঞ্চাশটী কার্য্য পিতার বিরুদ্ধে সম্পন্ন হয়, সে সকল কাহার কার্য্য? আপনাদের, না জনসমাজের, না পরিবারের? যদি সে সকল ঈশ্বরের কার্য্য না হয়, তবে এখনই তাহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর। সমস্ত দিন সংসারের দাসত্ব করিয়া কেবল পাঁচটী সৎকর্ম্ম করিয়া কি তোমরা আত্মগৌরব করিবে? জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরকে ফাঁকি দিবার জন্য দুই একটী সদনুষ্ঠান করিয়া কি তোমরা নিশ্চিন্ত হইতে পার? প্রতিদিন ব্রাহ্মেরা এইরূপে ঈশ্বরের নিকট প্রতারণা করিতেছেন। ইহা কি ব্রাহ্মেরা জানেন না, এবং ঈশ্বর কি ইহা দেখেন না যে, এই ভাবে আমরা সর্ব্বদা তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিতেছি? এই সকল ঘটনা প্রতিদিন ব্রাহ্মজগতে চলিতেছে। আলস্য, নিদ্রা এবং সংসারের কার্য্য জীবনের অধিকাংশ গ্রাস করিয়াছে, এই অবস্থায় প্রাতঃকালে আধ ঘণ্টা এবং সন্ধ্যার সময় আধ ঘণ্টা উপাসনা করিয়া কি হইবে? প্রতিদিন মহাসাগরের ন্যায় অধিকাংশ জীবন সংসারের উপাসনায় অতিবাহিত হইতেছে। যাহার জীবনে সমস্ত দিন আলস্য, সাংসারিকতা এবং পশুভাব, তাঁহার পক্ষে আধ ঘণ্টার ধর্ম্মচিন্তা কি করিতে পারে? মহাসাগরের ন্যায়, সমুদয় দিন যে সংসারের কার্য্য এবং নিদ্রায় বিনষ্ট হইতেছে, ইহার যদি সদ্ব্যবহার হইত তাহা হইলে অনায়াসে পরিত্রাণের নৌকায় আরোহণ করিয়া সকলে ভব-সাগর পার হইতে পারিতেন। অতএব, ব্রাহ্মগণ, প্রতিদিন সাবধান হইয়া কার্য্য কর। ধন্য তিনি যিনি বিবেকের অধীন হইয়া বলিতে পারেন, আমি এখনই মরিতে প্রস্তুত! প্রভুর কার্য্য করিতে যাঁহার আলস্য নাই, মৃত্যুকে তাঁহার ভয় কি? সাধু তিনি যাঁহার অন্তর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। এখনই যদি মৃত্যু আসিয়া বলে, "চল, আর এ

পৃথিবীতে তোমার বাস করিবার অধিকার নাই।" কে আমাদের মধ্যে এমন সাহসী যিনি মৃত্যুকে আদরের সহিত আলিঙ্গন করিয়া প্রভুর জয় গান করিতে করিতে পরলোকে চলিয়া যাইবেন? কে না দুঃখের সহিত বলিবেন এখনও আমি জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি নাই, এখনও আমি সর্ব্বস্ব দান করিয়া ঈশ্বরের কার্য্য করি নাই, এবং এই অবস্থায় কেমন করিয়া পরলোকে যাইব? সেই দিন কবে উপস্থিত হইবে, যখন আমরা নির্ভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব, এবং 'মৃত্যু' এই ভয়ানক বাক্যও স্বর্গের সুধার ন্যায় আমাদের হৃদয় আনন্দে প্লাবিত করিবে? ব্রাহ্মগণ, এখনও তোমাদের অনেক কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে, শ্রান্ত হইয়াছ বলিলে চলিবে না, শয়ন করিবার সময় নাই, উঠ, জাগ্রত হও। যে অল্প সময় আছে তাহা পিতার গৃহ নির্ম্মাণে নিযুক্ত কর। সকল কর্ম্মকার একত্র হও, আনন্দের সহিত পিতার গৃহ নির্ম্মাণ কর। পিতার জ্ঞানপ্রচার, পিতার নামকীর্ত্তন, এবং পিতার কার্য্যসাধন করিতে করিতে যেন আমাদের জীবন গত হয়।

হে ঈশ্বর, কবে তুমি পরলোকে যাইবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিবে, তাহার ত কিছুই স্থিরতা নাই; কিন্তু আমরা এমন করিয়া জীবনধারণ করিতেছি, যেন অনেক বৎসর এখানে থাকিব। তুমি যে বলিতেছ শীঘ্রই কার্য্য সাধন করিয়া লও, কিন্তু আমরা যে তোমার অবাধ্য হইয়া পথে নিদ্রা যাই। একে অল্প জীবন তোমার কাছে পাইয়াছি, তাহাতে ইহার অর্দ্ধেকের অধিক নানা প্রকার আলস্য এবং নিরুৎসাহের ব্যাপারে নিক্ষেপ করিয়াছি। মৃত্যুর দিন যে কাছে আসিতেছে, এ সময়ে আমাদের কাছে আসিয়া দয়া কর। তোমার

ব্রাহ্ম-সন্তান সকল সময়ের অসদ্ব্যবহার করিলে যে আত্মহত্যা হয় ইহা বুঝিতেছেন না। অনন্তকাল সম্মুখে আছে এই মনে করিয়া বর্ত্তমান কালের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন। এই পাপ হইতে ব্রাহ্ম-মণ্ডলীকে উদ্ধার কর। আমরা একটু একটু তোমার কার্য্য করিয়া লোকের কাছে কত অভিমান করিয়া বেড়াই। যত ভক্তি সুধা আমাদের পাওয়া উচিত তাহা বিবেচনা করিলে, আমাদের আত্মা দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় শুষ্ক, যত জ্ঞানে সুপণ্ডিত হওয়া উচিত, তাহার তুলনায় আমরা জঘন্য মূর্খ। যখন মৃত্যু আসিয়া বলিবে চল, তখন বলিতে হইবে, জ্ঞান হইল না, ভক্তি হইল না, কেমন করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইব। জগদীশ, আর এই প্রকার অচেতন অবস্থায় থাকিতে পারি না। আমাদিগকে তোমার অনুগত দাস দাসী করিয়া লও। সেই দিন আনিয়া দাও, যখন যাহা বলিবে তাহাই করিব, যাহা বলাইবে তাহাই বলিব। যাহাতে কেবল তোমার কার্য্য করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি, আমাদের সকলকে এই প্রকার ক্ষমতা বিধান কর।

আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীধর স্বামী নাইডুকে উপদেশ। *

বুধবার, ২৬শে মাঘ, ১৭৮৭ শক; ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ।

আপনি মান্দ্রাজে গমন করিতে উদ্যত, আপনার ব্রাহ্মবন্ধুগণ এ সময় তাঁহাদিগের হৃদয়ের ভাব আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। আপনি আমাদিগের সঙ্গে আট মাস মাত্র অবস্থিতি করিয়া হঠাৎ দেশে চলিলেন, ইহাতে আমরা সকলেই সন্তপ্ত হইয়াছি। আপনার

---

* এই উপদেশ যথাস্থানে দিতে পারা যায় নাই। কডালরবাসী শ্রীধর স্বামী নাইডু আট মাস কলিকাতায় অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল তত্ত্বাদি শিক্ষা করেন। তার পর মান্দ্রাজে প্রচারার্থ গমন করিতে প্রস্তুত হন। ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ তাঁহাকে বিদায় দানের জন্য ব্রাহ্মসমাজ প্রচার কার্য্যালয়ে সভা হয়। কেশবচন্দ্র নবীন প্রচারককে উপদেশ দানে প্রোৎসাহিত করেন। সম্ভবতঃ ইংরাজীতেই উপদেশ দিয়াছিলেন। নাইডু বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন; তাহা হইলেও এতদিনের পর ইহা ঠিক করা কঠিন যে ব্রহ্মানন্দ বাঙ্গালায় উপদেশ দিয়াছিলেন কি ইংরাজীতে। এই উপদেশ দেখিয়া অনুবাদই মনে হয়। ইহা উপাধ্যায় মহাশয়ের "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" হইতে গৃহীত হইল। প্রথম হইতে আচার্য্য জীবনে প্রচারের জন্য কিরূপ উৎসাহ ছিল, এবং অপরকে কিরূপ অনুপ্রাণিত করিতেন এই উপদেশ পাঠে জানা যাইবে। আদি সমাজের সংশ্রবে আচার্য্যদেবের ইহাই বোধ হয় শেষ উপদেশ। কারণ ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬, আদি সমাজের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ হয়।

বিনম্র স্বভাব, বালকের ন্যায় সহজ ভাব, সত্য ও ঈশ্বরের জন্য ত্যাগ-স্বীকার আপনাকে আমাদিগের নিকট অত্যন্ত প্রিয় করিয়াছে। আপনার সঙ্গে আমাদিগের বিচ্ছেদ ক্লেশকর হইলেও আপনি উচ্চ লক্ষ্য লইয়া যাইতেছেন বলিয়া এই ক্লেশের সঙ্গে আহ্লাদ সংযুক্ত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস এবং উহার মূলতত্ত্ব সকল অবগত হইবার জন্য আপনি এদেশে আসিয়াছিলেন। আপনি সেই সকল আপনার স্বদেশে প্রচার করিবার জন্য যাইতেছেন। আমাদিগের পক্ষে এ অতি আহ্লাদের ব্যাপার যে, আমাদিগের প্রচারকার্য্য দূরবর্ত্তী মান্দ্রাজ প্রদেশে ব্যাপ্ত হইতে চলিল। প্রচার অপেক্ষা আমাদিগের নিকটে প্রিয় সামগ্রী আর কি আছে? এই আধ্যাত্মিক দুরবস্থার সময় সমুদয় দেশে প্রচারকার্য্য ব্যাপ্ত হয়, ইহা অপেক্ষা আর কি আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইতে পারে? ভারতের এক কোণ হইতে অপর কোণ পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার ও কুপ্রথার অন্ধকারে পূর্ণ, শিক্ষাপ্রভাবে অনেকের মন প্রশস্ত হইয়াছে, নূতন ভাবের আধার হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষা হয় নাই বলিয়া কপটতা অসন্তুষ্টি প্রভৃতি দোষেরই আধিক্য উপস্থিত। ঈদৃশ অবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণের যে কত প্রয়োজন তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। আমাদিগের দেশের সকল অংশেই তাঁহাদিগের প্রয়োজন হইয়াছে, এবং সকলেই তাঁহাদিগকে চাহিতেছেন। এ সময়ে যদি তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ আমরা অল্প কিছুও করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব। এ সময়ে আপনি যে আমাদিগের অল্পসংখ্যক প্রচারক মণ্ডলীর সহিত যোগ দান করিলেন, ইহাতে আমরা সমূহ আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া

থাকিতে পারি না। বিশেষতঃ ইহা কত আনন্দকর যে সেই প্রদেশে আপনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য প্রচারার্থ গমন করিতেছেন, যেখানে প্রচারের অতীব প্রয়োজন। মান্দ্রাজের ভাই ভগিনীগণ বঙ্গদেশের সঙ্গে অধ্যাত্ম যোগে আবদ্ধ হন, ইহা আমাদিগের বড়ই অভিলাষ। সে দিনের জন্য আমরা কত উদ্বিগ্ন, যে দিন দুই প্রদেশ মিলিত হইয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের পূজা করিবে। ঈশ্বরপ্রসাদে আপনার প্রচার মহৎফলযুক্ত হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজ কুসংস্কারের অভেদ্য দুর্গ, কিন্তু সত্যের সম্মুখে উহা কখন তিষ্ঠিতে পারে না। আপনার জাতীয় ভাব, আমরা আশা করি, আপনার কৃতকার্য্যের হেতু হইবে। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, আপনি বিদ্যা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, আপনি সমাজে উচ্চপদস্থ; কিন্তু আপনার বিনয় ও সাধুতা, স্বজাতির প্রতি ও দেশের প্রতি অনুরাগ আছে, প্রচারকের উপযোগিতাসম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট, এবং এই গুণ থাকিলেই তিনি কৃতার্থ হইতে পারেন। আপনি কিরূপে প্রচার করিবেন আমরা সে বিষয়ে কোন উপদেশ দিতে চাহি না। যাহা থাকিলে প্রচারক হওয়া যায়, তাহার অনুসরণ করিলেই আপনি সকল প্রকার বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে পারিবেন। বৃথা লোকের মনে আপনি বিরোধী ভাব উদ্দীপন করিবেন না, কিন্তু যখন কোন ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইবে, সে সময়ে সকল প্রকারের ত্যাগস্বীকার করিয়া উহাকে রক্ষা করিবেন, কোন প্রকার অন্যায় সন্ধিবন্ধনে প্রবৃত্ত হইবেন না। যিনি আপনার হৃদয়ে ধর্ম্মপিপাসা উদ্দীপন করিয়া দিয়া ঘোর পৌত্তলিকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন কড়ালোর প্রদেশ হইতে আপনার হাত ধরিয়া এখানে আনিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় দান করিয়াছেন,

আপনার হৃদয়ে প্রচারের স্পৃহা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, আপনি সর্ব্ববিষয়ে সেই বিধাতার উপরে নির্ভর করিবেন। তিনিই আপনাকে সঙ্গে করিয়া মান্দ্রাজে লইয়া যাইতেছেন, তিনিই আপনার প্রচার কার্য্যে সাহায্য করিবেন। তাঁহার পবিত্র বিদ্যমানতা আপনার পথের আলোক হইবে, পরীক্ষা বিপদের মধ্যে তাঁহার বল আপনার বর্ম্ম হইবে। আমরা তাঁহারই হাতে আপনাকে অর্পণ করিতেছি, তাঁহারই হস্তের যন্ত্র হইয়া আপনি বিনীত ভাবে তাঁহার রাজ্য বিস্তার করুন। আমরা আশা করি, আপনার দৃষ্টান্তে বম্বে, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য দেশ হইতে অনেক উৎসাহী ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি প্রচারব্রতে জীবন অর্পণ করিবেন। এইরূপে অল্পসংখ্যক প্রচারকের সাহায্যে আমরা আশা করি, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, এবং বিবিধ প্রকারের ক্লেশকর বিষয় তিরোহিত হইয়া চারিদিকে বিশ্বাস প্রেম এবং আনন্দ বিস্তৃত হইবে।

নবদ্বীপ।

প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা।

ভক্তি—শ্রীচৈতন্য। *

ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা সন্দর্শন করিলে সকলেই বলিবেন অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশেও সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে; নানা ঐহিক সুখ, সম্পদ ও স্বচ্ছন্দতার উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। আমরা দিন দিন সভ্য হইতেছি। আমরা জ্ঞান বিষয়ে, সভ্যতা বিষয়ে কোন কোন সমকালিক লোকের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারিব। কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের অবস্থা কিরূপ? ঐহিক বিষয়ে আমাদের উন্নতি প্রচুর। সভ্য বলিয়া আমাদের যেরূপ গৌরব, ধর্ম্মসম্বন্ধে কি সেইরূপ? এ বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীর অবস্থা যে প্রকার আমাদের দেশের অবস্থাও সেইরূপ। এখন পুরাতন চলিয়া যাইতেছে। নূতনবিধ ধর্ম্মের

---

* আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ডে এই বক্তৃতা আংশিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে ৪০ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে এ সম্বন্ধে মন্তব্য দ্রষ্টব্য। এই বক্তৃতা পূর্ব্বে "ভক্তি" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং যে বই দেখিয়া উপাধ্যায় মহাশয় "আচার্য্য কেশবচন্দ্রে" খানিকটা তুলিয়া দিয়াছিলেন, ঠিক সেই বইখানিই এত দিন পরে পাইয়াছি। যাঁহার নিকট হইতে পাওয়া গেল, তাঁহাকে ধন্যবাদ। এবার সমস্ত বক্তৃতা মুদ্রিত হইল। গঃ—

আবির্ভাবে পুরাতন ধর্ম্মের যোগ শিথিল হইতেছে। যদিও বাহ্যিক যোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আন্তরিক যোগ নাই। যে কারণেই হউক—জ্ঞানের জন্যই হউক আর সভ্যতার জন্যই হউক—পূর্ব্বকালের ধর্ম্ম আর লোকের নিকট আদর ও শ্রদ্ধাভাজন নহে। পূর্ব্বকালের ধর্ম্ম আলোড়িত হইতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? যেমন পূর্ব্বের ধর্ম্ম যাইতেছে, তৎপরিবর্ত্তে নূতন কি কিছু অবলম্বিত হইতেছে? পুরাতন কারাগাররূপ অসত্য হইতে বিমুক্ত হইয়া নূতন সত্য কি কিছু লাভ হইতেছে? এখনকার নব্যদল পুরাতন আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিতেছেন—আহার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত হইতেছে—কিন্তু ধর্ম্মের বিষয়ে কি কিছু নূতন লাভ হইতেছে? তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা দেশের কল্যাণ না অকল্যাণ হইতেছে, ধর্ম্ম না অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতেছে, কোন্ কথা সত্য? আমি বলি এ দেশের অনিষ্টই হইয়াছে, ইষ্ট হয় নাই। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, দুঃখের বিষয়। আমি এ কথা নূতন বলিতেছি না। অনেকে স্বেচ্ছাচারী হইয়া পুরাতন প্রথা পরিবর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। হয় পুরাতন লইয়া থাক, নয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন অবলম্বন কর, স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকিবার আবশ্যক নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা আমাদের অকল্যাণ সাধিত হইতেছে। আমরা সে সভ্যতা চাই না যাহাতে ধর্ম্মহানি হয়। অপরা-বিদ্যা দ্বারা যদি আমাদের আত্মার অধোগতি হয়, সে অপরাবিদ্যাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। পরাবিদ্যা আমাদের আবশ্যক। যে জ্ঞান আমাদের মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয় তাহাই আমাদের আদরণীয়। সেই জ্ঞান নূতন অঞ্জনে আমাদের নয়নকে উন্মীলিত করে। আমরা

সেই জ্ঞান চাই যাহাতে ধর্ম্ম উন্নত হয়; আমরা সভ্যতা চাই না। কেবল বি এ, এম এ, লইয়া আমাদের কি হইবে? যে জ্ঞান বঙ্গমাতার বক্ষে আঘাত করে সে জ্ঞানে আমাদের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বকালের সামান্য অবস্থায় থাকিয়া ধর্ম্মে অলঙ্কৃত থাকি সে ভাল, তথাপি সভ্যতায় বিভূষিত হইয়া ধর্ম্মহানি করিব না। স্বার্থহানি করিয়া আমোদ প্রমোদ করিব, যদি এই আমাদের সভ্যতার ফল হয়, তবে সে সভ্যতা আমাদের পরম শত্রু। যদ্দ্বারা বঙ্গদেশ ভারতবর্ষকে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিতে পারেন আমরা তাহাই চাই। প্রত্যেকে আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্বীকার করিবেন, যে পরিমাণে সভ্যতা হইতেছে সে পরিমাণে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে না। দেখ শত শত যুবা জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে দেশীয় লোকদের নিকট এবং ইংরাজদেরও নিকট আদৃত হইতেছেন। তাহারা বাহ্যিক শোভায় সুশোভিত কিন্তু ঐ যুবকদের অন্তর কিরূপ? বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহারা উচ্চতম হিমালয় শিখরে স্থাপিত, কিন্তু চরিত্র সম্বন্ধে গভীর সাগর নিম্নে তাহাদের অবস্থিতি। জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল; চরিত্র সম্বন্ধে ঘোর তামসী নিশার অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, কেন জ্ঞান উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র সমুন্নত হইতেছে না? সকল জ্ঞানের চরম ফল কি এই হইল যে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিব? ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কিন্তু ইহা সত্য! এক্ষণে এই অবস্থা নিবারণের উপায় কি? ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন আমি অন্যবিধ উপায় দেখি না। যদি ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে হয় তবে ঈশ্বরের কৃপা আবশ্যক।

আমরা ইতিহাস পাঠে অবগত আছি, যখন কোন দেশের অবস্থা

মন্দ হইয়াছে, তথনই ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা আবির্ভূত হইয়া সে দেশকে রক্ষা করিয়াছে। আমি ভারতবর্ষের যে যে স্থান ভ্রমণ করিয়াছি—পঞ্জাব, বম্বে, মান্দ্রাজ, কি বঙ্গদেশ সর্ব্বত্রই এইরূপ দুর্দ্দশা। এখন আমরা কোথায় যাইব? যদি নব্যদলেরা আমাদিগকে এরূপ যন্ত্রণা দেন তবে আমরা কোন্ বিচারালয়ে গমন করিব? কি উপায়ে এই দুরবস্থার অপনয়ন করা যায়? আমার বিবেচনায় সুশিক্ষিতদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করাই ইহার উপায়। যদি সকল নব্যদল প্রস্তুত হইয়া ঈশ্বরকে লক্ষ্য করত অগ্রসর হয়েন তাহা হইলেই মঙ্গল। যদি তাঁহারা বিমুখ হয়েন তাহা হইলে ভারতবর্ষকে বিনাশ করিবেন। এক্ষণে জলপ্লাবন উপস্থিত। পূর্ব্বকালের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র একত্রিত করা আবশ্যক, নতুবা এই জলপ্লাবনে সমুদয় শাস্ত্র ভাসিয়া যাইবে, তাহাদের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন পাপের স্রোত আসিয়া ভারতভূমিকে প্লাবিত করিবে। হিন্দুশাস্ত্ররূপ প্রশস্ত সাগর মন্থন করিয়া যদি এরূপ সত্যামৃত উদ্ধার করিতে পারি, যদ্দ্বারা সকলের মুক্তি হয়, তবেই সকল অভাব দূর হইবে; কোন যন্ত্রণা থাকিবে না, কাতরতা থাকিবে না। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র অসীম, অপার। তাহার মধ্যে আমরা সকলই প্রাপ্ত হইব। বস্ত্রাদির জন্য সভ্যতার জন্য আমাদিগকে অন্যান্য দেশে গমন করিতে হইবে, কিন্তু সত্যের জন্য অন্য দেশে না গেলেও হয়। যদি আমরা হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া সত্যামৃত লাভ করিতে পারি; তবে আমরা যে নিজেই কেবল অমৃত পান করিব তাহা নহে, পুত্র পৌত্রগণকে, সমস্ত পরিবারবর্গকে দান করিয়া চরিতার্থ করিব। হিন্দুশাস্ত্র, রত্নাকর সদৃশ, তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। জ্ঞান চাও পাইবে, ভক্তি চাও পাইবে—কেবল ধর্ম্মের জন্য

ব্যাকুল ও কাতর হইতে হইবে। যদি ব্যাকুল হৃদয়ে অন্বেষণ কর, তবে এত রত্ন লাভ করিবে যে তদ্দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে সুশোভিত করিতে পারিবে। হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে নানাপ্রকার শাস্ত্র আছে; যদি চেষ্টা করিয়া একটীও অবগত হইতে পারি, তবে সত্যের পর সত্য, জ্ঞানের পর জ্ঞান, কত রাশি রাশি লাভ করিব তাহার সীমা নাই।

যদি দেশের প্রতি অনুরাগ না থাকে, তবে কোন কোন লোকের ন্যায় বলিব ভারতবর্ষে কিছু নাই। অন্যান্য দেশে কেমন পরিপাটী খাদ্য, পরিপাটী পরিচ্ছদ, এ দেশে কিছু নাই। এ দেশের লোকের "চেহারা" দেখিলে মনে কষ্ট হয়, এ দেশে জ্ঞান নাই ধর্ম্ম নাই। এ কথা সত্য নহে। যদি জ্ঞান, ধর্ম্ম, এ দেশে দেখিতে পান তবে নিরপেক্ষ হইয়া তাহা স্বীকার করুন। এ দেশ ধর্ম্মকে উন্নত করিতে পারে কি না, বিবেচনা করিয়া দেখুন।

প্রথমতঃ ভক্তি ব্যতিরেকে ধর্ম্ম উন্নত হয় না। যদিও অন্যান্য দেশে এই ভক্তি আছে; কিন্তু এ দেশে যে পাওয়া যায় না তাহা নহে। এই পৃথিবী বহুকালের পুরাতন স্থান; মহাত্মা সাধু-ব্যক্তিগণের অভাব নাই; কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও পৃথিবীর কি অবস্থা! বোধ হয় যেন কিছুই হয় নাই। পৃথিবীকে আমরা কেবল নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত দেখিতেছি। খৃষ্টীয়দিগের মধ্যে নানা সম্প্রদায়, তাহাদের পরস্পরে বিবাদ। মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা পৃথিবীতে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; তাহারা ধর্ম্মের নামে খড়্গ প্রয়োগ করিয়াছে; সত্যের নামে ভ্রাতা ভ্রাতাকে বধ করিয়াছে ভগ্নী ভগ্নীকে বধ করিয়াছে, পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে বধ করিয়াছে। আমাদের দেশেও কি এ প্রকার নহে? এ দেশে যদিও বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, তথাপি

নানা প্রকার মত প্রচলিত দেখা যায়। ঈশ্বরের নামে অপ্রণয় বিপ্লব প্রচারিত হইতেছে। কোথা ঈশ্বরকে লইয়া বিনয়, মিলন, শান্তি, না পরিবারে পরিবারে ভেদ, জাতিতে জাতিতে ভেদ; শাক্তে বৈষ্ণবে বিরোধ, অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদীদের মধ্যে বিবাদ। যাহারা জ্ঞানপথ অবলম্বী তাহারা এক দিকে, যাহারা ভক্তি-পথাশ্রয়ী তাহারা অপর দিকে; সদ্ভাব কোথায়? বেদকে সকলে মস্তকে ধারণ করেন বটে, কিন্তু পরস্পরের কার্য্য ও আচরণ কিরূপ? যেমন অন্যান্য দেশে সেইরূপ এ দেশেও ধর্ম্মের নামে বিরোধ ও অপ্রণয় প্রচারিত হইয়াছে। কোথায় শান্তি, কোথায় সদ্ভাব? তবে কি পুরাতন বিনাশ করিয়া নূতন অবলম্বন করিতে হইবে? না পুরাতন বিনাশ করিতে হইবে না। ধর্ম্ম পুরাতন, সত্য পুরাতন, ঈশ্বর পুরাতন; যখন কিছু ছিল না, তখন তিনি ছিলেন। ভারতবর্ষ যদি পুরাতন হইল, সত্য যদি পুরাতন হইল, তবে কেন আমাদের মিলন হইবে না? যদিও অপ্রণয় এইরূপ বিস্তৃত হইয়াছে তথাপি কি এমন একটী বিন্দু নাই যেখানে প্রণয় সম্ভব? সমস্ত পরিধিতে অপ্রণয়, কিন্তু কেন্দ্রেতে প্রণয়। যদি সকলে চেষ্টা করেন তাহা হইলে ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারেন। সত্যের দোষ নাই, ঈশ্বরের দোষ নাই—ইহা আমাদের দোষ। তিনি সকলের সমক্ষে পুরাতন রাখিয়া দিয়াছেন, দেখুন। যদিও আমাদের মধ্যে অপ্রণয় লক্ষিত হয়, তথাপি এমন একটী স্থান আছে যেখানে সকলেরই ঐক্য। ঈশ্বর আমাদিগকে ভ্রাতা করিয়াছেন, এই জন্য সকল জাতিকে এক করা যাইতে পারে। কেবল ভারতবর্ষকে নহে। সমস্ত পৃথিবীকে এক করা যাইতে পারে। এক সময়ে সকল অন্ধকার ছিল. তাহার পরিবর্ত্তে আলোক হইয়াছে। আবার ভ্রমরূপ অন্ধকার

আসিয়া সকল আলোক আচ্ছন্ন করিল; চতুর্দ্দিক বজ্রধ্বনিতে পূর্ণ হইল; যে দেশে আলোক ছিল, সেখানে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি! সকলই যন্ত্রণা, ক্লেশ, বিপদ! এই প্রকার উন্নতির পর অধোগতি—কিছুরই স্থিরতা নাই। শান্তি কোথা পাইব? সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলাম—কোথা শান্তি? সর্ব্বত্র প্রভেদ—কেবল চঞ্চলতা। তর্ক কর, যুক্তি কর, ধর্ম্ম কুত্রাপি নাই। তবে ধর্ম্ম কোথা? যেখানে জয়। যাঁহারা জ্ঞানরূপ বীরকে লইয়া ভক্তিরূপ জয়পতাকা ধারণ করেন তাঁহারাই ধার্ম্মিক। এই সময়ে ইংলণ্ড জ্ঞানাস্ত্র দ্বারা সকল শাস্ত্র চূর্ণ করিয়া সকলকে পরাস্ত করিতেছে। কিন্তু তর্কেতে জগতের পরিত্রাণ নাই। আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, হৃদয়ের অভাব কিসে দূর হইতে পারে? ভক্তি হইলে। তর্কে পাণ্ডিত্য হয়, লোকে আমাদিগকে শ্রবণ করে, কিন্তু আমাদের অবস্থা পূর্ব্বেও যেমন ছিল পরেও তেমনই থাকে। সমস্ত দিন অশান্তি, যন্ত্রণা ক্লেশ। পাপ হইতে কিসে মুক্ত হইব কেহ কি বলিতে পারেন? আমি পাপ পরিত্যাগ করিলাম, প্রলোভন আর আমার মনকে চঞ্চল করিতে পারে না, পৃথিবীর ধন মান রত্ন একত্র করিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন কর, আমার লোভ উত্তেজিত হইবে না, আমার মন অবিচলিত থাকিবে, কে এ কথা বলিতে পারে? যদি কেহ আমাদিগকে আঘাত বা প্রহার বা আমাদের ক্ষতি করে, আমি কি শান্ত থাকিব, ক্রোধ উত্তেজিত হইবে না? ক্রোধানল তৎক্ষণাৎ আমার মনে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। আমাদের মনোবৃত্তি সকল চঞ্চল, একটুতে চঞ্চল হয়—সহিষ্ণুতা শান্তি অপহৃত হয়। এ অবস্থায় তর্কে কি হইবে? আমাদের মন ব্যাকুল; এমন কোন বন্ধু আছেন যিনি হৃদয়ের ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারেন?

আমি যুক্তিতে হার মানিব, কিন্তু পাপ কিসে যাইবে? তখন ঈশ্বর ব্যতীত, ভক্তিপথ অবলম্বন ব্যতীত উপায় নাই। জ্ঞানেতে ধর্ম্ম নাই। ভক্তিপথ অবলম্বন কর, শান্তি পাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে;—

"শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশলএব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥"

"হে বিভো! উন্নতি ও মুক্তির প্রস্রবণস্বরূপ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা জ্ঞানমাত্র লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করে, তাহাদের সেই পরিশ্রম, কৃষকের তণ্ডুল পরিত্যাগ করিয়া তুষ গ্রহণের ন্যায় কেবল ক্লেশাবশেষ হয়।"

এ কথা পুরাতন কথা; ইহা কে অস্বীকার করিবে? রাজার নিকট ইহার যেমন আদর, পর্ণকুটীরবাসী প্রজার নিকটও তেমনই আদর; পণ্ডিতের নিকট এবং কৃষকের নিকট ইহার সমান আদর। সকলেই এ কথায় সায় দিবেন। যাঁহারা জ্ঞানমাত্র লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করিলেন, ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য কত কষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিলেন, পিতা মাতার অর্থ ব্যয় করিলেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা কি ফললাভ করিলেন? তুষলাভ মাত্র হইল। কিন্তু তণ্ডুল কোথা, যাহা দ্বারা শরীর সুস্থ হয়? জ্ঞানপথ তুষ। যাহারা ভক্তিকে অবলম্বন করে তাহারা তণ্ডুল লাভ করে, যদ্দ্বারা আত্মা সবল ও সুস্থ হয়। জ্ঞান দ্বারা মলা প্রক্ষালিত হয়; জ্ঞান পণ্ডিতদিগের জন্য। কিন্তু ঈশ্বর কি পাঁচ জন পণ্ডিতের জন্য আলোক বিতরণ করিবেন, আর মূর্খেরা অন্ধকারে আবৃত থাকিবে?

ঈশ্বর কি বলিয়া দিয়াছেন যে জ্ঞান ধর্ম্ম এবং বল তোমাদের জন্য; আর শত শত সামান্য লোক ইহারা অধর্ম্ম অন্ধকারে আবৃত থাকিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিবে? এ কথা কি বিশ্বাস যোগ্য? যদি ঈশ্বর করুণাময় হয়েন, তবে কি তিনি যাহাদের কিছু নাই তাহাদের পরিত্যাগ করিবেন? যাহাদের ধন-ভাণ্ডার, জ্ঞান-ভাণ্ডার, লোক-ভাণ্ডার, বন্ধু-ভাণ্ডার আছে তাহাদের জন্য ধর্ম্ম, এ কথা মুখে আনা যায় না। যাহারা কষ্ট করিয়া আহার আনয়ন করে তাহাদের কষ্ট যন্ত্রণাই সার। যাহাদের জ্ঞান নাই তাহাদের কেবল কষ্টই অবশেষ হয়। হে হিন্দু ভ্রাতৃগণ! আপনারা ইহার উত্তর প্রদান করুন, ইহাদের কি মুক্তি হইবে না? না; তাহা নহে ধর্ম্ম সকলেরই জন্য। যেমন বালকের তেমনই বৃদ্ধের, যেমন মূর্খের তেমনই পণ্ডিতের জন্য; যেমন পূর্ব্বে তেমনই এখন। ভক্তি সকলের জন্য। পর্ণকুটীরেও ভক্তি, রাজ প্রাসাদেও ভক্তি, দুর্ব্বল বলবান ভক্তি সকলের সম্পত্তি। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভক্তি; দরিদ্রের ধন, ভক্তি; বৃদ্ধের বল, ভক্তি; সামান্য লোকের জন্য ভক্তি; ভক্তি আমার; ভক্তি আপনাদের। যে ভক্তি দ্বারা সমস্ত পৃথিবী আবদ্ধ করা যায়, ভারতবর্ষকেও কি আবদ্ধ করা হইবে না? কি উপায়ে ভক্তি লাভ করা যায়? যাহারা মূর্খ, সকলের পদতলে লুণ্ঠিত—তাহারা কি চিরকাল অন্ধকারে থাকিবে?

জ্ঞান-বলে মন উন্নত হয়, পাণ্ডিত্য লাভ হয়। ভক্তি-বলে আত্মা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল আলোকে সুশোভিত হয়। এমন যে ভক্তি, যাহা চঞ্চলকে শান্ত করে, সেই ভক্তি আপনাদের সম্পত্তি এবং আমার সম্পত্তি। কিন্তু সে ভক্তির বিষয় ও আস্পদ কি? তাহা কাহার প্রতি সমর্পণ করা যায়? কেবল ঈশ্বরের প্রতি। "যদ্বাচানভ্যুদিতং

যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।" "যিনি বাক্যের দ্বারা বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে।" যাঁহাদের উপনিষদে শ্রদ্ধা আছে তাঁহারা কেহই এই সত্যে অবিশ্বাস করিবেন না। যাঁহাদের উপনিষদে শ্রদ্ধা নাই কিন্তু ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে কেবল ঈশ্বরই ভক্তির আস্পদ। এ কথা আমার নহে, ইহা পুরাতন অভ্রান্ত সত্য। যাঁহারা ভক্তি ত্যাগ করিয়া জ্ঞান মাত্র লইয়া থাকেন, তাঁহারা তণ্ডুল ত্যাগ করিয়া তুষ মাত্র গ্রহণ করেন। ভক্তি অবিবাদে ঈশ্বরের নিকট যাইতেছে, কেন না পরিমিত পদার্থে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। হে সুশিক্ষিত যুবা ও বৃদ্ধগণ! আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হইতে পারেন কি না? নাস্তিকতা কি আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করে না? ঈশ্বর নির্ব্বিকার, শান্ত, সত্য, পবিত্র, ইহা জ্ঞান দ্বারা জানিতেছি; কিন্তু ভক্তি কি তাহা বুঝিবে না? সকল লোক বলিতেছে এই আলোক, কিন্তু আমার চক্ষু তাহা দেখিতে পাইল না। আমারা নানা প্রণালী দেখিতেছি, কিন্তু কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া যাইব? আমরা সমস্ত দিবসে যে পাপ হৃদয়কে কলুষিত করিয়াছি সন্ধ্যার সময় তাহাই রহিল। আমি যে ঈশ্বরকে জানি না তাহা নহে, সমস্ত জানি; তবে কেন তাঁহাকে বিশ্বাস করি না? আমি বলিতেছি ভক্তির অভাব। সকলেই জানেন ঈশ্বর জ্ঞানময়, তিনি এখানে। যাহা কিছু ভৌতিক তাহা যেমন নিঃসংশয়, ঈশ্বর তেমনই নিঃসংশয়। পৃথিবীর পিতা মাতা আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে

ভক্তি করি, প্রণিপাত করি। কিন্তু যিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা তাঁহার চরণে কেন ভক্তির সহিত প্রণিপাত করি না? মাতার স্নেহ স্মরণ হইল, অমনই মা বলিয়া পদতলে লুণ্ঠিত হইলাম। ঈশ্বর সম্বন্ধে কেন সেইরূপ হয় না? কেহ কি বলিতে পারেন যে ঈশ্বর এখানে নাই? এখানে তিনি আমার চক্ষুতে, মুখে, তিনি আমার পিতার পিতা, মন ইহা বুঝিল কিন্তু হৃদয় বুঝিল না। হে পাষাণ হৃদয়! একবার বিগলিত হও, ঈশ্বর প্রবেশ করুন। আপনারা সকলে রহিয়াছেন দেখুন! তথাপি ভক্তি হইল না। কিন্তু যদি ঈশ্বর চতুর্দ্দিকে রহিয়াছেন তবে কেন ভক্তি হয় না? পিতা মাতাকে ভক্তি করিতে হয়, স্ত্রী পুত্রকে স্নেহ করিতে হয়, ইহা কি কেহ পুস্তকে পাঠ করিয়া শিক্ষা করেন? শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মাতৃক্রোড়ে গিয়া স্তন্য পান করে। হে ভ্রাতৃগণ! পরিবারের প্রতি কিরূপ অনুরাগ করিতে হয় তদ্বিষয়ে আপনারা বিলক্ষণ নিপুণ, ধনের প্রতি অনুরাগ সকলেরই দেখা যায়; কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে সে প্রকার অনুরাগ হয় না কেন? যদি ঈশ্বর আছেন ইহা সত্য হয়, জ্ঞান যদি তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, তবে হৃদয়কে বল, ভক্তি উদিত হউক।

প্রায় তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে মহাত্মা চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। এই শান্তিপুরে তাঁহার পবিত্র পদধূলি পতিত হইয়াছিল। যখন পাপ, পানাসক্তি ও কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাবে এ দেশ অচৈতন্য প্রায় হইয়াছিল, তখন চৈতন্য উপস্থিত হইলেন। তৎকালে হয় কঠোর ধ্যানে শরীর শুষ্ক, নয় পাপাসক্তি এই দুয়ের মধ্যে চৈতন্য আসিলেন। এক দিকে শুষ্ক জ্ঞান, কর্ম্মের নাম মাত্র নাই; যেমন মৃত শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, প্রাণ নাই। অপর দিকে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান,

কিন্তু হৃদয় শুষ্ক। ইন্দ্রিয়গণ মনুষ্যকে জ্বালাতন করিতেছে, সত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এমন সময়ে এই প্রদেশে সাধু-চরিত্র কোমল-হৃদয় চৈতন্য উদিত হইলেন। হায়! কোথায় কল্যাণ, কোথায় ধর্ম্ম! তিনি দেখিলেন চারিদিকে শুষ্ক জ্ঞান কাণ্ড। এ দুর্দ্দশা তিনি দেখিতে পারিলেন না; অমনই পরিবারের আসক্তি পরিত্যাগ করিলেন। জ্ঞানে তিনি পণ্ডিত-পরাস্তকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন তাহাতে হইবে না। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত কেবল হাহাকার শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ শান্তিপুরের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি সংসার পরিত্যাগ করিলেন। কেন? বঙ্গদেশের পরিত্রাণের নিমিত্ত, আপনাদের এবং আমার পরিত্রাণের নিমিত্ত। তাঁহার পুত্রবৎসলা মাতা শচীর নিকট, রূপবতী নির্দ্দোষিণী পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট, ধন মানের নিকট, সংসারের সকল সুখের নিকট বিদায় লইলেন, কোন তর্ক করিলেন না। চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। একবার মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, একবার ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন; একবার জীবের দশা দেখিয়া কাতর হইলেন, একবার ঈশ্বরের প্রেম মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মবীরের ন্যায় ধর্ম্মব্রত পালন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। জীবের ক্রন্দন শুনিয়া সেই দিকে তিনি বাহির হইলেন। জীবের দুর্দ্দশা থাকিবে না, কেবল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রাদুর্ভাব হইবে না, এখন পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত হইল! এই বলিয়া নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ভক্তিসুধা যাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্য শ্রবণে শত শত ব্যক্তি পুস্তক পরিত্যাগ করিয়া, সহস্র সহস্র বালক বৃদ্ধ সকল ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট আসিল। কেন? তিনি কি ধন বিতরণ

করিবেন? তিনি কি বলিলেন "আমি ধন দিতেছি, নর নারী! সকলে এস"। শান্তিপুর চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এ আশায় তাঁহার নিকট আগমন করে নাই। তিনি সকলকে বলিলেন, হে নর নারীগণ! আইস ধর্ম্ম লও, আর দুর্দ্দশা সহে না। এস! পরমেশ্বরের নিকট হইতে ভক্তিরস আনিয়াছি। এই ভক্তিরস পান করিয়া হৃদয়কে শীতল কর। যাঁহারা ইন্দ্রিয় উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়াও লইলেন না, ঐ অমৃত পান করিয়া শীতল হইলেন না, তাঁহাদের তখন মৃত্যু হইল। কিন্তু যাঁহারা লইলেন, কারাবাসীর কারান্ধকার হইতে মুক্তি হইলে যেমন আনন্দ, রোগী সুস্থ হইলে যেমন আহ্লাদিত হয়, তাঁহারা তেমনই আনন্দিত হইলেন। চৈতন্যের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস ও প্রীতি ভক্তি হইল। তিনি তাঁহাদিগকে যাহা করিতে বলিলেন, তাঁহারা তাহাই করিতে লাগিলেন। আর পুস্তক পাঠ করিও না;—করিব না। আর ধন লইও না;—লইব না। ঐ শিষ্যগণের মধ্যে যদিও অনেকে এক্ষণে পতিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে বীজ নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও জীবিত আছে। চৈতন্যের শিষ্য অনুশিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কি বলে? দেখ তাহাদের কি প্রকার অবস্থা। দেখ কত লোক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, কল্য কি আহার করিবে তাহার সংস্থান নাই। কে তাহাদিগকে আশা দিতেছে? তাহারা দরিদ্র, রক্ষা করিবার কেহ নাই, নিরাশ্রয় হইয়া ভক্তিপথে আসিয়া পতিত হইয়াছে। নির্ধনের দশা অধিকার করিতে মনে দুঃখ নাই। কে এ সকল করিতে পারে? জ্ঞান পারে? না; ভক্তি। সকল দুর্দ্দশার মধ্যে প্রফুল্লমুখ! ভক্তির কি আশ্চর্য্য শক্তি! বিদ্যা, ধন, মান কিছুই নাই, সুসভ্যেরা ঘৃণা করে; সেখানে ভক্তি।

যেখানে ধন, মান, বিষয়, বিভব, জ্ঞান সভ্যতা, সেখানে কি? শুষ্কতা, নিরাশা, কষ্ট, যন্ত্রণা। ভক্তি কি?—আশা। ভক্তি কি?—মুক্তি। ছিন্ন বস্ত্রে কত শত লোক চৈতন্যের নাম শ্রবণ করিয়া চৈতন্যের অনুসরণ করে। চৈতন্য যে ভারতবর্ষে ভক্তিকে আনিলেন, আমরা সেই ভারতবর্ষের লোক। যে শান্তিপুরে তাঁহার পদধূলি পড়িয়াছিল, সেখানে কি ভক্তি অধিক হইবে না? যে হিমালয় হইতে গঙ্গা বহির্গত হইলেন, তাহাই কি শুষ্ক হইবে? যে সেই ভক্তিলাভ করিল সে কি পাইল? কিছুই না, অথচ সর্ব্বস্ব! লোকের চক্ষুতে ধূলি দেওয়া তাঁহার অভিসন্ধি ছিল না। তাঁহার কোন আড়ম্বর ছিল না।

আমাকে এই বলিয়া ঘৃণা করিবেন না যে, আমরা বৈষ্ণবদিগের বিদ্বেষী, চৈতন্য-বিদ্বেষী। না, আমরা বৈষ্ণবদিগকে ঘৃণা করি না, চৈতন্যকে ঘৃণা করি না। চৈতন্য যে মুক্তির সহজ উপায় ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছেন আমরাও সেই পথ অবলম্বন করি।

যদিও ভক্তি সামান্য, কিন্তু অসামান্য। যে কথা শাস্ত্রে পাঠ করেন তাহা দেখেন কি না? সেই ঈশ্বরকে বিপদের সময় দেখিতে পান কি না? মৃত্যুশয্যায় এক দিকে ধন মান, বন্ধু বান্ধব আকর্ষণ করিবে, হৃদয়ে পাপ অন্ধকার, সে সময়ে জ্ঞান কোথা? ন্যায় শাস্ত্র কোথা? যেখানে পণ্ডিতদিগের পদস্খলিত হয়, সেখানে ভক্তি বলিবে প্রলোভন বিদূরিত হও! প্রলোভন অমনই বিদূরিত হইবে। বালকের নিকট হিমালয় পর্ব্বত চূর্ণ হইবে, যেখানে জ্ঞান গেল, মান গেল, দুর্ভিক্ষে বন্ধু বান্ধব হানিতে ক্রন্দন করিতেছে, হায়! এই তরঙ্গে কি করিব? লোকের নিকট হস্ত প্রসারণ করি, তাহাতে কিছুই হয় না, জীবন যন্ত্রণা-সাগরে নিমগ্ন। পণ্ডিতেরাও এমন সংসার-সাগরে নিমগ্ন, কিন্তু

বালকেরা অনায়াসে পার হইল। বিষয়ে লোভ কি, যখন ঈশ্বরে আসক্তি হয়? ধনে লোভ কি, যখন সত্যে অনুরাগ হয়? যেখানে নরপতি পরাভব হয়, সেখানে কতিপয় সামান্য বালক অনায়াসে জয়লাভ করে। যে দেশে পণ্ডিতেরা কিছু করিতে পারিলেন না, চৈতন্য সামান্য শিষ্যগণ লইয়া সকল করিলেন। ভ্রাতৃগণ! তোমরা ইংরাজী শিখিয়া থাক, ক্ষতি নাই। ইংরাজী শিখিলে কি ভক্তি করিতে হয় না; শেক্সপিয়ার মিল্টন পড়িলে কি ভক্তি করিতে হয় না? আমি অনুরোধ করিয়া বলি, আর কেন বিলম্ব করেন? কবে কোন পণ্ডিত সংবাদ আনিবেন বলিয়া কেন অপেক্ষা করেন? ভক্তি আপনাদের অতি নিকটে রহিয়াছেন; ভক্তি এই শান্তিপুরে; তবে কেন বিলম্ব করেন? লোকে বলে ভক্তি অবলম্বন করিতে হইলে সংসার পরিত্যাগ করিতে হয়। আমি বলিতেছি; না। সংসারের মধ্যে থাকিয়া তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিতে হইবে। বিষয়ের মধ্যে থাকিবে কিন্তু তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইবে না।

"বসন্ বিষয় মধ্যেপি ন বসত্যেব বুদ্ধিমান,
সংবসত্যেব দুর্ব্বুদ্ধিরসৎসু বিষয়েষ্বপি।"

"বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষয়ের মধ্যে বাস করিয়াও তাহাতে বাস করেন না। কিন্তু নির্ব্বোধেরা বিষয় মধ্যে থাকিয়া কেবল অসদ্বিষয়েতেই অবস্থান করে।"

যাহাদের বুদ্ধি আছে তাহারা সংসারমধ্যে থাকিয়া নির্লিপ্ত থাকে। যেমন ঈশ্বর সংসারমধ্যে বাস করিয়াও সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত। সংসার তাহাদিগকে কলঙ্কিত করিতে পারে না; নির্ব্বোধেরাই কলঙ্কিত হয়। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া বিষয়কে অতিক্রম করিতে হইবে—সকল

দেশেই এই উপদেশ শ্রবণ করা যায়। মুসলমান, হিন্দু সকলের এই কথা। সকল প্রাচীর ভগ্ন হইল, সকল গৃহ ভগ্ন হইল, এক পরিবার হইল—আর জ্ঞান রহিল না। ঈশ্বর কেবল বৃক্ষের ঈশ্বর নহেন, জলধারার ঈশ্বর নহেন, অমুক দেশের ঈশ্বর, অমুক লোকের ঈশ্বর নহেন; কিন্তু আমার ঈশ্বর। আর তাঁহাকে দূর করিব না, তাঁহাকে নিকট হইতে নিকটে করিব—সকল জঞ্জাল দূর করিব। শরীর মন্দিরের মধ্যে হৃদয় আসনে তাঁহাকে আসীন করিয়া ভক্তি দিয়া তাঁহাকে পূজা করিব। দিন শেষ হইল—সংসার দেখিলাম—ধন সুখ দেখিলাম—কিছুতেই হইল না। দিন গেল; মৃত্যু আগত; আর লোকের মান অপমান, ঘৃণা, তিরস্কার মানিতে পারি না। লোকের জন্য আত্মাকে বিনাশ করিতে পারি না। মৃত্যুশয্যায় পিতা, মাতা, বন্ধু, ভ্রাতা ত্যাগ করিতে হইবে, ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইতে হইবে, সকলে ঘৃণা করিয়া স্পর্শ করিবে না।

তীর্থভ্রমণ কর আর যাহাই কর, ঈশ্বর হৃদয়ে আছেন। সেখানে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে পূজা কর, দিনান্তে পূজা কর, দিন দিন আনন্দ হইবে, আর দুঃখ থাকিবে না। অনেক দিন যাগ যজ্ঞ করিয়া দেখিলেন, এখন তপস্যা করিয়া দেখুন। সকল দেশে তাঁহাকে দেখিলাম তাহাতে কি হইবে? ভক্তিরজ্জুতে ঈশ্বরকে বদ্ধ করুন। পুস্তকে বদ্ধ করিলে পুস্তকের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও বিনাশ পাইবে। বিলম্ব করিও না, সকল দেখা গিয়াছে; সমস্ত তর্ক, জ্ঞান, ন্যায়, চূর্ণ করিয়া এই এক সত্য পাইয়াছি—জীবগণ, ভক্তি কর! হস্ত প্রসারণ করি, কে আমাদিগকে অন্নদান করেন; কে জলদান করেন? ধনকষ্টে কে ধন দান করেন? কে

জরায়ু মধ্যে রক্ষা করেন? কে এখন আমাদের নিকট বর্ত্তমান রহিয়াছেন?

আমি দেখিলাম পাপে আর পরিত্রাণ নাই। যদি চরণতরী না পাই তবে এখন ডুবিলাম; ইহকালের জন্য ডুবিলাম; পরকালে কি হয়! অন্ধকার দুঃখেতে বঙ্গদেশের যন্ত্রণা। ঈশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী। কে কি ভাবে এখানে আসিয়াছেন, আমোদ কি ধর্ম্মের জন্য তিনি তাহা জানেন। আমার পিতা অন্তর্যামী। যন্ত্রণা-ভারে অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইল আর বহিতে পারি না, শরীর যায়, ভারতবর্ষ যায়; এখন যদি ঈশ্বর আমাদের ভক্তি দান করেন তবেই বাঁচিব! যত দেখি, সকলে কতই কাতর; যখন ভক্তি দেখি তখন বলি হায়! ঈশ্বরের কি করুণা! যদি একবার মুক্তির দ্বার খুলিয়াছিল, যদি আবার চারি শত বৎসরের পর সকলে মৃতপ্রায় হইল, আবার তিনি কৃপা করিবেন মুক্ত করিবেন। সমস্ত দিবসের পর একবার তাঁহার নিকট ভক্তিভাবে নমস্কার কর। "হে ঈশ্বর! পরিত্রাণ কর ভক্তি দান কর" এই বলিয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দন কর, তাঁহাকে প্রার্থনা কর! দুঃখীর দুঃখ যাইবে। ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে আমরা প্রবেশ করিব, আমাদের আনন্দ ধারা দেখিয়া বঙ্গদেশের সকলে বলিবে—বুঝি আবার মুক্তির দ্বার মুক্ত হইল, আমাদের যন্ত্রণা যাইবার পথ হইল, সকলে ধন মান ছাড়িয়া দৌড়িয়া আসিবে। যে মাতার মুখ দিন দিন ম্লান হইয়াছে, আবার কবে বলিব, হে বঙ্গমাতঃ! তোমার ভক্ত সন্তানদের দ্বারা তাহা উজ্জ্বল হইল? কবে বলিব ব্রহ্মনাম গাও, ভ্রাতা ভগ্নীগণ! সকলে আইস; বিনয় বচনে বলিতেছি আর যন্ত্রণায় থাকিও না, আর মনকে অস্থির করিয়া যন্ত্রণায় যাইও না। তোমাদের পায়ে ধরিয়া

বলিতেছি, এস সকলে ব্রহ্মনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হই।

ঈশ্বর আমাদের এই সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ঈশ্বর চিরনূতন, তাঁহার ধর্ম্ম চিরসরস।

১৭৯২ শক; ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্মরূপ বৃক্ষ যেমন মিষ্টফল প্রসব করে তেমনই আবার ইহা চিরস্থায়ী হয়। যে ধর্ম্ম যথার্থই সুমিষ্ট এবং অনন্তকাল স্থায়ী তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে ধর্ম্মে মিষ্টতা নাই, স্থায়িত্ব নাই, তাহা সত্যধর্ম্ম নহে। যে ধর্ম্মরূপ বৃক্ষ ঈশ্বর স্বয়ং রোপণ করেন, যাহাতে তিনি স্বহস্তে জল সেচন করেন, ঈশ্বর সংরক্ষিত সেই বৃক্ষ নিশ্চয়ই নানাপ্রকার পবিত্র ফল প্রসব করে। এক দিনের জন্য নয়, এক বৎসরের জন্য নয়; কিন্তু অনন্তকাল ইহা নব নব সুন্দর কলিকা প্রসব করে। ইহার ফল সকল চিরকাল সুমিষ্ট, চিরকালই সরস। সেই ধর্ম্মরূপ বৃক্ষ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আছে কি না এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মেরা এত কাল এই অনন্তকাল স্থায়ী বৃক্ষের ফল ভোগ করিলেন, না কোন কল্পিত ধর্ম্মে বঞ্চিত হইলেন তাহা বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। যে ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতেছ তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম কি না প্রত্যেকে পরীক্ষা করিয়া দেখ। অনেক পুস্তক হইতে তোমরা সত্য সংগ্রহ করিয়াছ। ভ্রাতাদের হইতে অনেক উচ্চ সত্য

সকল লাভ করিয়াছ, সাধু সহবাসের উন্নত ভাবে হৃদয় বিভূষিত করিয়াছ, রাশি রাশি সদনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া তাঁহার আদরণীয় হইয়াছ, এ সকল স্বীকার করিলাম ; কিন্তু ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। কেন না, যখন প্রলোভন, পরীক্ষা, সংসারের বিষম ঝটিকা উপস্থিত হইবে তখন এই জ্ঞান, এই সাধুতা এই পবিত্রতা কিছুই তিষ্ঠিতে পারিবে না ; নিমেষের মধ্যে সেই দুর্ব্বল গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। পলকের মধ্যে চিহ্নমাত্র থাকিবে না।

তাঁহারা পুলকিত হউন যাঁহাদের গৃহ সুদৃঢ় ভূমির উপর সংস্থাপিত। যাঁহারা অটল ভাবে প্রত্যহ ঈশ্বরের পূজা করিয়া অমৃত ফলভোগ করেন এবং একদিনের জন্যও তাঁহাকে পুরাতন বলেন নাই, তাঁহাদের ধর্ম্ম কখনও শুষ্ক হইয়া যাইবার নহে ; কিন্তু তাহা বর্ষে বর্ষে আরও সুমিষ্ট হয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। বাহিরের ধর্ম্ম কিছুকাল পর্য্যন্ত উৎসাহ পূর্ণ হইয়া শুদ্ধ স্বীয় পরিবারকে নয়, সমস্ত জগৎকে বিকম্পিত করিতে পারে ; কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমরা সেই ধর্ম্মরূপ বৃক্ষ চাই যাহা ঈশ্বর স্বয়ং রোপণ করেন, এবং যাহা এত দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কখনও উন্মূলিত হইবার নহে। সাধ্য নাই যে তাহা আকাশে নিক্ষেপ করিতে পার। যে ধর্ম্ম অল্পকাল থাকে এবং অচিরেই পুরাতন হইয়া যায় তাহা কখনও ঈশ্বরের ধর্ম্ম নয়। তাহা মনুষ্যের কল্পিত ধর্ম্ম। পৃথিবীর লোকেরা নূতন পুতুল ক্রয় করিয়া তাহাতে অনুরাগ স্থাপন করে এবং কিছুদিন পর তাহা বিবর্ণ হইলে, সৌন্দর্য্য বিরহিত হইলে, আর তাহা অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে না। তখন তাহাদিগকে আবার নূতন পুতুল ক্রয় করিতে হয়। এইরূপে যদি অল্প ধনে সুখ না হয়, মানে সুখ

অন্বেষণ করে। যদি স্বদেশের বন্ধু বান্ধব পুরাতন হইয়া যায় নূতন নূতন লোকের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করে। যদি পুষ্পের সৌরভ মলিন হইয়া যায় তবে উদ্যানে গিয়া নব নব পুষ্পের সৌরভ দ্বারা আনন্দ লাভ করে। কিন্তু সংসারের এই আনন্দ, এই উৎসাহ, এই নূতনত্ব, এ সকলই অস্থায়ী। এ সকলেরই সীমা রহিয়াছে, কিছুদিন পর সকলই নীরস হইয়া যায়। কেবল সত্যধর্ম্মের এই ক্ষমতা আছে যে চিরকাল ইহা মনুষ্যহৃদয়কে সরস রাখিতে পারে। সেই ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম। যাহারা বাহিরের উপকরণে অনুরক্ত, তাহারা কিছুকাল সুখ লাভ করিয়া অবশেষে নিরাশ হইয়া পড়ে, হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়, তাহারা আর ধর্ম্মের আনন্দ ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরকালের ধর্ম্ম, অনন্তকালের ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মদের মধ্যে যদি কেহ বলে যে আমার ধর্ম্ম পুরাতন হইয়া গেল, আর ইহাতে মিষ্টতা নাই, জগৎ বলিবে তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিতে পার নাই। তুমি ঈশ্বরের উপাসনা কর নাই। এতকাল ধর্ম্মের আড়ম্বর দ্বারা লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছ। ঈশ্বরের নামে, ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে, এই কলঙ্ক আমরা সহ্য করিতে পারি না ; ঈশ্বর পুরাতন হইলেন, তাঁহার ধর্ম্মে আর মিষ্টতা নাই, এই কথা আমাদের দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে আর অস্থিরতা দেখিতে পারি না। জ্ঞানের পর ভক্তি, ভক্তির পর অনুষ্ঠান, এ সকলই ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের স্থিরতা নাই ? এ সকল স্রোতের মধ্যেও নিরাশা আলস্য ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে। কিন্তু ঈশ্বর অলস নহেন, ঈশ্বরের ভাণ্ডার শূন্য হইতে পারে না, সেই জন্য স্রোতের ন্যায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য আমাদের প্রার্থনা, আমাদের বাসনা

পূর্ণ করিতেছে। যদি সেই ভাণ্ডারে অভাব থাকিত, তবে এতকাল পর ব্রাহ্মসমাজের চিহ্নও থাকিত না। ইহার বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম এখনও সজীব থাকিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিবে ব্রাহ্মধর্ম্ম পুরাতন হয় নাই। ইহা বর্ষে বর্ষে নবীন প্রকার বেশ ধারণ করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ঈশ্বরের ভাণ্ডার অক্ষয়। তবে যদি কেহ বলে আমার ধর্ম্ম শুষ্ক হইয়া গেল, তবে তাহাকে বন্ধু ভাবে বলিব—তুমি এখনও ধর্ম্মগৃহে প্রবেশ কর নাই। ঈশ্বরের সেই গৃহ পুরাতন হইতে পারে না। সেই গৃহে লক্ষ লক্ষ ঘর আছে, প্রত্যেক ঘরে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য রহিয়াছে। যাঁহারা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, ঈশ্বরের ধর্ম্ম, তাঁহার দয়াল নাম কখনও নীরস হইতে দেখিলাম না। এই কথা কেন তোমরা না বলিবে? জগতের নিকট, বন্ধুগণের নিকট, উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কেন না বলিবে যে, ঈশ্বর চিরনূতন, তাঁহার ধর্ম্ম চিরসরস।

বিদ্যালয়ে অনেক পুস্তক পাঠ কর, কার্য্যালয়ে অনেক কার্য্য কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। অনেক কার্য্য করিতেছ, অনেক পুস্তক পাঠ করিতেছ, এই জন্য কি বলিবে যে ধর্ম্মে মিষ্টতা নাই? ঈশ্বরের সাক্ষাতে কেমন করিয়া বলিবে যে তিনি পুরাতন হইলেন? যখন তিনি স্বয়ং জানেন যে তিনি নিত্য মধুময়, নিত্য আনন্দময় তখন তাঁহাকে কেমন করিয়া বলিবে যে তিনি পুরাতন, শুষ্ক। স্বীকার করিলাম ব্রাহ্মসমাজে উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হয় নাই। ব্রাহ্মদের সাধুতা, পবিত্রতা, ব্রাহ্মসমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু সেই বৃক্ষ কোথায় যাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া নব নব ফল প্রসব করিবে? পরের উদ্যান হইতে ফল

পুষ্প আনিয়া কতদিন ভোগ করিতে পার? একবার প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ঈশ্বর স্বয়ং আপনার পৃথিবীতে, আপনার মৃত্তিকাতে এই প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল বপন করিয়াছেন। কাহার সাধ্য এ সকল বৃক্ষ স্থানান্তরিত করে, বিচলিত করে! তাহারা গম্ভীর-স্বরে বলিতেছে, যিনি আমাদের বপন করিয়াছেন আমরা তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। তাহারা এক দিকে যেমন কঠিন, অন্য দিকে তেমনই কোমল পুষ্প এবং সুমিষ্ট ফল সকল প্রসব করিতেছে। সেইরূপ যে ধর্ম্ম আত্মারূপ ভূমিতে রোপিত হইয়াছে, তাহা যেমন এক দিকে সুদৃঢ়, অন্য দিকে তেমনই সুমধুর ফল প্রসব করে। ইহা স্বয়ং ঈশ্বর-হস্ত-সংরচিত, এবং তিনিই ইহাতে জল সেচন করেন। তিনিই ইহার প্রাণের প্রাণ। যে ধর্ম্ম ঈশ্বরের এ প্রকার প্রত্যক্ষ হস্ত অস্বীকার করে, তাহা সামান্য বুদ্ধি বিরচিত; এবং সামান্য বুদ্ধির ধর্ম্ম কখনই চিরকাল সরস হইয়া থাকিতে পারে না, ইহা কালে নীরস হইয়া নষ্ট হইবেই হইবে। উদারতা সম্পর্কে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, তেমনই ইহা চিরকালই নূতন, এইজন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম জগৎকে চিরকাল আকর্ষণ করিতে পারেন।

আত্মা ও পরমাত্মার যোগ।

রবিবার, কার্ত্তিক, ১৭৯২ শক; ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগের ধর্ম্ম। ইহার সাহায্যে আমরা আত্মাকে গূঢ়রূপে পরমাত্মার সঙ্গে যোগ করিতে পারি। ব্রাহ্মের জীবন দর্শন করিলে বাহিরে কেবল অনুষ্ঠানের আড়ম্বর দৃষ্ট হইবে, বোধ হইবে যেন তিনি

বাহ্যিক উৎসাহ-চক্রে দিবানিশি ঘুরিতেছেন; কিন্তু তাঁহার অন্তরে যোগরূপ ধর্ম্মের সারাংশ নিহিত রহিয়াছে। বৃক্ষের মূল যেমন ভূমিতে গুপ্ত থাকে, তেমনই ধর্ম্মের মূল আত্মার অতি গভীর ও নিভৃত স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই স্থানেই প্রকৃত যোগ সংসিদ্ধ হয়, সুতরাং উহা মনুষ্যের চক্ষু দেখিতে পায় না; এবং অবিশ্বাসীরা উহার মর্ম্ম বুঝিতেও পারে না। জীবাত্মা উপযুক্ত সাধন দ্বারা পরমাত্মাতে বদ্ধমূল হইয়া, তাঁহার প্রসাদ-বারি সিঞ্চনে আপনার পুষ্টি সাধন করেন এবং অনন্তকাল বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। ইহাই যথার্থ যোগ, অনুষ্ঠানাদি বাহ্যিক ধর্ম্ম ইহার ফল মাত্র। এই যোগ সাধন করিতে পারিলে জীবন সার্থক হয়। কেবল হৃদয়ের কোমলতা অথবা চরিত্রের বিশুদ্ধতা সহকারে আমরা স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারি না। যোগ ভিন্ন ঈশ্বরকে অনন্তকালের জন্য লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয় দ্বারা যেমন বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়, আত্মার সঙ্গে সেইরূপ কতকগুলি আধ্যাত্মিক বৃত্তি দ্বারা ঈশ্বরের যোগ হয়। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা আলোক গ্রহণ করি, এবং উহাকে আয়ত্ত করিয়া আমাদের কার্য্যে নিয়োগ করি। অন্ধের পক্ষে আলোক থাকা না থাকা সমান। বাহিরে সূর্য্য কিরণ রহিয়াছে বটে, অন্ধের শরীরকেও উহা আলোকিত করিতেছে, কিন্তু তথাপি উহাতে তাহার অধিকার নাই, উহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, যোগ নাই। চক্ষু দ্বারা আমরা ঐ আলোককে আপনার অধিকারের বস্তু ও নিজের ধন করিয়া লই এবং স্বীয় হিতের জন্য ব্যবহার করি। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা এইরূপ শব্দের সঙ্গে যোগ হয়। এক দিকে সংসার, অপর দিকে ঈশ্বর, মধ্যে আমাদের আত্মা। ইন্দ্রিয় দ্বারা যেমন সংসারের সহিত

আমাদের যোগ হয়, তেমনই জ্ঞান ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যোগ হয় এবং তাঁহাকে আমরা লাভ করি।

অন্ধ যেমন আলোকের সঙ্গে কিছুমাত্র যোগ রাখিতে পারে না, তেমনই মনুষ্যের জ্ঞান চক্ষু যতদিন না উন্মীলিত হয়, ততদিন সে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে পারে না। যদি জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে ঈশ্বর বাহিরের পদার্থ বাহিরেই রহিলেন। পরমেশ্বর আত্মার মধ্যে এমন একটী শক্তি সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন যাহাতে আত্মা আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া, তাঁহার সহবাসের শান্তি উপভোগ করত জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারে। ঈশ্বর দূরে আছেন, বাহিরে আছেন। কে আমাদিগের নিকটে তাঁহাকে আনিয়া দিতে পারে? কে সেই পরমেশ্বরকে আমাদিগের আত্মীয় করিয়া হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দিতে পারে? আত্মার সেই শক্তি কেবল তাহা পারে।

আধ্যাত্মিক রাজ্য দৃষ্টি করিবা মাত্র দেখি মনোমধ্যে ঈশ্বরের সত্যজ্যোতি কোটী সূর্য্য পরাজয় করিয়া বিরাজ করিতেছে। ব্রাহ্মগণ! যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের শক্তি উপলব্ধি করিতে চাও তবে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হও। সংযোগ কি তাহা কেহ বলিতে পারে না। এতদিন ব্রহ্মমন্দিরে আসিতেছ, এতদিন সাধু-সঙ্গ করিলে, হস্তকে কত সৎকার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে; কিন্তু হে আত্মন! বল দেখি কখনও কি ঈশ্বরকে হৃদয়ে বাঁধিয়াছ? তাঁহাকে কি অধিকৃত পদার্থ বলিতে পার? মানিলাম তুমি অনেক পুস্তক পড়িয়াছ, কিন্তু যখন পুস্তকের আলোক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তখন পিতা পিতা বলিয়া ডাকিবা মাত্র কি তিনি তোমার নিকট প্রকাশিত হন? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর ঈশ্বর বলিলে এখনও কি ঈশ্বর কেবল শব্দ মাত্র? যোগ সংস্থাপনের কথা বলিলে মনুষ্যের

আত্মা পরমাত্মাকে ধরিতে পারে, এমন কি মনে ভাবিয়াছ? অনেকে একবারে উত্তর দিতে অক্ষম হইবেন। কেবল যাঁহাদের ভক্তি আছে তাঁহারা অবশ্য বলিবেন যে, আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কোথায় কোন্ শান্তি সরোবরে গিয়া হৃদয়কে শীতল করিতাম? মনে কর যখন রোগ দুঃখে জর জর হই, তখন যদি জননীর মুখ একবার দেখিতে পাই, তাহা হইলে হৃদয়ের কষ্টগুলি কেমন দূর হইয়া যায়। সেইরূপ আত্মার শত শত কষ্ট আছে। সেই সময় যদি পিতার মুখ দেখিতে না পাই তাহা হইলে বোধ হয় যেন পৃথিবীতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু বিশ্বাস আমাদের হস্তে থাকিলে ঈশ্বরের সঙ্গে সহজেই যোগ হইবে। শত শত তর্কের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে প্রবেশ কর, অন্ধ নয়নকে উজ্জ্বল কর, দেখিবে যে নিকটে সম্মুখে সেই পিতা রহিয়াছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদিগের এই প্রথম যোগ।

সত্য এই কথাটীর কোন অর্থ নাই, যদি আমাদের চক্ষু না থাকে। সত্যং সত্যং এই নাম যতবার উচ্চরণ কর না কেন কিছুই তাহার অর্থ নাই—যতক্ষণ না বিশ্বাস চক্ষু উজ্জ্বল হয়। সেই চক্ষু উজ্জ্বল হইবা মাত্র এই কথার মধ্যে এক প্রকাণ্ড রাজ্য সুবিস্তৃত দেখা যায়। অন্ধকে চক্ষু দাও সে তখনই বলিয়া উঠিবে, আহা! কি সুন্দর রাজ্যে আমাকে আনিলে। সেইরূপ বিশ্বাস বিহীনকে বিশ্বাস দাও সে তখন বলিবে যে, এতদিন চারিদিকে অন্ধকারবৎ প্রকাণ্ড প্রাচীর দেখিতাম, এখন কি শোভা! বিদ্যুতের আলোকের ন্যায় যেন চারিদিক আলোকিত হইল। সেই আলোক কল্পনা নহে, কিন্তু সত্য-জ্যোতি ঈশ্বর। সে ঈশ্বরের কি রূপ আছে? ব্রাহ্মগণ! এ কথা

জিজ্ঞাসা করিতে পার। কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বরের আকার নাই তথাপি চক্ষু নিমীলিত করিয়া মনেতে একটী আকার করিয়া লন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার কোন আকার নাই। কেহ বলেন তিনি ছায়ার ন্যায়। ইহাও অসত্য। কেহ বলেন তিনি জ্যোতির ন্যায়। রবির আলোক যেমন তেমনই তিনিও আলোকময়। ইহাও ভয়ানক ভ্রম। এই সকল লোকেরা শেষে পৌত্তলিক হইবার জন্য যত্নবান্ হন। ঈশ্বর কল্পনা নহেন। তিনি পূর্ণ পদার্থ। শূন্য আকাশ যেখানে সেখানে ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তা উপলব্ধি করা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান তাৎপর্য্য। বল ঈশ্বরের রূপ কি? যদি তাঁহাকে দেখিবার জন্য কোন অবলম্বন চাও সে অবলম্বন বৃথা হইবে। জ্ঞান চক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ কর। জ্ঞান চক্ষের সম্মুখে তিনি পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার নাম কি? তাঁহার নাম রূপ নহে, ছায়া নহে, তাঁহার নাম সত্তা, তাঁহার নাম বর্ত্তমানতা; ইহা জানিবা মাত্র বুঝিবে কে যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন; সেই বর্ত্তমানতাকে প্রাণ বলে। তাঁহার কি রূপ কখনও জানি না। তবে এইটী জানি, যে দিকে চাই সেই দিকে সেই বর্ত্তমানতা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। কেহ তাঁহা ভিন্ন থাকিতে পারে না। সেই সত্তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্রাহ্ম বলেন ইহার নাম পরমেশ্বর। সাবধান হে ব্রাহ্মগণ! যদি বল যে বর্ত্তমানতা অনুভব করিতে পারি না তাহা হইলে ঈশ্বর কোথায়? তবে পৌত্তলিকদিগের ঈশ্বরের ন্যায় তোমার ঈশ্বর। তিনি ঈশ্বরের কথা শুনেন নাই তিনি কল্পিত স্বর্গে বাস করেন। চক্ষু দ্বারা যেমন এই গৃহ দেখিতেছি, এইরূপ বিশ্বাস চক্ষু দ্বারা যদি পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই তবে ত মানি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম। অতএব ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব কর।

ঈশ্বর যদি ছায়া হইতেন, চক্ষু যদি অন্ধ হইত তাহা হইলে আর ধর্ম্মের কোন প্রয়োজন থাকিত না। অনেকের এ প্রকার অহঙ্কার আছে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সকলই জানিয়াছি; কিন্তু তাহার সত্যাসত্যের প্রমাণ প্রত্যেকের জীবনই প্রদান করিতেছে। এ সম্বন্ধে অনেক গুরুতর অভাব আছে। ভ্রাতৃগণ! তোমরা ইহাতে উদাসীন হইও না। মনে করিও না যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সমুদয় সত্য জানিয়াছ। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম সত্য এই—ঈশ্বরকে বিশ্বাস চক্ষে দর্শন করা। এমন বিশ্বাস চাই যে সত্যং বলিলেই মনে হইবে একজনের সাক্ষাৎ দর্শন পাইতেছি, আর কিছুই চাই না এই জানিয়া আনন্দে পুলকিত হইবে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই চেষ্টা কর। এ প্রকার যোগ যখন সংস্থাপিত হইবে তখন দেখিবে যে, যে বিষয়ে মনুষ্য তোমাদিগকে প্রশংসা করে তাহা অপদার্থ। যেখানে যোগ নাই সেখানে ধর্ম্মের উপকার কিছুই নাই। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হও। যদি তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ফল হইল তবে এতদিন কি করিলে? তাঁহার যোগে যোগী হও। যোগী হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হও। জানিও যে পিতা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। পিতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, এ কথা কে বলিতে পারেন? যখনই তাঁহাকে দেখিতে যাই—দেখি তাঁহার চক্ষু সম্মুখে রহিয়াছে।

একচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা। *

সায়ংকাল, রবিবার, ১০ই মাঘ, ১৭৯২ শক;
২২শে জানুয়ারি, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

হিমালয় হইতে উচ্চ পদার্থ কি আছে? মহাসাগর হইতে গভীর পদার্থ কি আছে? যদি এই প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করে, উহার উত্তর এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। হিমালয় হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চতর, মহাসাগর হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গভীরতর। সকল উচ্চতা ও গভীরতার পরিমাণ করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সীমা কোথায়? কোন্ হৃদয় এই ধর্ম্মকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে? কে ইহার পূর্ণতা বুঝিয়াছে? কোথায় ইহার সম্যক সাধন হইয়াছে? আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা এই মহানগরে কেমন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইল! আজ চক্ষে যাহা দেখিলাম তাহা হৃদয়ে ধারণ করা যায় না; কিন্তু ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা আরও কত অধিক আমরা ভবিষ্যতে দেখিব। যে উৎসব দেখিলাম তাহাতে ভক্ত মাত্রেরই চক্ষুশ্রান্ত ও মন পরাস্ত হইল, ইহা অপেক্ষা আরও কত আনন্দ ও উৎসাহের উৎসব ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে নিহিত আছে, যাহা একদিন জগৎকে মাতাইবে। তখন ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে সত্যের নিশান উড্ডীয়মান হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। আহা! ব্রাহ্মধর্ম্মের কেমন

* নগর সঙ্কীর্ত্তনের পর উপাসনান্তে এই উপদেশ হয়।

স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য! এমন কোমলতা, এমন মধুরতা, এমন হৃদয় প্রফুল্লকর প্রেমের ব্যাপার আর কোথাও আমরা দেখি নাই! ঈশ্বর স্বহস্তে ইহা রচনা করিয়াছেন, মনুষ্যের সাধ্য কি যে ইহার একটী বিন্দুও রচনা করে? ইহার একটী সত্যের মূল্য বুঝিয়া উঠা ভার, একটী ভাবের গভীরতা কেহ পরিমাণ করিতে পারে না। যতই ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়, ততই ইহার অমৃত রস আস্বাদন করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। এই ধর্ম্মের প্রত্যেক অক্ষর যে ঈশ্বর স্বহস্তে রচনা করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এমন সুন্দর ধন তিনি কাহার হস্তে দিলেন? যাহারা জ্ঞানহীন, দুর্ব্বল, দীন হীন, ঘৃণিত, তাহাদেরই হস্তে তিনি স্বহস্তে এই অমূল্য ধন অর্পণ করিলেন। আমরা এ দানের নিতান্ত অনুপযুক্ত। এক দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা ও তাহার মধ্যে ঈশ্বরের করুণার অসীমতা, আর এক দিকে আমাদের অশেষ অনুপযুক্ততা। এই জন্যই বলি দয়াময় নামের প্রভাবে জগৎ বিকম্পিত হইবে। মনে করিয়া দেখ আমরা জঘন্য হইয়া কোথায় পড়িয়াছিলাম, কোন্ পাপকূপে ডুবিয়া ছিলাম, কোথা হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন। চন্দ্র সূর্য্যের যিনি নিয়ন্তা, ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি, তিনি আমাদের বিপদের সংবাদ পাইবা মাত্র নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই অস্পৃশ্য অধার্ম্মিকদিগকে স্বহস্তে রক্ষা করিলেন। ইহার সাক্ষী ব্রাহ্মধর্ম্ম। আশ্রয় বিনা সে অবস্থায় আমরা নিশ্চয়ই মরিতাম; কিন্তু দয়াময়ের মঙ্গল হস্ত যথাসময়ে প্রসারিত হইল এবং পাপীতাপীদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অমৃত পান করাইয়া মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিল। তিনি বলিলেন পাপী মরিবে না। মৃত্যু ভয়ে পলায়ন করিল, ব্রহ্মাশ্রিত সন্তানদিগকে স্পর্শ করিতেও সাহস

করিল না। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের চন্দ্র উদিত হওয়াতে আমাদের ন্যায় কত শত অবিশ্বাসী পাপীদের মুখ প্রফুল্ল হইল, হৃদয় পবিত্র হইল, জন্ম সার্থক হইল। স্বর্গের ধন হস্তে পাইয়া আমরা অবাক হইলাম। যে হস্তে, হে ঈশ্বর! তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলাম, সেই হস্তে তুমি স্বর্গের সামগ্রী দান করিলে! ধন্য দয়াময়! পাপীর ভাগ্যে এত লাভ! এ কথা কি আমরা গোপন করিয়া রাখিব, না সহস্র মুখে ইহা প্রচার করিতে হইবে? চারিদিকে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিতেছি! কাল যেখানে কুসংস্কারের অন্ধকার, আজ সেখানে সত্যের জ্যোতি; কাল যেখানে পাপের দাসত্ব, আজ সেখানে পুণ্যের স্বাধীনতা; কাল যেখানে সংসারের যন্ত্রণা, আজ সেখানে ধর্ম্মের শান্তি! যে দেশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিরোধী ও খড়্গহস্ত ছিল, আজ সেই দেশের পথে পথে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইতেছে। এক শত নয়, দুই শত নয়, সহস্র সহস্র লোক পিতার প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের ধর্ম্ম নহে, ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের সংরচিত, কেন না যাহা কিছু উচ্চ, যাহা কিছু পবিত্র সকলই ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত। কেবল ব্রাহ্ম নাম লইলে ব্রাহ্ম হওয়া হয় না। যে ধর্ম্ম আত্মাকে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ হইতে মুক্ত করে এবং সকল প্রকার পুণ্যে বিভূষিত করে, সেই ধর্ম্মের প্রকৃত উপাসক যিনি তিনিই ব্রাহ্ম। সমস্ত জগতের উপর আমাদের অধিকার, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত আমাদের সদ্ভাব, সকল উপদেষ্টার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ। স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ যে সকল মহাত্মা ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার। পূর্ব্ব কালে ও বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা

ধর্ম্ম জগতে চরিত্রের বিশুদ্ধতা নিবন্ধন দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। সত্য সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ কাল পাত্র ভেদ করেন না, যেখানে যাহার নিকট সত্য পাওয়া যায় উহা ঈশ্বরের সত্য বলিয়া অসঙ্কোচে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হয়। যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম তিনি জ্ঞানহীন ও অসাধুর হস্ত হইতেও সত্যরত্ন গ্রহণে কুণ্ঠিত হন না, সামান্য ঘৃণিত লোকের নিকটেও উদার মনে উপদেশ গ্রহণ করেন। অভিমানী অহঙ্কারী ব্যক্তিরা ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহে। সকল জাতির পদতলে পড়িয়া বিনীত ভাবে কৃতজ্ঞচিত্তে যিনি সত্য সঙ্কলন করেন তিনিই ব্রাহ্ম। কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য কেমন নির্ব্বিবাদ ও শান্তিপূর্ণ, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ইহার কেমন সদ্ভাব! এ ধর্ম্মে কাহারও প্রতি ঘৃণা নাই বিদ্বেষ নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি আমরা কাহারও বিরোধী নই, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আমাদিগকে বিপথগামী ও বিরোধী মনে করিয়া ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা কেবল যে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃ নির্ব্বিশেষে ভালবাসিতে চেষ্টা করি তাহা নহে, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যেককে কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্ম বলিয়া সমাদর করি। আমরা প্রত্যেকের কাছে গিয়া বলি, তোমার নিকট যেটুকু সত্য আছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি, অতএব আইস উহার সাধন করি এবং উভয়ে মিলিয়া ঐ সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করি। যাঁহার কাছে ভক্তি আছে, তাঁহাকে বলি ভক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম, আইস সকলে মিলিয়া ভক্তি-রস পান করিয়া প্রাণ শীতল করি। যে সমাজে সত্য বচন, ন্যায় ব্যবহার, পরোপকার ও চরিত্রের নির্ম্মলতা; সেই সমাজের সহিত যোগ দিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐ লক্ষণগুলি

সাধন করি। যে সম্প্রদায় বিজ্ঞানের আলোকে সমুজ্জ্বলিত সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা ঐ আলোক সম্ভোগ করি। এমন কি আমরা যেখানে যাই সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছু কিছু লক্ষণ দেখিতে পাই। আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে, ব্রহ্মনাম লইয়া আমরা যে দেশে যে ঘরে যে শাস্ত্র বা যে সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করি, সেইখানেই কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের অধিকার দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? না সত্যের সমষ্টি, ইহা সত্যের সঙ্গে সমব্যাপী, সমুদয় সত্যরাজ্য ইহার অন্তর্গত। হৃদয়ের কোমলতা, জ্ঞানের গভীরতা, ইচ্ছার পবিত্রতা এ সমুদয় ব্রাহ্মধর্ম্মেরই; ন্যায় ও বিজ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম, ইন্দ্রিয় দমন ও পরোপকার, যোগ ও ধ্যান এ সমুদয় ব্রাহ্মধর্ম্মেরই। যেখানে উহা দেখিতে পাই তাহা আমাদের ভূমি, সেখানে ব্রাহ্মসমাজের অধিকার। দেখ ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতার সীমা নাই। যখন আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি তখন আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা, যতদূর সত্যের রাজ্য ততদূর বিস্তৃত হইবেই হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর কেন আমরা বিদেশী বা বিজাতীয় মহাত্মাদিগকে শ্রদ্ধা করি, কেন আমরা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের আচার্য্য ও সাধুদিগকে ভক্তি করি, যাঁহারা বিদ্বেষ পরবশ হইয়া আমাদিগকে উৎপীড়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও ভাল লোকদিগকে আমরা কেন সমাদর করি—তাহার উত্তর এই আমরা সেই উপকারী বন্ধুদের প্রতি এরূপ ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়ের বন্ধু, প্রাণের বন্ধু। যাঁহারা বহু কষ্টপূর্ব্বক জগতের উপকার করিয়াছেন, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা জন সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা প্রত্যেকে ঋণী। কোন্ প্রাণে আমরা ঘৃণাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া

দিব? কোন্ প্রাণে কৃতঘ্নতা-বাণে আমরা তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিব? কিরূপে অহঙ্কার বিদ্বেষ সহকারে তাঁহাদের অবমাননা করিয়া হৃদয়কে কলঙ্কিত করিব? সেই সকল প্রাণের বন্ধুদিগকে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিব।

এমন স্বর্গীয় উদার ধর্ম্ম ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছেন। ইহাই মুক্তির এক মাত্র পথ। এই উদার পথ ভিন্ন ব্রহ্ম লাভের আর অন্য পথ নাই। তিনি যেমন এক, তাঁহার পথও তেমনই এক। পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই পথে আসিতে হইবে। এই সরল পথে সকলে অগ্রসর হও, দক্ষিণে কিম্বা বামে বিচলিত হইও না। প্রাণ গেলেও তোমরা উদারতাকে বিনাশ করিও না। চন্দ্র সূর্য্যের আলোক যেমন সর্ব্বত্র সেবন কর, তেমনই প্রশস্তচিত্তে সর্ব্বত্র সত্য সংগ্রহ করিবে। সত্যকে মধ্যবিন্দু করিয়া সকল জাতিকে প্রেম-সূত্রে বাঁধিয়া এক পরিবার করিতে যত্নবান্ হও। কুসংস্কার ও অধর্ম্মের কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার সময় দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে সাম্প্রদায়িকতা-রূপ-লৌহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আবার কি আমরা আত্মাকে সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব? দেশ কালের অতীত সত্যরাজ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করিয়া আবার কি স্বাধীনতা বিনাশ করিব এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে বদ্ধ হইব? আমাদের ধর্ম্মের কেমন প্রশস্ত ভাব! ঊর্দ্ধে ঈশ্বর, সম্মুখে মুক্তি, চারিদিকে ভাই ভগ্নীগণ; কোন দিকে বাধা নাই, যেখানে সত্য সেখানে আমাদের অধিকার। আমাদের দেশের পরম সৌভাগ্য যে এইখানেই প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু এ ধর্ম্ম যে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম এবং এখানেই যে ইহা চিরকাল বদ্ধ থাকিবে,

এ কথা আমরা কখনই স্বীকার করিব না। যে সত্য কেবল ভারত-বাসীদিগের জন্য তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। আমাদের ধর্ম্ম—জগতের ধর্ম্ম। সমস্ত মানব জাতির সঙ্গে আমাদের হৃদয় সমব্যাপী না হইলে উহার উপযুক্ত আধার হইতে পারে না। ব্রাহ্ম নাম লইয়া আমরা দেশ কাল জাতি সম্প্রদায় পুস্তকের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারি না। আদরের সহিত সকল দেশীয় নর নারীকে ব্রাহ্মসমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে যে অগ্নি জ্বলিতেছে তাহা জগতের আর আর স্থানেও উদ্দীপ্ত হইতেছে। মহাসাগর পারে সভ্যতম প্রদেশে উহার শিখা দেখা যাইতেছে। যথা সময়ে এই সমুদয় অগ্নি একত্র হইয়া দাবানলের ন্যায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে এবং সমস্ত জগৎকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে উজ্জ্বল করিবে। হে ব্রাহ্মগণ! ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ভাব পরিহার কর এবং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে এই প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার কর। যে মহোৎসবে আজ আমরা আনন্দিত হইতেছি সেই মহোৎসবের আনন্দ সুধা সকল দেশের ভাই ভগ্নীদিগকে পান করাও।

ব্রাহ্মধর্ম্ম শান্তি সংস্থাপনের জন্য অভ্যুদিত।

সোমবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯২ শক; ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

এই ধর্ম্ম এই ব্রহ্মমন্দির এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা এ দেশের বিশেষ অবস্থাতে প্রচারিত হইয়াছে। যিনি শরীরকে জন্মাবধি নানা সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন তিনি আবার প্রত্যেক দেশকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া বিশেষ দয়া সহকারে ধর্ম্মালোক বিকীর্ণ করেন এবং পাপ হইতে মুক্ত করেন। সেই দয়াময় বন্ধু দেখিলেন যে বঙ্গদেশ ঘোর তিমিরে

আচ্ছন্ন হইল। যেমন পুরাতন কাল চলিয়া যাইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মও বিদায় গ্রহণ করিল এবং নূতন নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইল; তখন পিতা স্বর্গ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আদেশ করিলেন "যাও ব্রাহ্মধর্ম্ম, বঙ্গদেশে এখনই যাও।" ব্রাহ্মধর্ম্ম তথাস্তু বলিয়া স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন মনুষ্যের দুর্দ্দশা ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখিলেন। দেখিলেন শোক যন্ত্রণা রাশি রাশি এত পরিমাণে একত্র হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা প্রকাশ করা যায় না। সেই সময়ে ক্ষুদ্র বলে কে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিত? কেবল সেই স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম পারিতেন, যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি এখন কতকগুলি দেশে বদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু সে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি কখনও মনুষ্যের বলে প্রচার হইতে পারে? যখন ইহা সমুদয় পৃথিবীকে অধিকার করিবে, তখন সমুদয় লোক, সমুদয় নর নারী কৃতার্থ হইবে। ঈশ্বর এ দেশে নিজ হস্তে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কিসের জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? পৃথিবীতে কি ধর্ম্মসমাজ ছিল না? আবার কেন তবে আর এক সম্প্রদায়কে আনিয়া পৃথিবীর কলহ বিবাদ বৃদ্ধি করা হইল? ঈশ্বরের এই মঙ্গল ইচ্ছা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া একটী নূতন কার্য্যের ভার লইবেন যাহা অন্য কোন ধর্ম্ম কখনও করিবে না। এই নবভাবপূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রথম অভ্যুদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা জগতের জন্য। ইহা একদিন পৃথিবীর সমুদয় লোককে দীক্ষিত করিয়া পৃথিবীকে নূতন আলোকে আলোকিত করিবে। কি জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশ হইল? শান্তির জন্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম শান্তিসংস্থাপক। শান্তি সংস্থাপন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ ভাব। বিরোধ স্থাপনপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার হয়, এমন প্রণালী অনেক আছে; পরমেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মকে

সম্মিলন শাস্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্বর্গের দূতরূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। এই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব কি? শান্তি, সম্মিলন, যোগ। প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম কিরূপে যোগ স্থাপন করিলেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখিলেন যে পৃথিবীতে পিতা পুত্রে যোগ নাই। রাজা প্রজায় যোগ নাই। ঈশ্বর পৃথিবী শাসন করিতেছেন, রাশি রাশি প্রজা পাপশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে। এমন সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া এই মঙ্গল সমাচার প্রচার করিলেন যে, আমি পিতা পুত্রের সম্মিলন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। পরম পিতার চরণ লাভ করিলে অপার শান্তি সম্ভোগ করা যায় সেই কার্য্যে আমি নিযুক্ত হইয়াছি। অপরাধী হইয়া আমরা জীবন কলঙ্কিত শরীর মন নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ করিয়াছি ও পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছি। চক্ষু উঠাইতে হস্ত উঠে না, হস্ত উঠাইতে মন উঠিতে পারে না। এই দুরবস্থায় পতিত থাকিয়া সন্তান অবসন্ন হইয়া রহিয়াছে। সন্তানের দুঃখের সীমা নাই। কোন ধনবান্ ব্যক্তির সন্তান যদি আমাদিগের সম্মুখে মহানগরীর পথ দিয়া সামান্য বেশ ধারণ করত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, সেই ভিক্ষুককে দেখিলে কাহার না মনে দুঃখ হয়? পরমেশ্বরের সন্তান আমরা, পাপ দ্বারা নীচপ্রকৃতি হইয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছি। অসহায় হইয়া জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেছি। সংসারের পদতলে পড়িয়া বলিতেছি, হে সংসার! ভিক্ষা দিয়া প্রাণ বাঁচাও। এমন সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিলেন আর ভয় করিও না। পিতার সঙ্গে সম্মিলন হইবার পন্থা হইয়াছে। অনুতাপ কর প্রার্থনা কর। অমনই বঙ্গ দেশের নর নারী প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পিতা আর থাকিতে পারিলেন না। আবার তাহাদিগকে পদতলে আনিয়া স্থান দিলেন সন্তান

তাঁহার সহিত একত্রিত হইল। এই যোগ প্রথম যোগ। ন্যায়বান্ রাজা ন্যায় দণ্ড হস্তে করিয়া অপর দিকে তাঁহার অতুল প্রেম দেখাইলেন। তিনি কখনও আমাদিগকে পাপী থাকিতে দিবেন না। অবশেষে আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া, স্বর্গ দিয়া তাঁহার শান্তিধামে লইয়া যাইবেন তথায় ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্মিলন করাইয়া দিবেন। পৃথিবীতে ভ্রাতা ভ্রাতার প্রাণ বধ করিতেছে। ব্রাহ্ম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। ভ্রাতায় ভ্রাতায় অসদ্ভাব থাকিবে কেন? পরমেশ্বরের সত্যজ্যোতির মধ্যে কেন এত অসদ্ভাব? ভ্রাতা ভ্রাতার ভ্রাতৃসম্বন্ধ জানে না। তাহারা সহোদর বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া, সহোদর-ভ্রাতার সহিত এরূপ যোগ যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা করে না, তাই জগতে এত অত্যাচার। কোথায় শত নর নারী একত্র হইয়া এক পরিবার হইবে, না বিরোধী হইয়া পরস্পরকে বধ করিতে চেষ্টা করে। পৃথিবীর যে দিকে চাই দেখি দুঃখী ধনীর কাছে, মূর্খ বিদ্বানের কাছে আশ্রয় পাইতেছে না, সদ্ভাব পাইতেছে না। সকলের মধ্যে বিরোধ অপ্রণয়। ধর্ম্ম লইয়াও ঘোর বিবাদ বিসম্বাদ। আপনার ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবে বলিয়া মনুষ্য শত শত লোকের প্রাণ বধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। ধর্ম্মের দ্বারা সেই অগ্নি নির্ব্বাণ না হইয়া আরও প্রজ্বলিত হইল। কোন্ স্বর্গ ও শান্তিধামে ঈশ্বর ও কোন্ বিবাদ বিসম্বাদ অপবিত্রতা ও নীচতা মধ্যে মনুষ্য! এ দুয়ের সীমা কোথায়? সীমা ব্রাহ্মধর্ম্ম। যেখানে ভ্রাতা ভগিনীর যোগ নাই সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই। যাহারা বলে আমরা ঈশ্বরের ভক্ত, কিন্তু ভাই ভগিনীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে, তাহারা মিথ্যাবাদী। আমার হৃদয়ে যদি ভাই ভগিনীর প্রতি প্রণয় না রহিল তাহা হইলে

আমি স্বার্থপর। প্রথমে পিতা পুত্রের যোগ। দ্বিতীয়তঃ ভাই ভগিনীর সম্মিলন, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই দুই বিশেষ কার্য্য। যেখানে বিচ্ছেদ সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া যোগ করিয়া দিতেছেন। যখন তোমরা একত্রিত হইবে তখন বিবাদ বিসম্বাদের রাজ্য একেবারে চলিয়া যাইবে। তোমরা পরস্পরের সেবা করিও, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেশে দেশে তাঁহার নিশান তুলিয়া জগৎকে এক করিতে চেষ্টা করিও; ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আজ্ঞা। বর্ণ ভেদ, জ্ঞানী মূর্খের প্রভেদ, এই দুইটী লোপ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদয় লোককে এক সূত্রে বদ্ধ করিবেন। এই কথা তোমরা সকলে বল যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যেখানে যাইতে বলিবেন সেইখানেই যাইব। এইরূপে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন না করিলে চিরদিন স্বার্থপরতার দিকে ধাবমান হইতে হইবে। এই প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে এক পরিবার স্থাপন করিবেন, কিন্তু এক পরিবার হইয়া আবার আমাদিগের নিজের নিজের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ চাই।

এই মাঘোৎসবের দিন পরম পিতার সহিত বিশেষ যোগ এবং ভ্রাতা ভগিনীদিগের সহিত বিশেষ যোগ সম্পাদিত করিতে হইবে। এ যোগ সম্পাদন না করিয়া অদ্য আমরা গৃহে যাইতে পারি না। উৎসবের বাহ্য কোলাহল দর্শন করিতে আমরা প্রাতঃকালে আসি নাই। আমাদিগের বন্ধু বান্ধবের সহিত বহুদিন পরে মিলন হইল বলিয়া, ক্ষণকাল আনন্দের নিমিত্ত আমরা এখানে আসি নাই। পিতার চরণ ক্ষণকাল পূজা করিয়া ক্ষান্ত হইবার জন্যও আসি নাই। যখন বিশেষ উৎসবের মানসে আসিয়াছি, তখন পিতার সহিত বিশেষ যোগ লইয়া যাইতেই হইবে; শূন্য মনে ফিরিয়া যাইতে পারি না। পিতাকে দর্শন না করিয়া যাইব না আমাদিগের এই সঙ্কল্প সাধন

করিতেই হইবে। যাহাদিগকে এখানে দেখিতেছি তাহাদিগের সহিত বিশেষরূপে পরিবারে বদ্ধ হইতে হইবে এবং যাঁহার পূজার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি তাঁহাকে প্রাণের সহিত বাঁধিতে হইবে। নতুবা উৎসব উৎসব নয়। এখানকার মনোহর দৃশ্য দেখিয়া বাহিরের নয়ন চরিতার্থ হইল বটে, কিন্তু যাঁহার জন্য উৎসব, তাঁহার সহিত বিশেষ যোগ স্থাপন না হইলে আমাদিগের বাসনা নিষ্ফল হইল, আমাদিগের বিশেষ সঙ্কল্প সাধন হইল না। উৎসবের দিন অঙ্গীকার করিয়া পিতাকে অন্তরে প্রবেশ করিয়া দর্শন কর। দুইটী সঙ্কল্প সাধন করা এই উৎসবের তাৎপর্য্য। যিনি যত্নপূর্ব্বক আমাদিগকে পালন করিলেন প্রথমে তাঁহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; দ্বিতীয় উপাসকমণ্ডলীকে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এক দিকে পরমেশ্বরের পরিবার, অপর দিকে পরমেশ্বরের সেই পরিবারের দেবতা। ইহাই উৎসবের প্রাণ, এইটী সাধন কর আর কিছু করিতে অনুরোধ করি না। বেদী হইতে এই নিমিত্ত অনুরোধ করি যে পিতার সহিত আত্মা সংলগ্ন কর এবং ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত হৃদয় সংলগ্ন কর। এটী সাধন না করিয়া ফিরিও না। নতুবা যিনি এত আদর করেন, কাল প্রাতঃকালে তাঁহাকে কি বলিয়া মুখ দেখাইবে। যে জন্য এখানে আসিলে সে সঙ্কল্প সাধন কর, ইচ্ছাপূর্ণ কর। তিনি অধিক চাহেন না কেবল এই চান পিতাকে যেন পিতা বলি। তিনি মুখের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন সন্তান যেন বিনীত ভাবে কোমল স্বরে প্রাণ ভরিয়া বলে যে, "তুমি আমার পিতা"। তিনি ইহাই শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন আর কিছু চান না। উৎসবের ও বঙ্গদেশের, সমুদয় বসুন্ধরার কামনা পূর্ণ হইবে

যদি তাঁহাকে পিতা বল। হৃদয়ের সহিত বল যে "তুমি আমাদের পিতা" নিশ্চয় অমৃতবারি জীবনে প্লাবিত হইবে এবং তাহা হইতে দিন দিন অমৃত ফল প্রসূত হইবে।

ঈশ্বরের দুইটী ভাব সমভাবে আছে, তিনি পিতা এবং পরিত্রাতা। তাঁহাতে যেমন সূর্য্যের ন্যায় কিরণ, তেমনই চন্দ্রের ন্যায় জ্যোৎস্না। যদি পুণ্যবান্ হইতে আকাঙ্ক্ষা কর পাপ পথে যাইও না, এই কথা বজ্রের ন্যায় তর্জ্জন করে। আবার শান্ত হও, শুভ্র হও, শান্তি-নিকেতনে বাস করিতে পারিবে, পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে; এইরূপে সুধারস নিঃসৃত হয়। ঈশ্বর এক হস্তে মহদ্ভয়ে মেদিনীকে কম্পবান্ করিতেছেন, সেই হস্ত হইতে পাপের বিহিত দণ্ড ও শাস্তি দান করিতেছেন। সেই পিতা অপর এক হস্ত হইতে প্রেম শান্তি পুণ্যের পুরস্কার দিতেছেন। সাধুর হৃদয়কে পুরস্কৃত করিতেছেন এবং তাঁহার কামনা পূর্ণ করিতেছেন। পিতাকে পিতা বলিয়া এই দুইটী ভাব গ্রহণ কর। ঊর্দ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিলাম পিতার প্রসন্ন মুখ প্রকাশিত রহিয়াছে, অমনই লজ্জায় মস্তক হেট হইল, কারণ তিনি আমাদিগের পিতা। তাঁহাকে পিতা বলিলাম অমনই তাঁহার চিরদাস হইলাম। তাঁহাকে পিতা বলিলাম অমনই হস্ত পদ বুদ্ধি প্রতিজ্ঞা করিল যাহা বল তাহা করিব। মনের সহিত তাঁহাকে ভালবাসিব। আর বলিও না যে মন প্রাণ তাঁহাকে দিব না, তাঁহার পদ সেবায় চিরদিনের জন্য নিযুক্ত হইব না। একবার পিতা বলিলাম অমনই দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলাম। তাঁহাকে পিতা বলা আমাদিগের সৌভাগ্য। সন্তান হইয়া জন্মদাতাকে পিতা বলিতে কোন্ প্রাণে বিরত হইব? তিনি সর্ব্বদা উপদেশ দিতেছেন—অসৎ কার্য্য করিও না, কুপথগামী

হইও না, পরোপকার শিক্ষা কর, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হও। কি প্রকারে তাঁহার আদেশে বধির হইবে? তিনি এক হস্তে মুখের অন্ন অপর হস্তে আত্মার অন্ন বিধান করিতেছেন। এক হস্তে শরীরকে রোগ হইতে রক্ষা করিতেছেন অপর হস্তে আত্মাকে পাপ মলিনতা হইতে মুক্তি দিতেছেন। এমন পরমেশ্বরকে একবার মনের সহিত পিতা বল, যেন কোন কালে আর না ভুলিতে হয়! আমাদের প্রাণে ভক্তি শ্রদ্ধা আসিয়া তাঁহার উপদেশ পালন্ করুক। কাহার হৃদয় এমন কঠোর, মন এমন পাষাণ যে, এমন পিতাকে পিতা বলিবে না, তাঁহাকে পূজা করিবে না, তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিবে? কাহার হৃদয় এমন কঠোর যে তাঁহাকে প্রভুভক্তি দেখাইবে না? কে না তাঁহার আজ্ঞাকারী ভৃত্য হইবে, তাঁহাকে পিতা বলিয়া পিতা পুত্রের সম্বন্ধে বদ্ধ হইবে? আজ সকলে তাঁহার গৃহে দাস ভাবে উপস্থিত হইয়াছ। আজ তাঁহাকে পিতা বলিয়া ব্রহ্মমন্দিরের উদ্দেশ্য সাধন কর।

যেমন তাঁহাকে পিতা বলিতে হইবে তেমনই আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। যাঁহারা চারিপার্শ্বে বসিয়া আছেন তাঁহারা সামান্য লোক নহেন, সম্পদ কালের ধনাকাঙ্ক্ষী তোষামোদকারী বন্ধু নহেন। ইহাঁরা প্রাণের বন্ধু, হৃদয়ের বন্ধু, পরকালের সহযাত্রী, অনন্তকাল শান্তি-নিকেতনের সঙ্গী। বিশুদ্ধ নয়নে ইহাঁদের মুখচন্দ্র দর্শন কর। যেখানে সকলে কুটিলতা দর্শন করে, সেখানে ইহাঁরা ভাল ভাব দেখেন। যিনি ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা তাঁহাকে বিশেষ আদর করিতে হইবে, যে যে সাধক তাঁহার নির্জ্জন উপদেশের অধিকারী তাঁহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া সহোদর ভাবে বিশুদ্ধ সম্বন্ধে আপনাদের

সহযাত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার সন্তানদিগকে নর নারীকে বিশুদ্ধ নয়নে দেখিতে হইবে। পরমেশ্বরের আজ্ঞা অনেক দিন লঙ্ঘন করিয়াছি বটে, কিন্তু পরমেশ্বর প্রেমের সঞ্চারে সে সকল ক্ষমা করিয়াছেন। পিতাকে লইয়া পরিবার বন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিনীত ভাবে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া এ অভাবটী পূর্ণ করিতে হইবে। পরমেশ্বরকে পিতা করিয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় ভগ্নীতে ভগ্নীতে মিলিত হইতে হইবে। এ ভাব স্থাপিত হইলে কত আনন্দ লাভ হইবে বলা যায় না। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত পরিবারের ভাব কোথাও স্থাপিত হয় নাই। ব্রহ্ম কৃপাময়, তাঁহার বিশেষ দয়া আছে, তিনি দীনের গতি এ কথা বলিতে পারি বটে, কিন্তু তাঁহাকে লইয়া পরিবার স্থাপন না করিলে আশা পূর্ণ হয় না। তাঁহার চরণ সেবা করিবার জন্য ভ্রাতা ভগিনীতে মিলিত না হইলে, ধর্ম্ম অধর্ম্মে এবং আলোক অন্ধকারে পরিণত হয়। পরমেশ্বর গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন যাহাতে আমরা তাঁহাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া চারিদিকে বসিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে পারি। এ সকল বিশ্বাস করিয়া পরিবার স্থাপন কর। যদি বিশ্বাসে মন পবিত্র না হয়, হৃদয় কোমল না হয়, তবে যে ব্রহ্মমন্দিরের লোকদিগের কলঙ্ক। কার সাধ্য বলে আমরা কিছু পারি না ? যদি হৃদয়কে কোমল করিতে চাও, নয়নকে বিশুদ্ধ করিতে চাও তবে সেই নয়নের অঞ্জন গ্রহণ কর, নতুবা ভাই ভগিনীদিগকে বুঝিতে পারিবে না। প্রাণের সহিত ভ্রাতাদিগকে আলিঙ্গন করিতে শিখিতে হইবে। ভ্রাতা ভগিনীর গভীর অর্থ বুঝিয়া তাহাদিগকে হৃদয় প্রাণ দিতে শিখিতে হইবে। যখন রুক্ষ নয়নে অপ্রসন্ন ভাবে ভ্রাতার প্রতি দর্শন করিব অমনই সেই ভাব আসিবে।

ভগিনীকে দেখিবা মাত্র যাহাতে পবিত্র প্রণয়ের উদয় হয়, ছুটিয়া তাহার সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, নয়নের কুটিলতা দূর হয়, তজ্জন্য চক্ষুর অঞ্জন চাই। নতুবা অপবিত্র পথে গমন করিয়া অপবিত্র হৃদয়ে কেবল অপবিত্র অভিসন্ধির উদয় হইবে। চক্ষুর অঞ্জন হইলে সেই পরম পিতাকে দিবারাত্র দেখিতে পাইব, জানিব তিনি অধ্যাত্ম-চক্ষুর দূরে নহেন, আশাপূর্ণ করিয়া চারিদিকে তাঁহার জ্যোৎস্না দর্শন করিব। তিনি চক্ষুর অঞ্জন হইলে সকল গোলমাল চলিয়া যাইবে, ভ্রাতা ভগিনীকে হৃদয় প্রাণ দিতে পারিব, ভ্রাতা ভগিনীর সেবা করিতে পারিব। এই দুইটী উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। এ আশা পূর্ণ করিতে হইবে এজন্য তিনি এখানে সংসারক্ষেত্রে সকল উপায় বিধান করিতেছেন। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া মনে মনে জগতের সকলকে একত্র করিয়া ভ্রাতা ভগিনীদিগকে নমস্কার করিও। ব্রহ্মের উপাসনায় যাহাতে সকল সংযোগ হয়, অন্তর-রাজ্য মধ্যে পিতাকে রাখিয়া যাহাতে চারিদিকে ভাই ভগিনী একত্র হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিও। তিনি ভিন্ন আমাদিগের আর গুরু নাই, শাস্ত্র নাই; পিতাই আমাদের সকল দেন। তিনি আমাদের হৃদয়রাজ্যের ধন, সে রাজ্যের সার শোভা। দয়াময় আমাদিগকে মন্ত্র দিতেছেন। গুরু হইয়া আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে সন্তানদিগের হৃদয়ে ভোগ করিতে হইবে, তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত পিতা বলিতে হইবে। ভাই ভগিনীগণ! সকলে মিলিয়া ব্রহ্মের গৃহ পূর্ণ করিতে হইবে, ব্রহ্ম-পরিবার সংগঠন করিতে হইবে। ব্রহ্মের পরিবারে বঙ্গদেশ পূর্ণ হউক, সমস্ত জগতে প্রেমরাজ্য সুবিস্তৃত হউক।

আত্মতত্ত্ব।

রবিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯২ শক; ২৬শে মার্চ্চ, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

আমরা পরলোকের যাত্রী, আমরা জীবন পথের পথিক। সময়ে সময়ে সংসারের কোলাহল এবং অনুষ্ঠানের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নির্জনে বসিয়া দেখা আবশ্যক, আমরা কোথায় আসিয়াছি; এবং আমাদের গম্য স্থান আর কত দূরে রহিয়াছে? যাঁহারা সংসার-স্রোতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দেন কিম্বা কতকগুলি কল্পিত মতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দেন; জীবন পরীক্ষা করিবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। কেবল মৃত্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে সচেতন করে। তখন দেখিতে পান পরলোকে যাইবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত নন; তখন আপনাদিগকে নিঃসম্বল দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন। অতএব যখন আমরা জীবনপথে চলিতেছি, তখন যথার্থ সম্বল কত পরিমাণে পাইয়াছি তাহা কি সময়ে সময়ে দেখা আবশ্যক নয়?

অনেক সময়ে আমরা যাহা লইয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি, পরে তাহাই সেই অহঙ্কার চূর্ণ করে। আমরা কত প্রকারে আত্ম প্রবঞ্চনা করি তাহার সংখ্যা নাই। যাহা যথার্থ তাহা অযথার্থ মনে করি এবং যাহা অযথার্থ তাহা যথার্থ বলিয়া সংগ্রহ করি। এই প্রকার অনিশ্চিত অবস্থায় বিশেষরূপে জীবন পরীক্ষা না করিলে নিশ্চয়ই আমাদের বিপদের সম্ভাবনা। ইহা সত্য যে সময়ে সময়ে তোমরা উপাসনা করিয়া হৃদয় পবিত্র করিতেছ, যথেষ্ট শান্তি লাভ করিতেছ, ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া জীবন সার্থক করিতেছ, এবং উত্তম পুস্তক সকল পড়িয়া সুন্দর সত্য সকল উপার্জ্জন করিতেছ অথবা তোমাদের অন্তরে

প্রচুর জ্ঞান-ধন সঞ্চিত হইতেছে; কিন্তু তোমরা কি জান সেই ধন কি—যাহা চিরস্থায়ী এবং সেই ধন কেমন—যাহা পরলোকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে? বাহিরে যাহা দেখিতেছ তাহা অস্থায়ী, বাহিরের উপাসনা, বাহিরের অনুষ্ঠান, বাহিরের জ্ঞানাড়ম্বর সকলই নিঃশেষিত হইবে। এখন উৎসাহ সহকারে যাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া উপাসনা করিতেছ, কিয়ৎকাল পরেই ইহাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইবে। এখন যে সকল সদনুষ্ঠান করিতেছ, যে পরোপকার করিতেছ, বিনীত হৃদয়ে ভ্রাতাদের যে পদ সেবা করিতেছ, তাহারও শেষ হইবে; কিন্তু যাহা আত্মার মধ্যে দেখিবে তাহার শেষ নাই, যাহা হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করিবে, তাহা চিরস্থায়ী। মৃত্যুর পর পৃথিবীর কার্য্যাড়ম্বরের শেষ হইবে; কিন্তু অন্তরের ধন অনন্তকাল থাকিবে। বাহিরের সৎকার্য্য শেষ হইবে, কিন্তু অন্তরের প্রণয় চিরস্থায়ী। আত্মার মধ্যে যে বিশ্বাস, বিনয় এবং ব্রহ্মদর্শনের আনন্দ পাইতেছ তাহা চিরস্থায়ী। বাহিরে যাহা রাখিবে তাহা ক্ষয় হইবে, তাহা কাল ধ্বংস করিবে, এবং তস্কর অপহরণ করিতে পারে; কিন্তু কোন্ তস্করের সাধ্য যে অন্তরের ধন হরণ করে? যাহা সংসারের উপরিভাগে রাখিবে, তাহাতে তস্করের অধিকার আছে, এবং তাহা সংসার তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব তোমাদের অন্তরের ধন কি পরিমাণে সঞ্চিত হইল, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ। এই প্রবঞ্চনা পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে কত সত্য লাভ করিলে, অন্ধকারের মধ্যে কতদূর আলোক দেখিলে, মৃত্যুর মধ্যে, কি পরিমাণে জীবন পাইলে, বিপদে কত ধৈর্য্য শিক্ষা করিলে, পরীক্ষাতে কত বল লাভ হইল, এ সকল পরীক্ষা করিয়া দেখ। চিরকাল কেহই

সংসারে এক অবস্থায় থাকিবে না, একদিন প্রত্যেককেই এ সকল ছাড়িয়া পরলোকে যাইতে হইবে। অতএব যে আত্মা সংসার ভিন্ন আর কিছুই চিনে না, যাহাতে ব্রহ্ম-দর্শনের চিহ্ন মাত্র নাই—সেই দুর্ভাগ্য আত্মা কেমন করিয়া পরলোকে যাইতে প্রস্তুত হইবে? অতএব ভ্রাতৃগণ! অন্তরে প্রবেশ কর। দেখ, সেখানে সেই ধন আছে কি না—যাহা লইয়া পরলোকে যাইতে হইবে। যদি হৃদয়ের অভ্যন্তরে সেই সম্বল দেখিতে না পাও, তবে নিশ্চয় জানিও তোমাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। তোমরা অবশ্যই বলিবে এ সকল নিতান্ত কষ্টকর এবং কঠিন ব্যাপার। বাহিরে বন্ধুদিগের সঙ্গে উপাসনা করিলে আনন্দ হয়, উৎসাহ থাকে, কিন্তু নির্জনে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলে ভয়ানক অন্ধকার দেখিতে হয়। যদি বাহিরে দৃষ্টান্ত অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ব্রহ্মকে অনুকরণ করিব এই প্রতিজ্ঞা করি, তাহা হইলে অন্ধকার দেখিয়া হয় ত এখনই নিরাশ হইতে হইবে। বাহিরের আড়ম্বরের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপে ব্রাহ্মগণ আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছেন। এই জন্য বলিতেছি ব্রাহ্মগণ, পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমারা গম্য স্থানের কতদূর নিকট-বর্ত্তী হইলে, অন্তরে কত সম্বল হইল। সময় থাকিতে এই প্রশ্নের মীমাংসা কর।

ঈশ্বর কাছে আছেন, তবুও কেন তিনি দূরে আছেন বলিয়া আমরা চীৎকার করি। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর আমাদের নিকটে, তথাপি কেন আমরা তাঁহাকে দূরে অন্বেষণ করি? ব্রাহ্মদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের ব্যাপার আর কিছুই নাই। ঈশ্বর নিকটে আছেন অথচ ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে দূরস্থ মনে করিয়া চীৎকার করেন।

ইহা নিতান্ত অসহনীয়। ভ্রাতৃগণ! সাবধান হও, দয়াময় পিতাকে বাহিরে অন্বেষণ করিও না। বাহিরের বন্ধুদের লাভ করিয়াছি কি এই জন্য যে, যতক্ষণ তাঁহাদের সঙ্গে থাকিব ততক্ষণ ঈশ্বরের পূজা করিব, এবং যাই তাঁহাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইবে তখনই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া সংসারের দাসত্বে নিযুক্ত হইব? এই জন্য তাঁহাদের লাভ করিয়াছি যে, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া ঈশ্বর-দর্শনের সঙ্কেত পাইব, এবং তাঁহারা দূরে থাকিলেও নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরের সহবাস উপভোগ করিতে পারিব। বাহিরের পুস্তকে ধর্ম্মমূলক বিষয় সকল পাঠ করিতেছ কি এই জন্য যে, চিরকালই পুস্তকের মধ্যে সত্য অন্বেষণ করিবে? কখনই নহে! কিন্তু পুস্তক সকল এই জন্য তোমাদের প্রদত্ত হইতেছে যে, তাহাতে তোমাদের অন্তর-নিহিত-ভাব সকল উজ্জ্বল হইবে।

ভ্রাতা ভগ্নীদিগের সঙ্গে ঈশ্বরের নিকট চীৎকার করিয়া উপাসনা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা এই জন্য নয় যে, সেই শব্দ উচ্চারণ করিতে অক্ষম হইলে তোমাদের উপাসনা-স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে; কিন্তু এই জন্য যে, যে পরিমাণে উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে সেই পরিমাণে নিঃশব্দে তাঁহার পূজা করিতে পারিবে।

বাহিরে আমাদের দয়াবান্ ঈশ্বর ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই জন্য নয় যে, চিরকালই এখানে আসিয়া আমরা তাঁহার উপাসনা করিব, এবং এখানে না আসিলে আর কোথাও আমরা তাঁহার দর্শন পাইব না; কিন্তু এই জন্য যে ইহা দ্বারা আমাদের অন্তরে অনন্তকালের যে ব্রহ্মমন্দির, তাহা নির্ম্মাণ করিব।

বাহিরের এ সকল কিছুই নিত্যস্থায়ী নহে; এবং বাহিরের কোন

বিষয়ের সহিত আমাদের চির-সম্বন্ধ নাই। এ সকল আধ্যাত্মিক রাজ্যে আরোহণ করিবার সোপান মাত্র। এ সমুদয়ই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সংসারের সকল বস্তুর সঙ্গেই বিচ্ছেদ হইবে। পৃথিবীর বন্ধুরা পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকিবেন; কিন্তু এক ব্রহ্মমন্দির থাকিবে, যেখানে যাইয়া অনন্তকাল আমরা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব, এক বন্ধু থাকিবেন, যিনি গোপনে আত্মার অভ্যন্তরে সেই রাজ্য প্রকাশ করিবেন, যেখানে নিত্য শান্তি, নিত্য পবিত্রতা। অতএব যে পরিমাণে বাহিরের আকর্ষণ পরিত্যাগ করিতে পারিব, যে পরিমাণে বাহিরের পদার্থে মুগ্ধ থাকিতে কষ্ট বোধ হইবে, সেই পরিমাণে আত্মার চক্ষু কর্ণ প্রস্ফুটিত হইবে, এবং সেই পরিমাণে আত্মার প্রকৃত উন্নতি।

বাহিরের উপায় সকল যদি জীবন পথের সোপান বলিয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু এই কথা বলিও না, বাহিরে জড়তা, এই জন্য আমিও জড় হইতেছি; বাহিরে উৎসাহ নাই, উপাসনার আড়ম্বর নাই, এইজন্য আমিও উপাসনা বিহীন হইয়া নিরুৎসাহ হইয়াছি; বাহিরে সৌন্দর্য্য নাই, আনন্দ নাই, এইজন্য আমিও নিরাশ ও নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছি। বাহিরের উপায় সকল উন্নতির সোপান বলিয়া গ্রহণ না করিলে নিশ্চয়ই এ সকল দুর্ঘটনা ঘটিবে। অতএব বলিতেছি আরও আন্তরিক হও, আরও আধ্যাত্মিক হও। আর বাহিরের উপর নির্ভর করিও না। বাহ্যিক ব্যাপার দূর কর। ঐ দেখ গম্যস্থান নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই সময় অন্তরের সম্বল চিনিয়া লও। সময় থাকিতে ব্রহ্ম-ধনের সঙ্গে পরিচয় না হইলে মহা বিপদ ঘটিবে। ব্রাহ্মগণ! তোমরা কতবার দেখিয়াছ যে দয়াময়

ঈশ্বর অত্যন্ত অন্ধকার মধ্যেও বিদ্যুতের ন্যায় এক একবার প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই সকল দিন সকলে মনে কর।

এক সময় আমরা ঘোর অন্ধকার নিরাশার মধ্যে পড়িয়া কাঁদিতেছিলাম; কিন্তু তাঁহার দয়ায় সেই অন্ধকার চলিয়া গেল; তাঁহার আলোক পাইয়া হৃদয় নির্ম্মল হইল; কত আনন্দ, কেমন উত্তম, কত প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিলেও শরীর মন পুলকিত হয়। সেই দিনের কথা সেই দিনই জানে। স্মরণ শক্তির এমন ক্ষমতা নাই যে, স্বর্গের সেই ব্যাপার ধারণ করিতে পারে। কিন্তু বিনীত হৃদয় তাহা ধারণ করিয়া রখিতে পারে। কি জন্য ঈশ্বর আমাদের ন্যায় মহাপাপীদিগের নিকট এই স্বর্গের আলোক প্রকাশ করিয়াছিলেন? এই জন্য যে আমরা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আশা করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে পড়িয়া থাকিতে পারিব। দয়াময় পিতা এই ভাবে মধ্যে মধ্যে ভক্ত-হৃদয়ে প্রকাশিত হন। পৃথিবীর এমন অভেদ্য অন্ধকার মধ্যেও পিতার প্রেম প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মেরা এমন কি একটী দিনও দেখেন নাই? গত জীবনে পিতার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখিয়াছি, পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্না হৃদয় প্লাবিত করিয়াছে। পিতা আবার সেই ভাবে আসিয়া আমাদের নিকট দাঁড়াইয়াছেন।

জীবন পুস্তক পাঠ করিয়া দেখ যাহা পূর্ব্বে পাইয়াছ, তাহা সামান্য ধন নহে। পশ্চাতে যদিও অনেক অনুন্নতি, কিন্তু তাহার মধ্যে কতকগুলি মহোন্নতির লক্ষণও রহিয়াছে। ঈশ্বর স্বয়ং যাহা এক একবার দেখান তাহা তোমরা নিজের বলে সহস্র বৎসর সাধন করিলেও লাভ করিতে পার না। একবার তোমাদের হস্তে স্বর্গের বস্তু দান করিয়া, আবার কেন তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত

করেন? এই জন্য নয় যে চিরকাল তোমাদিগকে দুঃখ দিবেন; কিন্তু তোমাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য। একবার পিতার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া আনন্দিত হইলে, আবার কেন তাহা দেখিতে পাও না? তোমাদের অহঙ্কারই ইহার একমাত্র কারণ। অতএব ঈশ্বর নিকটে থাকিতে তাঁহাকে দূরস্থ বলিও না। অন্তরে চিরকালের বন্ধু থাকিতে বাহিরের বন্ধুদের উপর নির্ভর করিও না। অন্তরে নিঃশব্দে তাঁহাকে মনের কথা বল তিনি শুনিবেন; অন্তরে ক্রন্দন কর, তিনি তোমার অশ্রু মোচন করিবেন। তিনি ভিন্ন আর কে অন্তরের ভাব বুঝিতে পারে? একবার যখন জীবনের পরীক্ষাতে জানিয়াছ, যে কাতর প্রাণে ডাকিলে ঈশ্বর দর্শন দেন তখন নাস্তিকের ন্যায় কেমন করিয়া বলিবে যে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি যেমন তোমাদের দর্শন দেন তেমনই আবার তোমাদিগকে সেই প্রকার ভক্তি বিনয় দেন যাহা দ্বারা তিনি স্বয়ং অধিকৃত হন। আর অবিশ্বাস অন্ধকারকে প্রশ্রয় দিও না। আধ্যাত্মিক আনন্দ-চন্দ্রকে প্রকাশিত হইতে দাও। যিনি অন্তরের অন্তরে রহিয়াছেন তাঁহাকে ধারণ করিয়া পরলোকের জন্য সম্বল কর।

ঈশ্বর মঙ্গলময়।

রবিবার, ২০শে চৈত্র, ১৭৯২ শক; ২রা এপ্রেল, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল নাই। কখন অমঙ্গল হইতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং মঙ্গলস্বরূপ। তাঁহা হইতে যে কোন ঘটনা, যে কোন ব্যাপার, যে কোন ভাব নির্গত হয় তাহা মঙ্গলের জন্য। তিনি কেবল যে মঙ্গল বিধান করেন তাহা নহে, অমঙ্গল করা তাঁহার পক্ষে

অসম্ভব। তাঁহার পক্ষে অসৎ হওয়া, দুর্ব্বল হওয়া, অপবিত্র হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনই অমঙ্গল করাও তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। দক্ষিণে বামে পশ্চাতে ঊর্দ্ধে কেবল মঙ্গলের ব্যাপার। পৃথিবীর সমুদয় ব্যাপার এক সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। অবিশ্বাসী চক্ষু সর্ব্বদা সেই মঙ্গলময়-সূত্র দেখিতে পায় না। অবিশ্বাসী চক্ষু ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগ দেখিতে পায় না। জগতের নানা স্থানে নানা সময়ে বিবিধ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, এ সমুদয়ই এক মঙ্গলসূত্রে বদ্ধ রহিয়াছে। যুদ্ধ কেন হয়, বিপদ কেন হয়, রোগ শোক কেন হয়, এ সকল অবিশ্বাসী চক্ষু বুঝিতে পারে না। এ জন্য অল্পবিশ্বাসী-দিগের যতটুকু বিশ্বাস থাকে তাহাও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তাহারা ঈশ্বরকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বলিয়া তাঁহার প্রতি কটু কথা প্রয়োগ করে। যাঁহারা দুঃখ বিপদের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব বিশ্বাস করেন তাঁহারাও সমুদয় শৃঙ্খলা দেখিতে পান না; কিন্তু তাঁহারা অবিশ্বাসী হন না, মঙ্গলময় রাজ্যের সমুদয় দেখুন আর না দেখুন, ঈশ্বর যে মঙ্গলময় ইহা সম্পূর্ণ হৃদয়ে স্বীকার করেন। একদিন মেঘেতে সমুদয় আচ্ছন্ন হইল, আর সূর্য্যের কিরণ প্রকাশ পায় না, তখন এমন অবোধ কে যে বলিবে সূর্য্য নাই? যদি সূর্য্য দশ দিন মেঘেতে আচ্ছন্ন থাকে, তথাপি আমরা বিশ্বাস করি—এই মেঘের মধ্যে সূর্য্য বিরাজ করিতেছে। সেইরূপ ঈশ্বর এই গভীর সংসারের অন্ধকার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, যদিও আমাদের মলিন চক্ষু তাঁহাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পায় না; কিন্তু যখন আমাদিগের আবরণ চলিয়া যাইবে, তখন এই ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া, সেই পরম ঈশ্বরের প্রেমালোক দেখিয়া কৃতার্থ হইব।

সম্পদের সময়, সুখের সময়, কে না ঈশ্বরকে দয়াময় বলে? নবজাত সন্তানের সুকোমল মুখশ্রী দর্শন করিলে, কে না পরম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করে? বহুকালের যন্ত্রণার পর সৌভাগ্যের উদয় হইলে, কে না ঈশ্বরের মঙ্গল-হস্ত সেই ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিয়া জীবনকে সফল করে? ভৌতিক জগতে যখন অন্ধকার চলিয়া যায়, যখন ঘোর ঝটিকা স্থগিত হয়, এবং যখন সাগর সকল সুস্থির হয়, যখন উদ্যানের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিস্তার করে, যখন যেদিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই, সেইখানে ঈশ্বরকে দয়াময় বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করি। ভৌতিক জগতে যেমন, আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনই। যখন পরমেশ্বর নিজের দক্ষিণ হস্তে আমাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, যখন শুষ্ক হৃদয়ে স্বয়ং ভক্তি বিধান করেন, যখন অন্তরের সংশয় সকল স্বহস্তে বিনাশ করেন, তখন হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। আবার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে যখন দিবা নিশি হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকি, তখন তাঁহার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া জীবন সফল করি এবং ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করি। অতএব কি ভৌতিক জগতে, কি আধ্যাত্মিক জগতে সৌভাগ্যের উদয় হইলেই ঈশ্বরকে হৃদয়ের সহিত দয়াময় বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ইহাতে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। কেবল সুখের সময় তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। ঘোর বিপদের মধ্যেও তাঁহার মঙ্গল-চরণ ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। মন্দ অবস্থা উপস্থিত হইল, বিষাদের ঘন মেঘ আসিয়া হৃদয় আচ্ছন্ন করিল, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব, সকলেই পরিত্যাগ

করিলেন, সংসারের ঘৃণা, নির্যাতন, অন্তর জর্জ্জরিত করিতে লাগিল, শরীর রোগ ব্যাধিতে পরিপূর্ণ হইয়া ভয়ানক যন্ত্রণার আলয় হইয়া উঠিল; সেই বিপদের সময় ভক্ত ভিন্ন আর কে পরমেশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে পারেন? ভক্ত যখন সেই বিপদের সময় পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন, সেই 'পিতা' শব্দ কেমন মধুর! তিনি সেই ঘোর বিপদকে জিজ্ঞাসা করেন, বল দেখি, আমার পিতা কি অমঙ্গল করিতে পারেন? সেই বিপদই তাঁহাকে বলিয়া দেয়—তিনি কখনও অমঙ্গল করিতে পারেন না।

পাঁচ দিন যদি প্রার্থনার উত্তর না পাই, সময়ে সময়ে কি এরূপ ভাব মনে হয় না, বুঝি ঈশ্বর আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন; চারি দিকে অন্ধকার, কোথাও ঈশ্বর নাই, আমাকে বিপদে ফেলিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন? অপরাধীর কথা আর বুঝি তিনি শুনিবেন না। ঘোর পাপী আমি, এই মনে করিয়া বুঝি ঈশ্বর চিরকালের জন্য আমাকে বিসর্জ্জন করিলেন। এই মনে করিয়া কত জন ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। এই ভাবে কেহই ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারেন না। যত দিন হৃদয় সরস থাকে তত দিন ঈশ্বরকে স্বীকার করিলে, আর যখন শুষ্কতা হইল, তখন ঈশ্বরকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে; ব্রাহ্মসমাজে আর এই ভাব শোভা পায় না।

যখন তোমাদের হৃদয় কঠোর হইয়া যায়, যখন বাহিরের সমুদয় ঘটনা প্রতিকূল হয়, তখন কি পিতার মঙ্গল মুখ জাজ্বল্য দেখিতে পাও? বিপদের সময় পিতার হস্ত হইতে যে বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, তখন কি বলিতে পার—পিতার হস্তের এই বাণ কখনও বিষময়

নহে? যখন পিতা পদাঘাত করেন তখন কি সেই চরণ ধরিয়া নৃত্য করিতে করিতে জগৎকে বলিতে পার এই দেখ পিতার পদাঘাত কেমন সুমিষ্ট? যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পিতাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে না পাও তখন কি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পার এই দেখ পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁহার মুখ আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া "কোথায় দয়াময়, কোথায় দয়াময়" বলিয়া হাহাকার করিব? যখন সংসার পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব হীন হইয়া, ভয়ানক শ্মশান তুল্য বোধ হয়, তখন কি বলিতে পার—পিতা বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য সংসারকে এমন ভয়ানক করিয়া তুলিলেন? যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কি বলিতে পার—পিতার ইচ্ছা যে ইহা হইতে আমি নব জীবন লাভ করিব? ব্রাহ্মগণ! তোমরা জগতের মানচিত্র দেখিতেছ, কিন্তু কে আধ্যাত্মিক জগতের মানচিত্র দেখিয়াছে? ঈশ্বরের মঙ্গল রাজ্যে নানাবিধ অবস্থা আছে, নানাবিধ ঘটনা আছে। সংসারে যেমন কখনও আলোক কখনও অন্ধকার, কখনও হর্ষ কখনও বিষাদ, কখনও সুখ কখনও দুঃখ; তেমনই আধ্যাত্মিক রাজ্যে কখনও দিবা কখনও রাত্রি, কখনও প্রসন্নতা কখনও বিষাদ, কখনও ঈশ্বর দর্শন, কখনও ঈশ্বর বিচ্ছেদ, কখনও পুণ্যের অভাবে হৃদয় নিতান্ত চঞ্চল, কখনও পুণ্যের সাহায্যে হৃদয় প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ভাব যদি বুঝিতে পারিতাম, কখনই পিতাকে নির্দ্দয় বলিতাম না। অমুক নিয়ম এখানে এখন পালিত হইতেছে, অমুক নিয়ম তখন ঐখানে পালিত হইয়াছিল, এ সকল স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতাম। ঈশ্বরের শত শত নিয়ম আমাদের চক্ষু হইতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই জন্য পরীক্ষার সময় অনেকে

অবিশ্বাসী হইয়া মরিতেছেন। ঈশ্বর মঙ্গলময় মুখে বলিলে হইবে না। কিন্তু যিনি অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া প্রত্যেক অবস্থায় এবং ঘোরতম অন্ধকার মধ্যেও আপনার মনকে প্রফুল্ল রাখিতে পারেন তিনিই বাস্তবিক নিরাপদ। যতদিন এই প্রকার নির্ভর না হয়, ততদিন জীবনের স্থিরতা হইতে পারে না। অনেক হইয়াছে বলিয়া পথিমধ্যে অলস হইয়া থাকিও না। যদিও সহস্র ঘটনা দেখিতে পাও যাহা বুঝিতে পার না, যদিও দশ দিন ঈশ্বর দেখা না দেন, যদিও দিন দিন বিপদ-সাগরের তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়, তথাপি ভীত হইও না; তথাপি ঈশ্বরকে নির্দ্দয় বলিও না, তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে সংশয় করিও না। মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে অমঙ্গল হইতে পারে না। বিদ্যালাভ করি তাহাও মঙ্গল, বিদ্যালাভ হইল না তাহাও মঙ্গল। বাঁচিয়া থাকি তাহাও মঙ্গল, মরিতে হয় তাহাও মঙ্গল। অজ্ঞান এই জন্য যে জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। সুতরাং অজ্ঞানের অবস্থা মঙ্গলের কারণ। মৃত্যু এই জন্য যে তাহা হইতে নব জীবন লাভ করিব; বিপদ এই জন্য যে সম্পদের মূল্য জানিতে পারিব; অন্ধকার এই জন্য যে আলোকের প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিব; রোগ এই জন্য যে সুস্থ হইয়া ভালরূপে তাঁহার চরণ সেবা করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইব। প্রত্যেক ব্যাপারই মঙ্গলপূর্ণ। অতএব যে কোন ঘটনা উপস্থিত হয় অকুতোভয়ে তাহা বহন কর। বিপদে ভীত হইও না, অন্ধকারে মুহ্যমান হইও না। সুখ, দুঃখ, সাময়িক সম্পদ বিপদ উভয়ই কল্যাণ সাধনের জন্য প্রেরিত হয়; অতএব যাহা কল্যাণ তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং বিপদের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া সেই মঙ্গলময়ের আজ্ঞা অনুসরণ করিবে।

ধর্ম্ম-গ্রন্থ ও সাধু-জীবন। *

রবিবার, ২৭শে চৈত্র, ১৭৯২ শক ; ৯ই এপ্রেল, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

মুক্তিদাতা পরমেশ্বর যদি ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন,—বৎস! তুমি কি চাও? তিনি অকুণ্ঠিত হৃদয়ে এই বলিবেন আমি তোমার দর্শন চাই। তিনি পূর্ব্বকালের সাধুদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া এই বলিবেন "স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? এবং ভূমণ্ডলে তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই চাহি না।" পরমেশ্বর যদি ভক্তকে বলেন—ধন লও, যশ লও, পুত্র লও, বিষয় সুখ লও ; তিনি তৎক্ষণাৎ এই বলিবেন—আমি ইহার কিছুই চাই না। পুনশ্চ যদি বলেন—ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রহণ কর, সাধু সহবাস গ্রহণ কর, পৃথিবীর সুন্দর পবিত্র স্থান সকল ভ্রমণ কর ; ভক্ত বলিবেন—আমি ইহারও কিছু প্রার্থনা করি না, আমি কেবল তোমাকেই চাই, তোমাকে পাইলেই আমার পরিত্রাণ, আমার পরম লাভ। ভক্ত যিনি তিনি আর কিছুরই জন্য লালায়িত হন না। তিনি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া, পরম ধনকে ছাড়িয়া, কোন মতেই সংসারের নিকট আপনার প্রেম ও অনুরাগ বিক্রয় করিতে পারেন না। যদি আবশ্যক হয়, পরমেশ্বরের জন্য তিনি সাধুদিগকে এবং সদুপদেশ-পূর্ণ গ্রন্থ সকলও পরিত্যাগ করিবেন। এক দিকে ঈশ্বর, অন্য দিকে সংসার, এস্থলে ভক্তের সংশয় নাই তিনি সহজেই সংসার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এক দিকে জগতের সাধুগণ এবং সত্য-পূর্ণ গ্রন্থ সকল, অন্য দিকে স্বয়ং ঈশ্বর, এই অবস্থায় অনেক

* শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যদেবের অনেক উপদেশ লিখিয়াছেন। এইটী প্রথম।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি যথার্থ পথ চিনিতে না পারিয়া ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেন, এবং পুস্তক ও সাধুগণ হৃদয়ের পুত্তল স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করেন।

পৃথিবীতে সাধু ব্যক্তি কে? সকলেই বলিবে যাঁহার অনেক সাধুতা আছে, এবং যিনি অনেক সাধু কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে ইহা সাধুর লক্ষণ নহে। ধর্ম্মজগতের সাধু ব্যক্তি স্বচ্ছ, যাঁহার মধ্য দিয়া পরমেশ্বরকে উজ্জ্বলরূপে দেখা যায়, যিনি গুপ্ত-ভাবে থাকিয়া ঈশ্বর দর্শনে আমাদের সহায় হয়েন, তিনিই প্রকৃত সাধু। ধর্ম্মগ্রন্থ কি? যে গ্রন্থ ধর্ম্ম-মূলক সত্যে পরিপূর্ণ তাহাই ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া জগতে গৃহীত; কিন্তু ব্রাহ্মদিগের পক্ষে তাহাই ধর্ম্মগ্রন্থ, যাহা স্বচ্ছ, যাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে সমধিক উজ্জ্বলতা সহকারে দর্শন করা যায়। যে পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না, যে শাস্ত্র স্বচ্ছ নহে, যাহা মধ্যে থাকিলে ঈশ্বর দর্শনে ব্যাঘাত জন্মে; সে গ্রন্থ, সে পুস্তক, সে শাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্যে শাস্ত্র বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। যাহা সহস্র সত্যবিশিষ্ট হইয়াও পিতার মুখ আবরণ করে, তাহা ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ নহে। কিন্তু যে স্বচ্ছ পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের মুখ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, যাহা ক্রমশঃই পিতার মুখ উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ করে তাহাই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। সেইরূপ তাঁহাকেই ব্রাহ্মেরা সাধু বলেন, যিনি স্বচ্ছ, যিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া আপনাকে দেখান না, কিন্তু যিনি আপনাকে গোপন করিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, এবং হৃদয়কে হরণ না করিয়া দেবচরণে অর্পণ করেন, তিনিই স্বয়ং ভক্ত। যাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিতে দেন না, তাঁহার প্রেম মুখ আবরণ করেন, এবং আপনাদের প্রতি লোকের চিত্ত

অনুরক্ত করেন, সে সকল ব্যক্তি সদ্গুণবিশিষ্ট হইলে পৃথিবীতে সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে তাঁহাদের সে আদর নাই। এখানে একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। এখানে এক পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই আমাদের ভক্তি ও পূজা গ্রহণ করিতে পারেন না। যিনি ঈশ্বরকে গোপন করিয়া নিজের জন্য লোকের অনুরাগ ও উপাসনা গ্রহণ করিবেন, তিনি চিত্তাপহারী বলিয়া ঘৃণিত হইবেন।

সত্য, ধর্ম্মপথে আমাদের সহায় চাই, নেতা চাই, উপদেষ্টা চাই; এ সকলই ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন। জগতে কত সাধু ব্যক্তি আপনাদের শোণিতপাত করিয়া ধর্ম্মের ক্ষমতা ও ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিয়াছেন; কত ধর্ম্মবীর সত্যের কবচে আবৃত হইয়া অসংখ্য লোকের আঘাত সহ্য করিয়াও অসত্য এবং অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন, কত হিতৈষী ব্যক্তি জগতের মঙ্গলের জন্য আপনাদের সুখ সম্পত্তি এবং জীবন পর্য্যন্ত বলিদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখ দেখিলে, তাঁহাদের নাম করিলে তাঁহাদের কার্য্য স্মরণ করিলে যে আমাদের পুণ্যভাব বৃদ্ধি হয় তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা সহকারে স্বীকার করিয়াও আমরা এই কথা বলিব, যত দিন এবং যে পরিমাণে তাঁহারা স্বচ্ছ, তত দিন এবং সেই পরিমাণে তাঁহারা আমাদের সহায় ও অনুরাগভাজন। যে পরিমাণে তাঁহারা ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, সেই পরিমাণে আমরা তাঁহাদিগকে সম্মান করিব; কিন্তু তাঁহারা যদি ঈশ্বরের পথে প্রতিবন্ধক হন, তাঁহাদের মধ্য দিয়া যদি ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতে না পারি, তবে আর তাঁহাদিগকে সাধু বলিয়া

সহায় বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করিব? আমরা এ জন্য সৃষ্ট হই নাই যে, চিরকাল সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকিব, এ জন্যও সৃষ্ট হই নাই যে, কোন পুস্তক কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের অনুগত হইয়া জীবন ধারণ করিব। কিন্তু ইহাতে এ কথাও বলিতেছি না যে, আমরা সকল পুস্তক পরিত্যাগ করিব, সাধুসঙ্গ করিব না, সংসারধর্ম্ম পালন করিব না। এ কথা বলাতে যে পাপ তাহা যেন ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত না করে। সাধু সহবাসের যে উপকার তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। ভাল ভাল পুস্তকের মধ্যে ঈশ্বরের যে সকল জীবন্ত সত্য রহিয়াছে তাহাও প্রত্যেক ব্রাহ্ম অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা বিনীত হৃদয়ে তাঁহার অনুগত সাধুদিগকে চক্ষুর অঞ্জন-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করি।

যদি কাহারও সাহায্যে আমাদের বিশ্বাসচক্ষু উজ্জ্বল হইয়া ঈশ্বরকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়, কিরূপে তাঁহাকে আমরা অগ্রাহ্য করিব? কিন্তু সাধুদিগের বাহ্যিক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই; সাধুদিগকে আমাদের অন্তরস্থ করিয়া লইতে হইবে, তাঁহাদের সাহায্যে ব্রহ্মসন্নিধানে উপস্থিত হইতে হইবে। ভারতবর্ষে কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে, যাহার লোকেরা সমস্ত শরীরে ভক্তদিগের নাম লিখিয়া আপনাদিগের শরীর মনকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করে। আবার পৃথিবীর অন্য অন্য স্থানে এরূপ ধর্ম্মাবলম্বী দৃষ্ট হয় যাঁহারা সাধুকে এত ভক্তি করেন যে তাঁহার রক্ত মাংস আপনাদিগের রক্ত মাংসে পরিণত না হইলে উন্নতি হয় না এরূপ বিশ্বাস করেন। এই দুই প্রথা হইতে আমাদিগকে সারসংগ্রহ করিতে হইবে। ভক্তদিগের সমস্ত সদ্গুণ আমাদের শরীরের ভূষণ হইবে। শরীরের প্রত্যেক ভাগে,

প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে, প্রত্যেক অস্থিতে তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত সন্নিবেশিত হইবে। ব্রাহ্মের দেখা কর্ত্তব্য যে শরীর মধ্যে এমন এক বিন্দু স্থান নাই যেখানে স্বর্ণাক্ষরে ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিদিগের নাম লিখিত হয় নাই। সে সকল মহাত্মাদের নাম আমাদের শরীর মন হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে না, কিন্তু আমাদের জীবনের ভূষণ হইবে। উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রথার সার মর্ম্ম এই যে, প্রত্যেক সাধু ব্যক্তির রক্ত মাংস আমাদের রক্ত মাংসে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে নব জীবন দান করিবে।

ঈশ্বরের নিকট আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই যে তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগকে আমরা বাহিরে থাকিতে দিব না, কিন্তু অন্তরের অন্তরে প্রাণের মধ্যে তাঁহাদিগকে গাঁথিয়া রাখিব, প্রত্যেক সাধু ব্যক্তিকে আমাদের হৃদয়ের সম্পত্তি করিয়া লইব। সাধুদিগের শরীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রকার বাহ্যিক সম্বন্ধ নাই। তাঁহাদের বিনয় বিশ্বাস, তাঁহাদের সাধুতা পবিত্রতা আমাদের হইবে, তাঁহাদের রক্ত মাংস আমাদের রক্ত মাংসে পরিণত হইবে। তাঁহাদের যত সাধুগুণ সমস্ত আমাদের শোণিতের মধ্যে প্রবাহিত হইবে এবং জীবনকে পরিপুষ্ট করিবে। ইহা হইলে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের যথার্থ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইবে। যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন কোথায় সত্য? কোথায় সাধু দৃষ্টান্ত? আমরা কি পুস্তক বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিব? প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি আপনার অন্তরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন সে সমস্ত আমার হৃদয় মধ্যে। তিনি বলিবেন সত্য এবং সাধুতা আমি বাহিরে দেখিয়া সুখী হইতে পারি না, সে সকল

আমি বুকে বাঁধিয়া রাখিতে চাই, হৃদয়ের ধন করিতে চাই। ঈশ্বর যদি প্রিয় পাত্র হইলেন, তাঁহাকে যদি প্রাণের মধ্যে রাখিতে হয়, তবে যে সকল উপায়ে তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে দেখিতে পাই তাহা কিরূপে বাহিরে রাখিয়া সন্তুষ্ট হইব? যে সকল মনুষ্য তাঁহার অনুগত ভৃত্য তাঁহাদিগকে অন্তরে আলিঙ্গন না করিয়া কিরূপে ক্ষান্ত থাকিব? যে জীবনে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, যে পুস্তকে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করি তাহা আমাদের করিয়া লইব। পরের সত্য, পরের সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের কি হইবে? এ সমস্ত যখন আমাদের নিজস্ব হইবে, যখন আমাদের জীবনের সঙ্গে গ্রথিত হইবে, তখন উহার প্রকৃত ব্যবহার হইবে। যখন আমি জগৎ পরিত্যাগ করিব, তখন জগৎকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—তোমার মধ্যে কি এমন সত্য আছে, যাহা আমি ভোগ করি নাই? তোমার মধ্যে কি এমন সাধু দৃষ্টান্ত আছে, যাহা আমি আমার জীবনে সংগ্রহ করি নাই? জগৎ যদি বলে—হাঁ আমার মধ্যে এমন অনেক সত্য এবং অনেক সাধু দৃষ্টান্ত আছে, যাহা তুমি জানিতে পার নাই এবং আপনার করিয়া লও নাই—তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই পরিমাণে আমার জীবন অপূর্ণ রহিল। জগতের সকল স্থানে সকল জাতি হইতে সাধু-জীবন সঞ্চয় করিয়া আমাদের পরলোক যাইতে হইবে, সাধ্যানুসারে সত্যধন সংগ্রহ করিয়া পরলোকের সম্বল করিতে হইবে। যত ভাল লোক পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের সহায় হিতৈষী বন্ধু। তাঁহাদের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের পবিত্র উৎস হইতে পুণ্য-স্রোত প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শীতল করে ও ইহার মলিনতা পরিহার করে। ঐ স্রোতের যতটুকু জল যাঁহার কাছে পাওয়া যায় আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া

তদ্দ্বারা প্রাণ শীতল করিব এবং হৃদয়মলা প্রক্ষালন করিব। তাঁহাদের সাংসারিক বা শারীরিক ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনে ঈশ্বরের যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা প্রাণপণে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দিব; তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের যে সকল পবিত্র ভাব প্রেরিত হইয়াছে তাহা আমাদের করিয়া লইব; এই পিতার আদেশ, এই ব্রাহ্মদের কর্ত্তব্য। তাঁহাদের জীবনে যে পরিমাণে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করিব, যে পরিমাণে ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করিব, সেই পরিমাণে তাঁহারা আমাদের সম্বন্ধে সাধু।

যদি কোন সাধু ব্যক্তি ঈশ্বরের হস্ত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনার কর্ত্তৃত্ব প্রচার করেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধা পাইতে পারেন না; কেন না ব্রাহ্মেরা—তিনি স্বচ্ছ কি না, তাঁহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের মুখ দেখা যায় কি না—তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। যখন দেখেন তাঁহাকে প্রাণ দিলে ঈশ্বরকে প্রাণ দেওয়া হয় না, তাঁহার অধীন হইলে ঈশ্বরের প্রভুত্বের অপলাপ হয়, তখন আর তাঁহাকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না; কিন্তু অকুণ্ঠিত মনে ব্রাহ্মেরা সেই সকল ব্যক্তিকে হৃদয় দান করেন, যাঁহারা চক্ষুর অঞ্জনস্বরূপ, যাঁহাদিগকে চক্ষু দেখিতে পায় না, কিন্তু যাঁহারা চক্ষুকে উজ্জ্বল করেন। তাঁহাদের সাহায্যে ঈশ্বরের প্রেমমুখ স্পষ্টরূপে দর্শন করা যায়, কিন্তু তাঁহাদের স্বতন্ত্র সত্তা আর উপলব্ধি করা যায় না। ঈশ্বর যখন জিজ্ঞাসা করেন সন্তানগণ! তোমরা কি চাও? আমরা বলি তোমাকেই চাই। তবে আমরা কি সাধুদিগকে চাই না? আমরা কি ভাই ভগ্নীদিগকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিব না? তাহা নহে, যাঁহারা ধর্ম্মপথের সহায় কিরূপে বলিব তাঁহাদিগকে আমরা চাই না? তবে যদি কোন

সাধু ব্যক্তি, কোন ধার্ম্মিক ভাই কি ভগ্নী, ঈশ্বরের মুখ আবরণ করেন, এবং তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে আমাদিগকে যাইতে না দেন, তাঁহাদিগকে বলিব—তোমরা ঈশ্বরের পথে আমাদের প্রতিবন্ধক; তোমাদের যাহা কিছু সাধুতা, যাহা কিছু পবিত্রতা আছে, তাহা যে পরিমাণে স্বচ্ছ হইয়া আমাদের নিকট ঈশ্বরের উজ্জ্বল মুখ প্রকাশ করিবে, সেই পরিমাণে তোমরা সাধু এবং আমাদের শ্রদ্ধার আস্পদ। এই ভাবে আমরা সাধুদিগের সঙ্গে আধ্যাত্মিক অদৃশ্য এবং গূঢ় যোগ রাখিয়া অবাধে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিব। কাহাকেও মধ্যবর্ত্তী হইতে দিব না। আমরা মধ্যবর্ত্তিত্ব মতে বিশ্বাস করি না। যদি কখনও আমরা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখিতে না পাই, তখন কোথায় সেই প্রেমময়, কোথায় সেই প্রেমময়! বলিয়া কাতর হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিব। মন যখন সংসারে মুহ্যমান হইয়া পড়িবে তখন পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানোজ্জ্বল করিয়া লইব; হৃদয় যখন অবসন্ন হইবে, তখন সাধু ভক্তের সহবাসে তাহা সতেজ এবং সরস করিয়া লইব। কিন্তু যাই হৃদয় জাগ্রত হইবে তখন পিতার এবং আমার চক্ষুর মধ্যে আর কেহই স্থান পাইতে পারিবে না; আমি তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে বসিয়া অনিমেষ নয়নে কেবল তাঁহাকেই দেখিব।

যত দিন পিতাকে দূরস্থ বোধ হয় ততদিন সেই দূরবীক্ষণ অবলম্বন করিব, যে দূরবীক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরকে নিকটতর এবং উজ্জ্বলতর দেখা যায়। সেই দূরবীক্ষণ কি? না সত্যপূর্ণ ধর্ম্ম-শাস্ত্র এবং সাধু-জীবন। চক্ষুর অঞ্জনরূপে, দূরবীক্ষণরূপে, সহায়রূপে আমরা কিছুই গ্রহণ করিতে ঘৃণা করিব না। কিন্তু কোন সাধু ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী হইতে দিব না; কোন বিশেষ পুস্তককে ব্যবধান হইতে দিব না। যত দিন

ধর্ম্ম-গ্রন্থ ঈশ্বরকে প্রকাশ করিবে ততদিন তাহা ব্রাহ্মদিগের দূরবীক্ষণ, যতদিন সাধু আপনাকে গোপন করিয়া ঈশ্বরকে প্রচার করিবেন ততদিন তিনি ব্রাহ্মদিগের সহায়। আমরা কোন পুস্তকে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি না, কোন মনুষ্যের দাস বা উপাসক হইয়া তাঁহার নিকট পড়িয়া থাকিতে পারি না। সেই পুস্তক, সেই সাধু আমাদের যাহা আপনাকে অস্বীকার করে, গোপন করে, আমাদের দৃষ্টির মধ্যে সহায়রূপে লুক্কায়িত থাকে; আপনাকে কখন দেখায় না কেবল ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয়। দুর্ব্বল চক্ষু যেমন স্বচ্ছ কাচের সাহায্যে দূরের বস্তু দেখে, কিন্তু সে কাচকে কখন দেখে না, দেখিতে পায়ও না, এবং দৃষ্টিপথে সহায় হওয়াই যেমন সেই কাচের নিঃস্বার্থ লক্ষ্য ও প্রকৃত গৌরব, ব্রহ্মদর্শন পক্ষে সাধু ব্যক্তিরাও সেইরূপ। তাঁহাদিগকে আমরা দেখি না, তাঁহারা নিজে গৌরব চান না বরং আপনাদিগকে অস্বীকার ও গোপন করেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের বিশ্বাসচক্ষুর অঞ্জন হইয়া পিতাকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেয়। ব্রাহ্মদিগের পক্ষে তাঁহারা অলক্ষিত আধ্যাত্মিক উপায় মাত্র। সেই সকল উপায়ের মধ্য দিয়া সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে, ইহাই পিতার উদ্দেশ্য। এই পবিত্র উচ্চ অধিকার দিয়া তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে তাঁহার কাছে আকর্ষণ করিতেছেন।

বর্ষ শেষ।

নিশীথকালীন ব্রহ্মোপাসনা।

বুধবার, ৩০শে চৈত্র, ১৭৯২ শক ; ১২ই এপ্রেল ১৮৭১।

একবার নিমীলিত নয়নে ভাবিয়া দেখিলে আমরা সম্মুখে কি দেখিতে পাই ? অনন্ত কালরূপ-মহাসাগর ধূ ধূ করিতেছে। ইহার মধ্যে এক এক বৎসর এক একটী তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইতেছে। আজ সেই প্রকার একটী তরঙ্গ বিলীন হইবে। আজ পুরাতন বৎসর এবং নূতন বৎসরের সন্ধি স্থল। পরিহাস উপহাসের সময় নাই। গম্ভীর ভাবে আপনাদিগের জীবন পরীক্ষা করিতে হইবে। আমরা একটী তরঙ্গের উপর রহিয়াছি, কিয়ৎকাল পরেই আর একটী ঢেউ অবলম্বন করিব। এই তরঙ্গের মধ্যে অপরাধী পাপী যাহারা, তাহারা কম্পিত হইবেই হইবে। কিন্তু এক দিকে দেখিতে গেলে বাস্তবিক পুরাতন বৎসর আমাদের বন্ধু বটে। এই এক বৎসর মধ্যে আমরা কত সুখ সম্পদ, পরিবারের কত স্নেহ, বন্ধুতার কেমন পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, তাহা ভাবিলে ইহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। কতবার রোগে শোকে যখন প্রাণ যায় মনে করিয়াছিলাম, তখন পুরাতন বৎসর আশা এবং বল বিধান করিয়া কত প্রকার দুঃখের আগার হইতে আমাদিগকে উন্মুক্ত করিল। এই বৎসরের সাহায্যে কত সদনুষ্ঠান করিয়া জীবনকে পবিত্র করিলাম। এ বৎসর ধাত্রীর ন্যায় আমাদের সেবা শুশ্রূষা করিল, মাতার ন্যায় আমাদের রক্ষা করিল, বন্ধুর ন্যায় আমাদের

চক্ষুর জল মোচন করিল, সাধুর ন্যায় আমাদিগকে পরম পিতার ক্রোড়ে বসাইয়া কত শান্তি পবিত্রতা প্রদান করিল। সেই জন্য প্রথমতঃ আমাদের দুঃখ হইতেছে, আর এ বন্ধুর সহিত কখনও দেখা সাক্ষাৎ হইবে না। কিয়ৎক্ষণ পরেই অনন্ত কালরূপ-সাগর মধ্যে সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া ইহাকে বিসর্জ্জন দিব। আর ইহার কোমলতা ভোগ করিতে পারিব না; ইহকাল, পরকাল, এবং চিরকালের জন্য ইহা বিদায় গ্রহণ করিবে।

এই ভাবে কত বৎসর আমাদিগকে বন্ধুর ন্যায় কত প্রকার সুখ সম্পদ দান করিয়া চলিয়া গেল। এই পুরাতন বৎসরকে কেমন করিয়া বিদায় দিব? যাও পুরাতন বন্ধু! তুমি যে সকল ধর্ম্মভাব, এবং সুখ দিয়াছ তাহার জন্য যেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হই। যাঁহার প্রসাদে তোমাকে পাইয়া এত কাল সুখ ভোগ করিলাম—সেই পরম পিতাকে কেমন করিয়া ভুলিব? কে আশা করিয়াছিল যে এই বৎসর মধ্যে আমরা জীবনের উচ্চতম নির্ম্মলতম সুখ সম্ভোগ করিব। কিন্তু তাঁহার কৃপায় আমরা আশাতীত উচ্চ অধিকার লাভ করিয়াছি। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এই বৎসর মধ্যে নূতন নূতন উপকার লাভ করিয়াছি। আজ এই বৎসর বিদায় গ্রহণ করিতেছে, এবং কিছুকাল পরেই নূতন বৎসরকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। আজ এই সন্ধিস্থলে সেই পূজনীয় পিতা দণ্ডায়মান। তাঁহার সঙ্গে আজ বিশেষরূপে আমাদের সাক্ষাৎ হইতেছে। এই বৎসর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে, দেখ দয়াময় পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাঁহার আজ্ঞা সাধন করিয়া আমি চলিলাম; তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া জীবনকে সফল কর। ব্রাহ্মগণ! এই প্রতিজ্ঞা

কর যে, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা না দিয়া পুরাতন বৎসরকে চলিয়া যাইতে দিব না। পুরাতন বৎসর যেমন পরম পিতার করুণা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তেমনই আমাদের হৃদয়ের অকৃতজ্ঞতাও দেখাইয়া দিতেছে। যে দয়াময় আজ বিশেষরূপে দেখা দিতেছেন তাঁহারই প্রতি আমরা কতবার অত্যাচার করিয়াছি। যে হস্ত কতবার আমাদের রোগ দূর করিয়াছে, কতবার তাহা আমরা অস্বীকার করিয়াছি। আজ দয়াময় পিতা স্বয়ং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন যে, জানিয়া শুনিয়া আমরা বারম্বার তাঁহাকে আঘাত করিয়াছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিয়াছি। তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়া আজ কোথায় পলায়ন করিব ? আজ ইহাঁর সহস্র চক্ষু আমাদিগকে ঘেরিয়াছে। যতবার তাঁহার প্রতি অকৃতজ্ঞ ব্যবহার করিয়াছি, যতবার তাঁহার কোমল হৃদয়ে আঘাত করিয়াছি, আজ সেই সকল স্মরণ করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতে হইবে।

বৎসর যেমন এক দিকে সময় হইয়া অনন্ত কালে বিলীন হইতেছে, তেমনই আর এক দিকে আমাদের জীবন হইয়া সেই রাজরাজেশ্বরের নিকট যাইতেছে। জীবনের সমস্ত ব্যাপার তাঁহার বিচারের অধীন। আমরা মনে করিতেছি বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কার্য্য সকলও চিরকালের জন্য চলিয়া গেল। গত বৎসর যে সকল পাপ করিয়াছি তাহার আর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে না তাহা নহে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছামতে তাহা যাইবে না। সে সকল সর্ব্বদর্শী পিতা স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন। কখনই বলিতে পারিব না এই পাপ করি নাই, কখনই বলিতে পারিব না এই অপরাধ, এই দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই। আলস্যই হউক, ইন্দ্রিয় দোষই হউক, কি অন্য কোন অপরাধই হউক,

সকলই আমাদের জীবনগ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে। আজ পুরাতন বৎসরের সঙ্গে পুরাতন পাপগুলিকেও বিদায় দিতে ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম অনিবার্য্য। পুরাতন বৎসর মধ্যে যদি সহস্র পাপ করিয়া থাকি, তাঁহার শাসন অনুসারে সেই সকল লইয়া নূতন বৎসরে প্রবেশ করিতে হইবে। ব্রাহ্মগণ! এই বৎসর তোমাদের বন্ধু ছিল, কিন্তু এই বৎসর তোমাদের প্রতিজনের পক্ষে আবার পাপের সাক্ষী হইয়া রহিল। যদি পাপ করিয়া থাকি ইহা নিশ্চয়ই বলিবে, এই ব্যক্তি অমুক রাত্রে অমুক পাপ করিয়াছিল। এই জন্য জিজ্ঞাসা করি, প্রথমতঃ এই বৎসর কামরিপু কতদূর দমন করিয়াছ, একবার স্মরণ করিয়া দেখ। কোন রাত্রি, কোন দিন, কি কোন সময়ে কোন ভগ্নীর প্রতি কুৎসিৎ ভাবে দৃষ্টি করিয়াছ কি না, কোন দিন হৃদয়ে কুচিন্তাকে স্থান দিয়া কোন সাধ্বী ভগ্নীর প্রতি অপবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছ কি না এবং কোন প্রকার অসাধু ব্যবহার তোমাদের শরীরকে কলঙ্কিত করিয়াছে কি না, একবার এই বৎসরকে জিজ্ঞাসা কর; যদি যথার্থই অপরাধ করিয়া থাক, তাহা হইলে কম্পিতকলেবর হইয়া ঈশ্বরের বিচারাসন সমীপে উপস্থিত হও।

কার্য্যে কর নাই ইহা বলিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত হইতে পার না। তোমাদের হৃদয় নির্ম্মল ছিল কি না, তাহা স্মরণ করিয়া দেখ; যদি হৃদয় অপরাধী হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুতপ্ত-হৃদয় এবং কম্পিত-কলেবর হইয়া আজ তাহা স্বীকার কর। ভ্রাতৃগণ! যদি তোমরা পাপ-ভারাক্রান্ত হইয়া থাক সকলেই আজ সরল ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা কর। মনুষ্যের নিকট পাপ স্বীকার করিতে বলিতেছি না; কিন্তু যিনি অন্তর্যামী এবং পাপ পুণ্যের বিচার করেন তাঁহার নিকট ক্রন্দন কর,

তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের ক্ষমা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ, ক্রোধ কতদূর দমন করিয়াছ? পরিবার মধ্যে শান্তি যাহাতে বিস্তৃত হয় তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়াছ কি না; ভ্রাতা কিম্বা ভগ্নীর কোন অপরাধ ক্ষমা করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ কি না; কলহ-বিবাদ-অনলে ব্রাহ্মসমাজকে ভস্মীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছ কি না; ক্রোধকে বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বদা ক্ষমাশীল হইয়া নম্র হইয়া জনসমাজ মধ্যে শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছ কি না বল। তৃতীয়তঃ, লোভে আসক্ত হইয়াছ কি না, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে দিয়াছ কি না, পরের সুখ দেখিয়া সুখী হইয়াছ কি না, একবার স্মরণ করিয়া দেখ। যদি কাম ক্রোধ লোভে আসক্ত হইয়া, ঈশ্বরের পরিবারে অশান্তি আনিয়া থাক, তবে আর তাঁহার মুখের দিকে চাহিও না; কিন্তু তাঁহার চরণ ধরিয়া বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আজ দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যাহাতে এই প্রকার অশুভ ব্যবহার আর না হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। আগামী বৎসর শান্তির বৎসর হইবে; নির্ম্মলহৃদয় এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া যাহাতে আমরা একটী সাধু পরিবার হইতে পারি, ঈশ্বর এই বিষয়ে সহায় হইবেন।

পুরাতন বর্ষ যায়, নব বর্ষ আগতপ্রায়। কাঁপিতে কাঁপিতে কিরূপে আমরা অগ্রসর হইব? কেমন করিয়া পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া স্পর্দ্ধা করিব? কোথায় সেই দয়াময়! একাকী এত পাপ লইয়া কেমন করিয়া নব বর্ষে প্রবেশ করিতে পারি? যাহাদের প্রলোভনে ঈশ্বরকে ভুলিয়া কত দুষ্কর্ম্ম করিলাম, আজ ত আর কেহই সঙ্গী হইতেছে না, এই স্থলে তিনিই একমাত্র সহায়। ভ্রাতা ভগ্নীগণ!

আর দুই মিনিট পরে নব বর্ষ হইবে। পিতার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা কর, প্রতিজ্ঞা কর আর ঐ চরণ ছাড়িবে না।

কাম।

রবিবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৭৯৩ শক; ১৬ই এপ্রেল, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্য জীবন যুদ্ধক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরমেশ্বর নানা প্রকার যুদ্ধের উপকরণ দিয়া আমাদিগকে এই জন্য সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার সাহায্যে রিপুদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করিব। ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সাহায্যে রিপুদিগকে পরাজয় করিয়া স্বাধীন ভাবে চিরজীবন ধর্ম্মের পথে বিচরণ করেন। ধন্য সেই ব্রাহ্ম যাঁহার মস্তকোপরি ঈশ্বরের জয়পতাকা সর্ব্বদা হিল্লোলিত হইতেছে। কিন্তু সেই ব্যক্তির কত যন্ত্রণা ও দুর্দ্দশা যে আপনার কুপ্রবৃত্তি সকলকে জয় করিতে না পারিয়া, অসত্যের হস্তে অধর্ম্মের হস্তে আপনাকে অর্পণ করে এবং নিয়ত পাপের নির্য্যাতন সহ্য করে। তাহারা ভ্রমান্ধ যাহারা মনে করে আমাদের শত্রু বাহিরে। বাহিরের বস্তু কখনই শত্রু হইতে পারে না। আমাদের মনের কুপ্রবৃত্তি সকলই আমাদের যথার্থ রিপু। আত্মাই আত্মার মিত্র, আত্মাই আত্মার শত্রু। মন ভাল হইলে সকলই ভাল, মনে অসাধু ভাব থাকিলে বাহিরে নানা প্রলোভন দৃষ্ট হয়। আমাদের অন্তরে ভয়ানক রিপু সকল বাস করে এবং কোন কারণে উত্তেজিত হইলেই আমাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হয়। সেখানে দিবানিশি ধর্ম্ম ভাবের সহিত এ সকল দুর্দ্দান্ত

রিপুদিগের সংগ্রাম চলিতেছে। কখন ধর্ম্মের জয়, কখন রিপুদিগের জয়। যদি ঈশ্বরের সাহায্যে তোমরা তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পার, হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যদি সেই সকল শত্রুদের যথার্থ ভাব বুঝিতে পার তবে কখন বলিবে না যে আমাদের শত্রু বাহিরে।

কাম ক্রোধ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর রিপু সকল নানা প্রকারে মনুষ্যের হৃদয় আক্রমণ করিতেছে, এই জন্য সমুদয় দেশের এবং সমুদয় কালের ধার্ম্মিকগণ সকলেই এক বাক্য হইয়া বলিয়াছেন, নির্ম্মল হৃদয় এবং বিশুদ্ধ চরিত্র না হইলে ঈশ্বরকে লাভ করা দুঃসাধ্য। যখন ঈশ্বর চিন্তা করিতে গেলেও অন্তরে নানা প্রকার কুচিন্তার উদয় হয় এবং রিপু সকল হৃদয়কে অধিকার করে তখন কিরূপে আমরা ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারি? যে হৃদয় নিরন্তর রিপুদিগের সেবা করিতেছে সে হৃদয় কিরূপে ঈশ্বর-দর্শন লাভ করিবে? অতএব রিপু দমন করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। এই জন্য ঈশ্বর স্বয়ং বিবেককে সর্ব্বপ্রধান করিয়া আমাদের আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিবেক সর্ব্বদাই আমাদের নিকট রাজাজ্ঞা প্রচার করিতেছেন। মনুষ্য সাবধান! সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না। বিবেক গম্ভীর সুস্পষ্ট ধ্বনিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন, সেই আজ্ঞা অবহেলা করিলে নিশ্চয়ই দণ্ডের উপযুক্ত হইবে। কাহার হৃদয়ে না বিবেক স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের কথা বলিতেছেন?

সংসার কোলাহল মধ্যে ঈশ্বর বিবেকের দ্বারা যে যে উপদেশ দিতেছেন তাহা শুনিতে পারিলাম না, এই কথা বলিও না। সুস্থির হইয়া শ্রবণ কর, স্পষ্টাক্ষরে তিনি কথা বলিতেছেন, স্পষ্ট বচনে তিনি ঈশ্বরের আদেশ প্রচার করিতেছেন। যদি পরিষ্কাররূপে শুনিতে

চাও সেই রাজপ্রতিনিধির বিচারাসন সমীপে উপস্থিত হও। সেখানে স্পষ্টরূপে ইহাঁর আদেশ শুনিতে পাইবে। আদেশ শুনিয়াও যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা অবহেলা কর, কিছুকাল পর আর বিবেকের স্পষ্ট বাক্য শুনিতে পাইবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে এরূপ স্বভাব দিয়াছেন যে, যদি বারম্বার আমরা বিবেকের আজ্ঞা লঙ্ঘন করি, কিছুদিন পরে আর বিবেকের কথা শুনিতে পাই না। ঈশ্বরের এই নিয়ম যে, যে পরিমাণে আমরা বিবেকের বাক্য আলোচনা করি, সে পরিমাণে আমরা ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়, এবং ধর্ম্ম বলের অভাবে আর অধর্ম্ম জয় করিতে পারি না, কেন না হৃদয় নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বিবেক এক দিকে মহারাজার পবিত্র আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন; অন্য দিকে অন্তরের কুপ্রবৃত্তি সকল আমাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। মধ্যস্থলে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। ইচ্ছা হইলেই ঈশ্বরকে কর দিতে পারি, কিম্বা কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া জীবনকে কলুষিত করিতে পারি। এই জন্য আমাদিগের অন্তরে প্রতিদিন সংগ্রাম চলিতেছে। এক দিকে দয়াময় ঈশ্বর আমাদের হৃদয় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; অন্য দিকে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভয়ানক পাপ পোষণ করিতেছি। এই ভাবে আমরাই সর্ব্বদা আমাদের শত্রুতা সাধন করিতেছি। ব্রাহ্মগণ! যদি শান্তি চাও তবে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অনুগত হও, এবং কুপ্রবৃত্তি সকল শাসন কর।

সকল রিপু অপেক্ষা তোমরা অবশ্যই স্বীকার করিবে কাম রিপু অত্যন্ত প্রবল। ইহা সহস্র প্রকার ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া মনুষ্যদিগকে নরকের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। অতএব সর্ব্বদা

সাবধান হইবে যেন এই ভয়ঙ্কর রিপুর হস্তে কেহ না পড়েন। কুপ্রবৃত্তি সকল অল্পে অল্পে পাপ পথে লইয়া যায়। অতএব প্রথম অবস্থা হইতেই তাহাদিগকে দমন করিবে। বিশেষতঃ কাম রিপু একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে ইহাকে পরাস্ত করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। এই রিপু দমন করিবার জন্য সকল দেশের আচার্য্যেরা বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাঁহারা স্ব স্ব জীবনে এই রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে মুখে উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু কার্য্যেতে এই রিপুকে দমন করা নিতান্ত কঠিন। সম্পূর্ণরূপ যদি এই রিপুকে পরাস্ত করিয়া সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, তবে ঈশ্বরের অস্ত্র ধারণ কর। সেই অস্ত্রের সাহায্যে নিশ্চয়ই রিপুকে সমূলে বিনাশ করিতে পারিবে। নতুবা যতক্ষণ সেই রিপু কেবল গূঢ়ভাবে অন্তরের মধ্যে বাস করিতেছে ততক্ষণ নিস্তার নাই।

কিছুদিনের জন্য কোন পাপকে দমন করিয়া আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিও না। পাপের পরিবর্ত্তে যে পর্য্যন্ত তাহার বিপরীত ভাব অন্তরে প্রতিষ্ঠিত না হয় সে পর্য্যন্ত সাবধান থাকিবে। কে বলিতে পারে আমি কখনও ভগ্নীকে অপবিত্র নয়নে দেখি নাই, ভ্রাতাকে অপবিত্র নয়নে দেখি নাই? তিনিই বলিতে পারেন, যিনি প্রত্যেক ভ্রাতা ভগ্নীকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া গ্রহণ করেন। বাস্তবিক যতদিন আমরা প্রত্যেক ভ্রাতাকে ঈশ্বরের পুত্র এবং প্রত্যেক ভগ্নীকে ঈশ্বরের কন্যা বলিয়া চিনিতে না পারিব ততদিন সংসাররূপ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আমরা কখনই নির্ভয় হইতে পারি না। আলোক প্রবেশ না করিলে অন্ধকার চিরদিনের জন্য চলিয়া যায় না। যেখানে ঈশ্বর

বর্ত্তমান নাই সেখানে অসুরেরা বাস করিবেই করিবে। যে শরীর আলস্য এবং অত্যাচারের আধার তাহা রোগের আলয় হইবেই হইবে। যে হৃদয়ে পবিত্র ভাব নাই, সে হৃদয় নিশ্চয়ই রিপুদিগের অধীন। অতএব কেবল রিপু সকলকে বিনাশ করিলে হইবে না, কিন্তু তাহাদের বিপরীত ভাবসকল হৃদয়ে স্থাপিত করিতে হইবে।

পৃথিবীতে যত নারী আছে সমস্ত নারীকে যতদিন পবিত্র ভাবে দেখিতে না পার ততদিন পর্য্যন্ত বিশেষরূপে সাবধান হইবে। ততদিন পর্য্যন্ত সাহস করিয়া কোন কার্য্য করিও না। কেন না যখনই কোন প্রলোভন দেখিবে তখনই তোমাদের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। একবার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ, তোমাদের ব্রহ্মমন্দিরের উপার্জ্জিত ধন, প্রলোভনের সময় রক্ষা করিতে পারিবে কি না—ইহার কি মীমাংসা হইল? যে ব্যক্তি কোন বিশেষ প্রলোভন হইতে একবার বাঁচিয়াছে, সে সেই প্রলোভন হইতে বাঁচিতে পারে, কিন্তু সেই প্রলোভন হইতেও গভীরতর প্রলোভন সকল তাহার সম্মুখে রহিয়াছে। তিনিই কেবল সেই সকল অতিক্রম করিতে পারেন যাঁহার হৃদয়ে যথার্থই ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম অবস্থিতি করে। অতএব তোমরা যদি নির্ভয় হইতে চাও, তবে হৃদয়ে ব্রহ্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর। যিনি সমুদয় নর নারীর প্রতি পবিত্র ভাবে দর্শন করিতে পারেন না তাঁহার ব্রাহ্মনামে অধিকার নাই। যে পরিমাণে ভ্রাতা ভগ্নীর মুখ দর্শন মাত্র তোমাদের হৃদয় পবিত্র প্রেম এবং পবিত্র আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে সেই পরিমাণে তোমরা সাধু, এবং সেই পরিমাণে তোমরা ব্রাহ্ম। অতএব কেবল রিপু দমন করিলেই হইবে না।

যদি তোমরা আপনাদিগের মধ্যে একটী সাধু পরিবার স্থাপন

করিতে না পার তবে তোমরা নিশ্চয়ই রিপুর বশীভূত। যদি সকলের সঙ্গে একত্র হইলে তোমরা ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতে না পাও, এবং যে ভগ্নী অধিক সুন্দরী, তাঁহাকে দেখিয়া যদি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য তোমাদের স্মরণ না হয়, তাহা হইলে তোমরা রিপুর বশীভূত। রিপু্ সকল কেবল সুযোগ চাহিতেছে। অবকাশ পাইবা মাত্র তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে, অতএব সাবধান হইয়া হৃদয়কে পবিত্রতার আধার কর। ঈশ্বর যখন পিতা হইলেন, প্রত্যেক স্ত্রী আমাদের স্নেহাস্পদ ভগ্নী এবং প্রত্যেক পুরুষ আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা। অতএব স্নেহপূর্ণ হইয়া পিতার চরণ ধরিয়া বারবার তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে। যাঁহার হৃদয় যথার্থ পবিত্র প্রেমের আধার তাঁহাকে দেখিলে অবশ্যই পবিত্র প্রেম সঞ্চারিত হইবে। সংসারে পরিবার মধ্যে ভাই ভগ্নী পিতা মাতা প্রভৃতি কেমন পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ। কোন আচার্য্য কি কোন শিক্ষককে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে হয় না, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে সহজেই তাঁহারা পরস্পরের সহিত পবিত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষিত হন। দয়াময় ঈশ্বরের এই নিয়ম। পরিবারের যদি এই নিয়ম হইল সমস্ত জগতের মধ্যেও এই নিয়ম। পরিবার মধ্যে যেমন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, সমস্ত জগতের মধ্যেও সেইরূপ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সম্বন্ধ বর্ত্তমান। অতএব ব্রাহ্মগণ, তোমরা হৃদয়কে প্রশস্ত কর, সমস্ত জগতের প্রতি পবিত্র ভাব ধারণ কর এবং ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া সমাদর কর। কাহারও প্রতি কোন প্রকার হীনভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিও না।

যাই দেখিবে অল্পে অল্পে একটী রিপু্ অন্তরে প্রবেশ করিতেছে,

তখনই জানিবে সেই সামান্য ছিদ্রের মধ্য দিয়া দেখিতে দেখিতে সাগরের জল প্রবেশ করিবে। শত্রুকে কখনও প্রশ্রয় দিও না। যার লক্ষ্য আমাদের বিনাশ করা তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিব না। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি শত্রুকে বিশ্বাস করিলে জীবনে অনেক আঘাত পাইতে হয়। অতএব ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! তোমরা সাবধান হইয়া হৃদয়কে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা কর। কাম রিপু আর কিছুই নহে, ইহা কেবল পবিত্র প্রেমের অভাব। কাম বিহীন হইলেই যে সাধু হইলাম তাহা নহে। যিনি পবিত্র ভাবে প্রত্যেক ভগ্নীকে গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহার অন্তরে নিশ্চয়ই পাপ গূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছে। কেবল অপবিত্র ভাব বিনাশ করিলেই সাধু হওয়া যায় না; কিন্তু অপবিত্র ভাবের পরিবর্ত্তে পবিত্র ভাব সকল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; তোমরা নিষ্কাম হইয়া কাহারও প্রতি অপবিত্র নয়নে দৃষ্টি কর না, ইহাতেই যে তোমরা নিরাপদ হইয়াছ তাহা মনে করিও না। ঈশ্বরকে দেখাইতে হইবে, জগৎকে দেখাইতে হইবে, তোমাদের হৃদয় যথার্থই পবিত্র প্রেমের আধার। যেখানে যে জীবকে দেখিবে, যে ভাই ভগ্নীকে দেখিবে, সেখানে তখনই তোমাদের চক্ষু স্বর্গীয় প্রেমজ্যোতি বিকীর্ণ করিবে। ঈশ্বর দত্ত পবিত্র প্রেম তোমাদের চক্ষুর অঞ্জন হইবে।

কিন্তু ব্রাহ্ম এখানেও ক্ষান্ত হইতে পারেন না, তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন, যতক্ষণ না এই মন কামরিপুকে বিনাশ করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীদের পদ সেবা করিতে নিযুক্ত হইবে; যতক্ষণ না এই রসনা পাপ প্রলাপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ঈশ্বরের প্রেম ঘোষণা করিবে এবং যতক্ষণ না এই হৃদয় নারীর বিষয় ভাবিতে গিয়া পবিত্র

প্রেমে বিগলিত হইবে ততক্ষণ আমি স্থির থাকিতে পারি না, ততক্ষণ আমি আমার হৃদয়কে বিশ্বাস করিব না। এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া আত্মার মধ্যে তোমরা এ সমুদয় সাধন আরম্ভ কর। অন্তরে যাহা সাধিত হইবে, জগতে তাহা যথাকালে প্রকাশ হইবেই। স্বামী স্ত্রীর প্রতি, ভাই ভগ্নীর প্রতি, যদি উপযুক্তরূপ ব্যবহার করেন আর আমাদের ভয় নাই। যেখানে যাই, দেখিব, দক্ষিণে ভ্রাতা, বামে ভগ্নী। তখন ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের হৃদয়-সিংহাসন গ্রহণ করিবেন। তখন সেই সিংহাসনকে আর রিপুগণ আক্রমণ করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য দেখিব। যখন আমাদের পরিবার মধ্যে সেই শান্তির রাজ্য, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন যুগে যুগে জগতের ধার্ম্মিকগণ যে জন্য জীবন দান করিয়াছেন, প্রচারক সকল যে জন্য জগতে ভ্রমণ করিতেছেন এবং যে জন্য ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা সুসম্পন্ন হইবে। যাঁহারা এই মহাকার্য্যে যোগ দান করিবেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত সকলেই অনুকরণ করিবে। ব্রাহ্মগণ! নববর্ষে তোমরা এই কার্য্যে নিযুক্ত হও। আপনাদিগকে পাপিষ্ঠ এবং হেয় জানিয়া ভাই ভগ্নীদিগের পদ সেবা কর; এবং আপন আপন ক্ষমতা ও উদ্যম অনুসারে পিতার প্রেমরাজ্য বিস্তার কর।

ক্রোধ।

রবিবার, ১১ই বৈশাখ, ১৭৯৩ শক; ২৩শে এপ্রেল, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

মন যদি আমার না হইল তাহা হইলে এ জীবন বৃথা। অনেক কষ্ট পরিশ্রমের পর ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। মনকে বলিলাম, তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর, মন যদি বলে সংসারে আমার

অনেক আকর্ষণ রহিয়াছে; এবং সংসারের অনেক কষ্ট যন্ত্রণায় আমি জর্জ্জরিত; কিরূপে আমি এই গৃহে প্রবেশ করিব? ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যদি মনকে বলি তাঁহার উপাসনা কর, তাঁহার আরাধনা, প্রার্থনা কর, সকল কষ্ট দূর হইবে। যদি সেই সময়ে মন নিমীলিত নয়ন হইয়াও সেই উপাসনার সময়ে কেবল আপনার কুপ্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিবার উপায় চিন্তা করে, তাহা হইলে আর কোথায় গিয়া শান্তি পাইব? এমন সময়ে উপাসনার অধিকারী হইয়াও যদি আমরা মনকে কুভাব এবং কুটিল চিন্তার আলয় করিয়া রাখি তবে আমাদের দুঃখের সীমা কোথায়? উপাসনার সময়েও যদি মন সংসার চিন্তায় নিমগ্ন রহিল তবে আর কেমন করিয়া ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিব? আমাদের এই দুরবস্থা ভাবিয়া কি আমরা অনেক সময় কষ্ট পাই নাই? মনে হইতেছে কুভাবকে হৃদয়ে আসিতে দিব না, কুচিন্তা করিব না, হৃদয়কে নির্ম্মল রাখিব; কিন্তু অভ্যাসের দাস হইয়া কিছুই সাধন করিতে পারি না। এইরূপে কত কত ব্যক্তি মনকে জয় করিতে না পারিয়া অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। অনেক চেষ্টা করিলাম হৃদয় শাসিত হইল না, অবশেষে বিফল যত্ন হইয়া মন নিরাশ হইতে লাগিল। কিছুতেই সুখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই; এক একবার মন ঈশ্বরের নিকট ধাবিত হইয়াও আবার সেই অভ্যস্ত পাপ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়। এই জন্য সকল সাধু ব্যক্তি বলিয়াছেন—"মনকে শাসন কর, মনকে শাসন করিতে না পারিলে কখনই সুন্দররূপে পিতার মুখ দেখিতে পাইবে না।" বারম্বার আমরা এই উপদেশ পাইয়াছি, পুরাতন বলিয়া ইহাকে যেন অবহেলা না করি।

মনকে জয় করিতে হইলে ইহার সমুদয় রিপুগুলিকে পরাস্ত করিতে হইবে। কাম রিপুকে যেমন দমন করিবে তেমনই ক্রোধকে শাসন করিতে হইবে। যেখানে যাই দেখি, ক্রোধ ভয়ানক বেশ ধারণ করিয়া জনসমাজকে উৎপীড়িত করিতেছে। যেখানে সদ্ভাব এবং ভ্রাতৃভাব ছিল সেখানে ক্রোধ, অপ্রণয় এবং শত্রুতা উৎপাদন করিল; যে পরিবার শান্তি এবং সুখে পরিপূর্ণ ছিল ক্রোধ সেই পরিবারকে কলহ এবং অশান্তির আধার করিয়া তুলিল। এইরূপে ক্রোধ প্রতিদিন জনসমাজকে দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে যেখানে বন্ধুতা, শান্তি এবং সুখ বিরাজ করিতেছিল, ক্রোধরূপ-মহাশত্রু আসিয়া সেখানে ভয়ানক বিপদ এবং যন্ত্রণা উপস্থিত করিল। আমরা জীবনে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিলাম। শতবার অপরাধী হইলেও ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করিব না, ঈশ্বরের সন্তান আমার ভ্রাতা ভগ্নী, সহস্র দোষ করিলেও তাঁহাদিগকে দূর করিব না; ক্রোধের সময় এই প্রকার প্রতিজ্ঞা চলিয়া গেল। একটী সামান্য অপমানের বিষয় উপস্থিত হইল মন একেবারে ক্রোধ-সাগরে পতিত হইয়া গেল; ভাসিতে ভাসিতে আপনিই কোথায় যাইয়া পড়িবে ভাবিল না। সেই ব্যক্তি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেল। ক্রোধে অন্ধ হইয়া আপনার মন কলঙ্কিত করিল, ভাইকে বিনাশ করিল এবং পরিবারকেও দুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করিল। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই পরীক্ষায় পড়িলে কত কত ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাও সামান্য শাসনপ্রণালী পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া, পশু অপেক্ষাও আপনাদিগকে নিকৃষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্ম যেমন কাম রিপুকে কেবল সময়ে সময়ে দমন করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন না, কিন্তু ইহার

বিপরীত ভাব পবিত্র প্রেমকে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাকে নিরাপদ করেন, এবং তখনই অভয়পদ পাইলাম মনে করেন ; সেইরূপ ক্রোধকেও সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া তাহার বিপরীত ভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিছুকাল উত্তম পুস্তক পড়িয়া এবং সাধুসঙ্গ অবলম্বন করিয়া ক্রোধকে দমন করিলে, এবং সামান্য সামান্য কারণে অনেকবার ক্রোধ সম্বরণ করিলে ; কিন্তু তাহা হইলে অভয় পদ পাওয়া হইল না। কেন না পূর্ব্বাপেক্ষা যদি ক্রোধ প্রবলতর হইয়া আসে তখন কিছুতেই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। পুস্তক এবং সাধুসঙ্গ দ্বারা আর তাহা দমন করিতে পারিবে না। তবে ক্রোধের ঔষধ কি ? কামের শত্রু যেমন পবিত্র প্রেম, তেমনই ক্রোধের শত্রু ক্ষমা। যে হৃদয়ে পবিত্র প্রেম প্রতিষ্ঠিত, তাহা যেমন আর কাম রিপুর অধীন নহে, তেমনই ক্ষমা যে হৃদয়ের আধার তাহাতে ক্রোধ উত্তেজিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তির ক্ষমা নাই সেই ব্যক্তিকে ক্রোধের হস্তে পড়িতে হইবেই হইবে।

এক ব্যক্তি আমাকে অপমান করিল, আমার উপায় নাই, কোন ক্ষমতা নাই যে তাহার দণ্ড বিধান করি ; আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম, কিন্তু উপায় থাকিলে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবিধান করিতাম। অতএব যদি বুঝিতে পারি যখন ভ্রাতা ভগ্নী আমাকে নির্যাতন করিতেছেন, যখন তাঁহাদের উৎপীড়নে আমার শরীর মন অবসন্ন হইতেছে, তখনও আমার হৃদয় ক্ষমাশীল, এবং সেই উৎপীড়ক ভ্রাতা ভগ্নীদের মঙ্গলের জন্য ইহা ব্যাকুল ; তখন বুঝিতে পারিব, আর ক্রোধ আমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, এবং তখন সম্পূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিব। নতুবা শান্ত চিত্ত হইয়া দশ বৎসরের জন্য অপমান সহ

করিয়াছি, অত্যাচারীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছি, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা পরাজয় করিয়াছি, কেবল ইহা বলিলে ব্রাহ্ম হওয়া হইল না। অনিষ্ট হইবে কি ইষ্ট হইবে, উপকার হইবে কি অপকার হইবে, উচিত কি অনুচিত ইহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধকে সম্বরণ করিতে পারে জগতে এই প্রকার লোকের সংখ্যা অনেক।

ফলাফল বিচার করিয়া দশ বৎসরের জন্য অবশ্যই ক্রোধকে দমন করিতে পার; কিন্তু তোমরা যে ব্রাহ্ম। এই জন্য কি জগৎ তোমাদিগকে সুখ্যাতি করিবে যে তোমরা পাঁচ দিন কটূক্তি সহ্য করিলে, অধার্ম্মিকদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করিলে না এবং বাহ্যিক কোন ব্যাপারে তোমাদের ক্রোধ প্রকাশিত হইল না? তোমরা ইহাতে নিশ্চিন্ত থাকিতে পার না। প্রত্যেক ভাই যিনি তোমাদের প্রতি অধর্ম্ম আচরণ করিবেন, তোমাদের প্রিয় বস্তু সকল হরণ করিবেন, তোমাদের বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করিবেন, যিনি তোমাদিগকে অজ্ঞানের পথে, পাপের পথে সতত লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে ভয়ানক শত্রু জানিয়াও যদি ভাই বলিয়া, ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া, ক্ষমা করিতে না পার, তাহা হইলে কিরূপে ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিবে? পাপী ভ্রাতাকে ঘৃণা করিলে না, তাঁহার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করিলে না; কিন্তু তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পার না, ভাই বলিয়া তাঁহাকে প্রীতি করিতে পার না, মনুষ্য হয় ত এই জন্য তোমাদিগকে প্রশংসা করিবে; কিন্তু অন্তর্যামী ঈশ্বরের নিকট কি তোমরা নিরপরাধ বলিয়া পরিচিত হইতে পার? তাঁহার সন্তানকে পাপী বলিয়া হৃদয় হইতে দূর করিলে ইহা দেখিয়া কি তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন? পাপী ভাইকে ঘৃণা করিলে না, তাঁহার প্রতি কোন

আঘাত করিলে না, ইহাতে কি তোমরা ক্ষান্ত হইতে পার? অনেক বিষয়ী লোকেরাও ত এই প্রকার করিয়া থাকে। কিন্তু সেই বিষয়ী লোক কোথায় যে শত্রুকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করে? যে ব্যক্তি তোমাদিগকে অধর্ম্মের পথে লইয়া গেল তাহার চরিত্রকে ঘৃণা কর, ধর্ম্মক্রোধে উৎসাহিত হইয়া তাহার দুষ্কর্ম্মের শাস্তি বিধান কর; কিন্তু সাবধান, সে ক্রোধ, সে উৎসাহ যেন তাহার মন্দ ভাবের প্রতি, তাহার মন্দ বাক্যের প্রতি, এবং তাহার মন্দ কার্য্যের প্রতি নিয়োজিত হয়; সেই মনুষ্য যেন কখনও ঈশ্বরের সন্তান হইয়া তোমাদের প্রীতি হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়।

শত্রুর যাহাতে মঙ্গল হয় তাহার চেষ্টা করিবে। হৃদয়ের সহিত শত্রুকে প্রীতি করিবে। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ সকল সাধন করিতে হইবে। এখনই হয় ত বিরোধ উপস্থিত হইবে। অনেকেই হয় ত বলিবেন "শত্রুকে প্রীতি করা অসম্ভব"। শত্রুর দুষ্কর্ম্ম দেখিলে ক্রোধ উত্তেজিত হইবেই হইবে। যদি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে বাস কর তাহা হইলে হয় ত মন সাধু থাকিতে পারে; কিন্তু পরিবার মধ্যে থাকিয়া বিষয়ী লোকের সঙ্গে যোগ রাখিয়া কিরূপে ক্রোধ জয় করিব? কিন্তু ব্রাহ্মগণ! ইহা নিশ্চয়রূপে বিশ্বাস করিও যদি বিষয়ী লোকদিগের মধ্যে থাকিয়া তোমরা ক্রোধকে পরাজয় করিতে না পার তাহা হইলে ইহা তোমাদেরই দুর্ব্বলতা; ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্টরূপে উপদেশ দিতেছেন কেবল যে তোমরা শত্রুকে দূর করিয়া দিবে না, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার মঙ্গল চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার শরীর, মন, আত্মা ভাল আছে কি না, তোমাদের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। জগতের হিতসাধন তোমা-

দের উদ্দেশ্য। উপকারের নিয়ম নিঃস্বার্থ। প্রীতির নিয়ম নিঃস্বার্থ। শত্রুতা, মিত্রতা বিচার করা ইহার লক্ষণ নহে। স্বর্গের প্রেম শত্রু, মিত্র, উপকারী, অপকারী সকলের প্রতি প্রবাহিত হয়, সাধ্য কি মনুষ্য তাহার প্রতিরোধ করে। ঈশ্বর হইতে যে প্রণয়-স্রোত আসি-তেছে কে তাহার বেগ নিবারণ করিবে? সহস্র মতের অনৈক্য ইহার নিকট পরাস্ত হয়। কোন ভ্রাতার সঙ্গে পাঁচ বিষয়ে মতের ঐক্য হইল এই জন্য তাঁহাকে সেই পরিমাণে প্রীতি করিব। এবং আর একটী ভ্রাতার সঙ্গে পাঁচ বিষয়ে মতের অমিল হইল, অতএব তাঁহাকে সেই পরিমাণে অশ্রদ্ধা করিব; ইহা নিতান্ত নীচ সাংসারিক ভাব। এই প্রকার যুক্তি স্বর্গের প্রণয়ের নিকট তিষ্ঠিতে পারে না।

যে হৃদয় স্বর্গীয় ক্ষমার আধার তাহা ভ্রাতার সহস্র মতে অমিল এবং সহস্র অপরাধ সত্ত্বেও নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিবে। ঈশ্বর যদি আমাদের অপরাধ গণনা করিয়া আমাদিগের প্রতি অপ্রীতি করিতেন, তাহা হইলে আমরা কোথায় থাকিতাম? কিন্তু দেখ ঈশ্বরের করুণার ব্যাপার কি! শত শত অপরাধ করিতেছি, একবারও কি তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, "কুপুত্রগণ! আর তোমাদের ঐ দুর্ম্মুখ দেখিব না; তোমরা আমার গৃহ হইতে দূর হও, আর তোমাদের জন্য অন্ন জল পরিবেশন করিব না।" ভ্রাতৃগণ! যদি এমন দয়াল পিতার সেবা করিতে চাও, তবে তাঁহার স্বভাব অনুকরণ করিতে হইবে। যদি মনে কর ভাই একটী পাপ করিয়াছেন আর তিনি আমাদের প্রীতিভাজন হইতে পারেন না, তাহা হইলে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার অবরুদ্ধ হইল; কেন

না তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিয়াছ। কিন্তু ব্রাহ্মগণ! তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সহস্রবার শত্রুতা করিলেও সেই দ্বার অবারিত থাকিবে; যেহেতু ঈশ্বরের এমন প্রেম আছে যে তোমাদের শত অপরাধ সত্ত্বেও তাহা অবিচলিত থাকিয়া অবিশ্রান্ত তোমাদের মঙ্গল সাধন করিবে। অতএব যখন রাশি রাশি পাপ সত্ত্বেও আমাদের উপর পিতা অজস্র দয়া বর্ষণ করিতেছেন, তখন এস আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া শত্রুতা, মিত্রতা, পাপ পুণ্য নির্ব্বিশেষে ভাই ভগ্নীর প্রতি প্রীতি এবং ক্ষমা পূর্ণ ভাব ধারণ করি। যিনি আমাদের পিতা তিনি আমাদের গুরু; তিনিই আমাদিগকে প্রেম, ক্ষমা শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ক্রোধ ভস্মীভূত হয়। অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ব্রাহ্মগণ! ক্ষমা তোমাদেরই ভূষণ। তোমরা যদি ক্রোধকে সমূলে বিনাশ করিয়া ক্ষমাশীল না হও তবে জগতে আর কে এই সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে? সাবধান, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে যেন কখন অক্ষমা প্রবেশ না করে।

যখন ব্রাহ্ম ক্রোধান্ধ হইয়া ভ্রাতার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করেন, তখন জগৎ তাঁহাকে কি বলিবে? যে ব্যক্তি কত উপদেশ দান করিয়া কত ব্যক্তির উপকার করিল, সে ব্যক্তি যদি সামান্য কটূক্তি সহ্য করিতে না পারে, তবে তাহার উপদেশ কে গ্রহণ করিবে? শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারি না; ব্রাহ্মের মুখে আর এই কথা শুনিব না। ক্রোধান্ধগণ! জিজ্ঞাসা করি, ক্রোধ জয় করিবার জন্য কি কখনও তোমরা চেষ্টা করিয়াছ, শত্রুকে প্রীতি করিবার জন্য কি কখনও তোমরা ইচ্ছা করিয়াছ? শত্রুকে তোমরা ক্ষমা করিতে পার না, ক্রোধ তোমাদের বশীভূত হয় না, তাহা এই জন্য যে তোমরা ঈশ্বরের

নিকট শত্রুর মঙ্গল প্রার্থনা কর না। একবার যদি হৃদয়ের সহিত সেই শত্রুর জন্য প্রার্থনা করিতে পার, সেই প্রার্থনা নিশ্চয়ই তোমাদের হৃদয়ের পাপ-মলা প্রক্ষালন করিবে। এই ভাবে তোমরা শত্রুর জন্য প্রার্থনা করিতে অভ্যাস কর, দেখিবে হৃদয় সহজেই ক্ষমাশীল হইবে। ক্রোধ রিপুকে পোষণ করিয়া আর ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিও না: ব্রাহ্মমণ্ডলীকে শান্তি-নিকেতন করিয়া তোল। আপনাদিগের জীবন পরীক্ষা কর। হৃদয়ের কঠোরতা এবং অক্ষমা দূর করিয়া ঈশ্বরের নিকট কোমলতা এবং প্রেম প্রার্থনা কর। যখন নিতান্ত দীন ভাবে পিতার নিকট উপস্থিত হইবে, তখন আপনার দোষ জানিতে পারিবে, তখন সাধ্য কি ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ কর। বন্ধুগণ! রাগ করিবার প্রধান কারণ এই যে আমরা আপনাদের দোষ দেখি না। দ্বিতীয়তঃ, কোন ব্যক্তির দোষ আলোচনা করিবার সময় সেই ভ্রাতার সদ্গুণের প্রতি দৃষ্টি করি না। অতএব ব্রাহ্মগণ! যখন ভ্রাতার দোষ দেখিবে তখন মনে মনে ভ্রাতার গুণগুলিও স্মরণ করিবে। যদি তোমাদের মধ্যে অনৈক্যের কারণ থাকে, যাহাতে সকলের সঙ্গে মিল হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে। যদি মতে মিল না থাকে সেই মতের অনৈক্য সত্ত্বেও ভ্রাতা ভগ্নীকে শ্রদ্ধা করিবে। কোন কারণে যেন ক্রোধ তোমাদিগকে পরাস্ত করিয়া না ফেলে। যে ব্যক্তি হিংসা বা ক্রোধে অন্ধ হইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করে তাহার কার্য্যকে ঘৃণা কর, তাহার দুষ্প্রবৃত্তি সকল দমন করিতে চেষ্টা কর, কিন্তু আক্রমণকারীর প্রতি কখনও ক্রোধ করিও না। ঈশ্বরের সন্তান আমাদের ভ্রাতা ভগ্নী সহস্র প্রকারে অধার্ম্মিক হইলেও কৃপা পাত্র এবং কৃপাপাত্রী। তাঁহাদিগের প্রতি

আমাদের সেইরূপ দয়া প্রকাশ করিতে হইবে, যেমন প্রেমপূর্ণ পিতা তাঁহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন।

হে দয়াময় পরমেশ্বর! দেখ আমাদের কতদূর স্পর্দ্ধা! একে ত আমরা কত অপরাধ এবং পাপে জর্জ্জরিত। আবার ক্রোধ পরিপূর্ণ হইয়া আমরা সেই অধার্ম্মিক ভ্রাতা ভগ্নীদিগের প্রতি আক্রমণ করিতে যাই, যাঁহাদিগকে তুমি অন্তরের সহিত ভালবাস। এই প্রকার যাহাদের মন তাহাদের কি গতি হইবে? অধার্ম্মিকদিগকে ঘৃণা করা যদি তোমার নিয়ম হইত, এবং যদি তুমি আমাদিগের প্রতি সেই নিয়মকে প্রয়োগ করিতে, তাহা হইলে কতকাল পূর্ব্বে তোমাকে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত যন্ত্রণার কূপে নিক্ষেপ করিতে হইত এবং তাহা হইলে কেবা আর এখন তোমার নিকট আসিয়া "পিতা! দয়া কর, পিতা দয়া কর" বলিয়া ভিক্ষা করিত। পিতঃ, কতবার বলিলে এই পথে যাও, শুনিলাম, বুঝিলাম, কিন্তু তথাপি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিলাম। ভাই ভগ্নীগুলিকে ভালবাসিতে বলিলে, কিন্তু তাহা বারম্বার শুনিয়াও তোমার আদেশ পালন করিতে পারিলাম না। আমরা জানি যে আমাদের মন পাপে দগ্ধ; কিন্তু তথাপি আমরা সংসারের প্রতি ক্ষমাশীল হইলাম না। ইচ্ছা হয়, পিতা, ভাই ভগ্নীগুলিকে লইয়া একটী পরিবার হই, পরস্পরকে ক্ষমা করি; কিন্তু পিতা, কেবল কু-অভ্যাসের দাস হইয়াছি তাই ক্রোধ রিপুকে দূর করিতে পারিলাম না। নাথ! শত্রুকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় বলিয়া দাও। হে দয়াল পিতা! বল এ জীবন থাকিতে থাকিতে কেমন করিয়া সমুদয় ভাই ভগ্নীদিগের প্রতি দয়া করিতে শিখিব। তুমি স্বয়ং আমাদের হৃদয়ে

অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধ রিপুকে বিনাশ কর। হে দয়াময় পরমেশ্বর! একটু একটু ক্ষমা আমাদের প্রতি জনের হৃদয়ে প্রেরণ কর। আর পিতা, ভাল করিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখাও। ঐ মুখ না দেখিলে, পিতা! কেমন করিয়া ভাই ভগ্নীদের ভালবাসিতে শিখিব। পিতা! এমন ক্ষমতা দাও, যখন ভাই ভগ্নীগণ আমাদের প্রতি নির্যাতন করিবেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে কোন প্রকার আঘাত না করিয়া যেন তোমার কাছে অভিযোগ করি। তুমি আমাদের মধ্যস্থ হইয়া শান্তি সংস্থাপন করিতেছ ইহা দেখিয়া যেন পুলকিত হই। যাঁহারা আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য যেন আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি। জগতে আমাদের প্রতি যত লোক শত্রুতা করেন, তুমি সকলের মঙ্গল বিধান কর। তাঁহারা যদি প্রাণে বধ করেন তথাপি তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা করিবার অধিকার নাই ইহা আমাদিগকে শিক্ষা দাও। পিতা! তুমি যে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছ "কাহাকেও হিংসা করিতে পারিবে না।" হে দয়াল পিতা! তুমি আমাদের প্রতিদিনের অত্যাচার সহ্য করিতেছ; কতবার তোমার প্রাণ বধ করিতে গেলাম তথাপি তুমি আরও স্নেহের সহিত আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিলে। অতএব, পিতা! দেখ ঘোর পরীক্ষায় পড়িলে যেন তোমার ক্ষমা ভুলি না। পিতা! তোমার মত আর কে এমন ক্ষমা করিতে পারে? তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে ক্ষমারূপ-খড়্গ দ্বারা ক্রোধকে বিনাশ করিতে শিক্ষা দাও।